পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 176 Wednesday, 28 May, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ১৭৬ সংখ্যা ✱ ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, বুধবার, ২৮ মে ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বিজ্ঞপ্তি জারি, পথ খোলা রেখেছি মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মেঃ চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায় ছাড় দেওয়া হবে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''চাকরিহারাদের অনেকের বয়স পেরিয়ে গেছে, এদের ক্ষেত্রে আমরা বয়সের উর্ধসীমায় ছাড় দেব, যাতে তাঁরা পরীক্ষায় বসতে পারেন।'' কাজের অভিজ্ঞতার নিরিখেও চাকরিহারাদের আলাদা করে অ্যাডভান্টেজ দেওয়া হবে বলেও এদিন জানান মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি সূত্রে বলা হচ্ছে, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বয়সের উর্ধ্বসীমার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার একটা ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছে। যাঁরা আগে চাকরি করতেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের ফলে চাকরি হারিয়েছেন, তাঁদের বয়স যাই হোক আবেদন করতে পারবেন। ধরা যাক, কোনও চাকরিহারার বয়স ৪৬। তিনিও নতুন নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আমরা চাই না কারও চাকরি চলে যাক। কারণ, কেউ ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে বাড়ি করেছেন, কারও বৃদ্ধ বাবা-মা রয়েছেন, চিকিৎসার খরচ জোগাতে হয়। তাই প্রত্যেকের যাতে কাজ থাকে, সরকার সেটা যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।'' এজন্য গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি কর্মীদের পাশাপাশি নবম দশম ও একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকদের জন্য অতিরিক্ত পদও তৈরি করা হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডির জন্য আমরা অন্য ব্যবস্থা করব। তিন চারটে ডিপার্টমেন্টকে বেছে নেব। সেখানে চাকরিহারাদের ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখা হবে।'' মমতা এও বলেন, ''সুপ্রিমকোর্ট বলেছে আপনারা আলাদা করে পোস্ট ক্রিয়েট করতে পারেন।'' নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে এসএসসির ২০১৬ সালের আস্ত প্যানেল বাতিল করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যার ফলে চাকরিহারা প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। ৩১ মের মধ্যে শিক্ষকদের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য রাজ্যকে বিজ্ঞপ্তি জারির নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই কারণে ৩০ মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে। আদালতের সেই নির্দেশ মেনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজ্য নোটিফিকেশন জারি করবে বলে এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে জানান মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''মনে রাখবেন, আমাদের হাত পা বাঁধা। আমরা কিন্তু চাকরি বাতিল করিনি। কিছু স্বার্থপর লোক কোর্টে গিয়ে চাকরি বাতিল করিয়েছে। এখন তারা আবার বন্ধু সাজার চেষ্টা করছে।'' মমতা এও বলেন, ''আমরা যারা সরকারে থাকি তাদের সংবিধান মেনে চলতে হয়, আইন মেনে চলতে হয়। তাই আদালতের নির্দেশ মেনে আমরা একদিকে যেমন নিয়োগ প্রক্রিয়াও চালু রাখছি তেমনই রিভিউ পিটিশনের দিকেও খেয়াল রাখছি। গরমের ছুটির পর কোর্ট খুললে রিভিউ পিটিশনের শুনানি হবে।'' চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের মঞ্চের তরফে আগেই বলা হয়েছে তাঁরা পুনরায় পরীক্ষায় বসবেন না। এ ব্যাপারে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''রিভিউয়ের জন্য আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। পরীক্ষা দেব না, এটা এখনই বলা ঠিক নয়। বরং আপনারা সুপ্রিমকোর্টের অপশন ১ এবং অপশন ২ দুটোকেই কাজে লাগান।'' মমতা এও বলেন, ''বিচারের দায়িত্ব তো বিচারপতিদের হাতে, তবে আমরা আদালতের কাছে মানবিকভাবে চাকরিহারাদের কথা তুলে ধরব, যাতে তাঁদের লিস্টটা বাতিল না হয়, চাকরিতে সুযোগ পায়। যদি না পান, তাহলে ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে যান। পরীক্ষাটাতেও বসুন, বয়সে ছাড়, অভিজ্ঞতাও দেখা হবে, যথাযোগ্য জায়গায় মর্যাদা সহকারে নিশ্চয়ই আপনাদের ফেরানোর ব্যবস্থা করা হবে।'' চাকরিহারাদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, ''কাকে কান নিয়ে পালিয়েছে বলে আমরা যেন না দৌড়াই! নিজের কানে শুনে চাকরিটাকে বজায় রাখার জন্য যা যা করার করুন, সরকার আপনাদের সঙ্গে ছিলা, আছে, থাকবে।'' এ প্রসঙ্গে ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ত্রিপুরাতে ১০ হাজার শিক্ষক ছাঁটাই হওয়ার পর চাকরি ফেরত দেয়নি, উল্টে শিক্ষকদের মাথায় লাঠি মেরেছে। উত্তরপ্রদেশে ৬৯ হাজার চাকরি গেছে, ওরা ফেরত দেয়নি। কিন্তু বিচারের বাণী যাতে নীরবে নীভৃতে না কাঁদে তাই আমরা আপনাদের হয়ে লড়ছি।''

আর রিভিউয়ের প্রশ্ন থাকে নাকি? মমতা চাইছেন রাজ্যকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলতে। বিকাশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মেঃ নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়েছেন, এসএসসি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছিল তা মেনেই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। তবে চাকরিহারাদের তাঁর এও আশ্বাসবার্তা, সরকার সর্বোচ্চ আদালতে রিভিউ পিটিশন দাখিল করে রেখেছে। সেই রিভিউ পিটিশনে যদি সদর্থক ফল পাওয়া যায়, তাহলে নতুন করে নিয়োগের বিষয়টিই আর থাকবে না। মমতার এই ঘোষণার পর রে রে করে উঠলেন সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। বললেন, মমতা আবার মিথ্যে কথা বলছেন। চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ঘোষণা করেছেন তা আরও এক দুর্নীতির আভাস দিচ্ছে বলে মনে করছেন বিকাশ ভট্টাচার্য। একইসঙ্গে, রিভিউয়ের যে কথা মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তা অর্থহীন বলে মত তাঁর। বর্ষীয়ান আইনজীবীর মন্তব্য, ''সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে রাজ্য সরকার নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করবে। সেখানে আর রিভিউয়ের প্রশ্ন থাকে নাকি? আর যাদের চাকরি চলে গেছে, সুপ্রিম কোর্ট বলেই দিয়েছে এরা পরীক্ষায় বসতে পারবে না, তিনি আবার বেআইনি পথে অন্য জায়গায় চাকরি দেওয়াবেন?'' বিকাশের

কটাক্ষ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন পশ্চিমবঙ্গকে একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দিতে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন ঘোষণা করেছেন, সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল ৩১ মে-র মধ্যে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে হলফনামা পেশ করতে হবে। সর্বোচ্চ আদালতের সেই নির্দেশ মেনে ৩০ মে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক ২৪ হাজার ২০৩ শূন্য পদ তৈরি হয়েছে। ওই ২৪ হাজার ২০৩টি পদে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। কিন্তু বিকাশের প্রশ্ন, ''মমতা বলছেন চাকরিহারাদের চাকরি রক্ষা করবেন, কিন্তু কোন পথে? জনগণের পয়সা নিয়ে আবার দুর্নীতি করবেন?'' তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদতে পরিকল্পনা করছেন আরও বৃহত্তর এক মামলায় গোটা সমাজকে জড়িয়ে ফেলতে। যতই যাই হোক, নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা চাকরিহারাদের জন্য যে ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ তা খুবই পরিষ্কার। মমতা জানিয়েছেন, ৩০ মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ১৬ জুন থেকে অনলাইনে আবেদন জমা নেওয়া হবে। ১৪ জুলাই পর্যন্ত আবেদন জমা নেওয়া হবে। ১৫ নভেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের প্রক্রিয়া শেষ হবে। এবং ২০ নভেম্বর থেকে কাউন্সেলিংয়ের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, সরকারের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অর্থই হল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক ২৪ হাজার ২০৩ জনের চাকরি সরকারি ভাবে বাতিল হয়ে যাওয়া। কারণ শীর্ষ আদালত সেই নির্দেশই দিয়েছিল। তবে সরকার এই ঘোষণা করার ফলে চাকরিহারা শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীরা আরও হতাশ হয়ে পড়তে পারেন। সেই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে বোঝাতে চেয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানা ছাড়া সরকারের কাছে উপায় ছিল না।

রাজ্যপালের কাছে আটকে থাকা বিল আইনে পরিণত করতে বিধানসভায় প্রস্তাব?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মেঃ সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব আসতে পারে বিধানসভার অধিবেশনে। আটকে থাকা বিলে স্বাক্ষর করে আইনে পরিণত করার জন্য দ্রুত এই প্রস্তাব আনা হতে পারে। সূত্রের খবর এমনটাই। আইনসভায় পাশ করা কোনও বিল রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতি কেউই অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে রাখতে পারেন না। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে আসতে পারে সংশোধনী প্রস্তাব। তৃণমূল বিধায়কদের অভিযোগ, বিধানসভায় পাশ হওয়া একাধিক বিল আটকে রেখেছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত ১৮ বিল আটকে রয়েছে রাজভবন। এই অবস্থায় সংবিধান সংশোধনী বিল আনতে পারে রাজ্যের শাসকদল। এর প্রেক্ষিতে সংবিধান সংশোধনীর প্রস্তাব আসতে পারে বিধানসভায়। তারপরই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তা পাঠানো হতে পারে। আইনসভায় পাশ করা কোনও বিল রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতি কেউই অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে রাখতে পারেন না, সুপ্রিম কোর্ট তা রায় দিয়েছে। সংবিধানের ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, শীর্ষ আদালত 'সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে' আইনত এই বিশেষ রায় দিতে পারে। এই নির্দেশ কার্যকর করতে হলে সংবিধান সংশোধন করতেই হবে। এই প্রস্তাবই তৃণমূলের তরফে এবার আনা হতে পারে অধিবেশনে। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, ''সংবিধান সংশোধনের একটা প্রস্তাব বিধানসভায় গ্রহণ করে তা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে পারি। একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিতে গেলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। এ নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে, দেখি কী হয়। সবাই মিলে আলোচনা করেই এটা ঠিক হবে।''

'তেজস্বীর স্ত্রী ৯ মাস ধরে এখানেই আছেন, ভোটের শুভকামনা নিয়ে এসেছে ওঁদের সন্তান'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মেঃ আচমকা লালু প্রসাদ যাদবকে কলকাতায় দেখে সকলেই অবাক হয়েছিলেন। সোমবার দুপুরে তাঁকে কলকাতা বিমানবন্দরের বাইরে দেখে কৌতূহল তৈরি হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। বিহার নির্বাচনকে মাথায় রেখেই কি তাঁর কলকাতা সফর? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন? একাধিক প্রশ্নের উত্তর অবশেষে মিলল। কোনও রাজনৈতিক কারণ নয়, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে শহরে এসেছেন আরজেডি সুপ্রিমো লালু। বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা লালুপুত্র তেজস্বী যাদবের দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়েছে কলকাতায়। সেই কারণেই স্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং মেয়ে মিশাকে নিয়ে শহরে এসেছেন লালু। এদিকে তেজস্বীর সদ্যোজাত ছেলেকে দেখতে হাসপাতালে পৌঁছে গেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি বলেন, এই খবর পেয়ে তিনি ভীষণ খুশি। তাঁর কথায়, ''ওদের পরিবারে আজ সুখের দিন। আমিও চাই ওরা খুব খুশি থাকুক। বিহারে ভোট আসছে, আমার শুভকামনা আছে, এই নবজাতকও সেই ভোটের শুভকামনা নিয়ে এসেছে।'' মমতা আরও বলেন, লালু প্রসাদের সঙ্গে তিনি দেখা করেছেন। সেই সঙ্গে জানান, গত ৯ মাস ধরেই তেজস্বীর স্ত্রী কলকাতায় রয়েছে। তিনি জানতেন। আর দ্বিতীয় সন্তানের খবরও তিনিই সবার আগে পান। তিনি বলেন, ''তেজস্বী আমাকে মেসেজ করেছিলেন, তাঁর স্ত্রী ৯ মাস ধরে বাংলায় ছিলেন। গতকাল

৬টা ১৪ মিনিটে তিনি আমাকে মেসেজ করেন, তারপর আবার ৬টা ১৬ মিনিটে। আমি বলি, আমি দুপুর ১টায় আসব। আমি খুশি, আমরা সবাই খুশি। আমি লালুজিকে, তাঁর স্ত্রীকে, তেজস্বীর স্ত্রীকে এবং শিশুকে দেখেছি-সবাই ভাল আছে। বাবা-মা দু'জনই দারুণ লাগছিল।'' মুখ্যমন্ত্রী দেখা করার পরে তেজস্বী বলেন, ''আমি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ, আর বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ দিদির প্রতি। প্রথম দিন থেকেই উনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন, পাশে ছিলেন। আমাদের কাছে উনি ছিলেন একেবারে লোকাল অভিভাবকের মতো। আজ মঙ্গলবার, হনুমানজির দিন, আর হনুমানজিই আমাদের ভরসা ও শক্তি। আমার প্রথম সন্তান কন্যা, সে আমাদের লক্ষ্মীর মতো।'' বর্তমানে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তেজস্বীর স্ত্রী। মা ও সন্তান দুজনেই সুস্থ আছেন বলে খবর। পরিবারের নতুন সদস্যকে দেখতেই কলকাতায় পা রেখেছেন লালু প্রসাদ যাদব। সোশ্যাল মিডিয়ায় তেজস্বী এই সুখবর দিয়েছেন। জানিয়েছেন, তাঁদের পুত্র সন্তান হয়েছে। সোমবার শহরে এসে সপরিবারে হাসাপাতালেই গেছিলেন লালু। এরপরই স্পষ্ট হয়ে যায় তাঁদের কলকাতা সফরের মূল কারণ। এমনিতে পারিবারিক পরিস্থিতি খুব একটা ভাল যাচ্ছে না লালুর। সম্প্রতি বড় ছেলে তেজপ্রতাপকে 'ত্যাজ্য' করেছেন তিনি। পুত্রকে সাফ জানিয়েছেন, আগামী ছ'বছর আরজেডির সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু এর কী কারণ? আসলে শনিবারই তেজপ্রতাপ ফেসবুকে এক মহিলার সঙ্গে ছবি পোস্ট করেন। ছবিতে তেজপ্রতাপের সঙ্গে যাঁকে দেখা যায়, তাঁর নাম অনুস্কা যাদব। লালু-পুত্র দাবি করেন, তিনি অনুস্কার সঙ্গে গত ১২ বছর ধরে প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ। দীর্ঘ দিনের সেই সম্পর্কের কথা এখন তিনি প্রকাশ্যে আনলেন। যদিও পরে তেজপ্রতাপ দাবি করেন, তাঁর ফেসবুক হ্যাক করা হয়েছে। তাঁর ছবি 'এডিট' করে পোস্ট করছে হ্যাকারেরা। তাঁর এবং তাঁর পরিবারের মানহানি করার লক্ষ্যেই এই সব ছবি পোস্ট করা হচ্ছে। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। বাবা লালু তেজপ্রতাপকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন।

এটা আমাদের জন্য মৃত্যু পরোয়ানা!
মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা নিয়ে বললেন চাকরিহারারা, ফের বৈঠকে বসার আর্জি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মেঃ নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২০১৬ সালের গোটা প্যানেলটাই বাতিল করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের সেই নির্দেশ মেনে ৩০ মে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। মঙ্গলবার নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী একথা জানানোর পরই কড়া প্রতিক্রিয়া এসেছে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক অধিকার মঞ্চের তরফে। এদিন সন্ধেয় সাংবাদিক বৈঠক থেকে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক অধিকার মঞ্চের তরফে বলা হয়, সরকারের এই ঘোষণা আমাদের কাছে মৃত্যু পরোয়ানার মতো। আদালতের মতো সরকারও আমাদের সঙ্গে সুবিচার করল না। তাঁদের বক্তব্য, ''মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকে একাধিক বিষয় নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গেল। এখনও দুদিন সময় রয়েছে, সরকার এখনই আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসুক, আমাদের বহু প্রশ্নের উত্তর পেলাম না। সেগুলো

স্পষ্ট করার পর সরকার নোটিফিকেশন জারি করুক।'' চাকরিহারারা এও বলেন, ''কোনও হুমকি দিচ্ছি না, তবে আমরা যেদিকে এগোচ্ছি তাতে মর্মান্তিক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।'' চাকরিহারারা এও বলেন, ''যেভাবে পুনরায় পরীক্ষায় বসার নামে চাকরিহারাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মানসিক চাপ না নিতে পেরে কেউ দুর্ঘটনা ঘটালে তার দায় কে নেবে? পরীক্ষায় বসে যারা অকৃতকার্য হবেন তাঁদের নিয়ে সরকারের কী ভাবনা? এরকম বহু প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। তাই সরকারের সদিচ্ছা থাকলে এখনই আমাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে প্রশ্নের উত্তর দিক।'' এ প্রসঙ্গে আরও একাধিক প্রশ্ন সামনে রেখেছেন চাকরিহারারা। তাঁদের বক্তব্য, ''আদালত তো অযোগ্যদের টার্মিনেট করার কথাও বলেছিল। তাহলে সেক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশ মানা হল না কেন? এটা কি আদালত অবমাননা নয়? নাকি অযোগ্যদের বাঁচাতেই সরকার যোগ্য তালিকা প্রকাশ করছে না?'' এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকের আগেই তাঁকে পাঁচদফা দাবিতে চিঠি দিয়েছিলেন চাকরিহারারা। সেখানে পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছিল, যোগ্য শিক্ষকরা পুনরায় চাকরির পরীক্ষায় বসবেন না। নিজের বক্তব্যের সপক্ষে সাংবাদিক বৈঠক থেকে চাকরিহারা শিক্ষকরা বলেন, ''যে পরীক্ষার কথা বলা হচ্ছে তার সিলেবাস কী হবে? ৭ বছর পর না পড়ে কীভাবে আমরা সেই সিলেবাস শেষ করব? ২০১৬ সালের আমরাই শুধু পরীক্ষায় বসব নাকি অন্যরাও পরীক্ষায় বসতে পারবেন?'' খানিক থেমে জবাবও দিয়েছেন তাঁরা। চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের অধিকার মঞ্চের মতে, ''অনেক ধোঁয়াশা রয়ে গেল। যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের বাঁচাতে সরকারের কাছে কিউরেটিভের ব্যবস্থা করার সুযোগ রয়েছে। সেটা নিয়ে সরকার ভাবছে না কেন? যে অভিজ্ঞতার নিরিখে ছাড়ের কথা বলা হচ্ছে, তা নিয়েও তো স্পষ্ট করে কিছু বলা হল না। এদিকে ওবিসি নিয়ে কেস চলছে। এ নিয়ে সরকারের কী ভাবনা। কোনও কিছুই তো স্পষ্ট নয়।''

দেবাশিসের পর অনিকেত-আশফাকুল্লাহ, মেরিট লিস্ট বেরতেই তিনজনের সঙ্গেই একই ঘটনা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মেঃ আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রায় এক বছর পার হতে চলেছে। ইতিমধ্যে মূল অভিযুক্ত হিসেবে সাজা পেয়েছে সঞ্জয় রায়। আজও সেই ঘটনার স্মৃতি দগদগে শহরবাসীর মনে। আর এবার সেই ঘটনার প্রতিবাদে অগ্রভাগে থাকা তিন চিকিৎসক তুললেন বিস্ফোরক অভিযোগ। কোন যাদুবলে বদলে যাচ্ছে তাঁদের পোস্টিং! চিকিৎসক দেবাশিস হালদারের পোস্টিং নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল আগেই। আর এবার একই অভিযোগ তুললেন অনিকেত মাহাতো ও আশফাকুল্লাহ নাইয়া। কাউন্সেলিং হওয়ার পরও তাঁদের এবং শুধুমাত্র তাঁদেরই পোস্টিং বদলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। অনিকেত ও আশফাকুল্লাহ এতদিন পিজিটি ছিলেন। এবার

সিনিয়র রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করবেন তাঁরা। সেই কারণে পোস্টিং দেওয়ার জন্য কাউন্সেলিং হয় তাঁদের। সেই কাউন্সেলিং অনুযায়ী আশফাকুল্লাহর পোস্টিং ছিল আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ। আর অনিকেতের পোস্টিং ছিল আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ। কিন্তু মেরিট লিস্ট প্রকাশ হওয়ার পর তাঁরা চমকে যান। অনিকেত মাহাতোকে রায়গঞ্জ ও আশফাকুল্লাহকে পুরুলিয়ায় পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, ওই লিস্টে ৮৭১ জনের নাম রয়েছে। শুধুমাত্র ওই দুজনের সঙ্গেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। এদিকে, লিস্ট পৃথক হলেও দেবাশিসের সঙ্গেও একই ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। কাউন্সেলিং-এ তাঁকে হাওড়ায় পোস্টিং দেওয়ার কথা বলা হলেও পরে মেরিট লিস্টে দেখা যায় তাঁর পোস্টিং মালদহের গাজোলে। সেই হাসপাতালে কোনও শূন্যপদ ছিল না। তা সত্ত্বেও কীভাবে দেবাশিসকে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মঙ্গলবার এই অভিযোগ নিয়ে জুনিয়র ডক্টরস ফোরামের তরফে স্বাস্থ্য ভবনে বিক্ষোভ দেখানো হয় স্বাস্থ্য ভবনে। অনিকেত মাহাতোদের দাবি, স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম তাঁদের বলেছেন যে কাউন্সেলিং-এ যাই হোক না কেন, সরকার যেখানে খুশি পোস্টিং দিতে পারে।

পূর্ণ শক্তি নিয়ে তৈরি নিম্নচাপ! তিনদিনের মধ্যে বর্ষা ঢুকছে রাজ্যে

জানাল হাওয়া অফিস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মেঃ তৈরি হয়েছে অনুকূল পরিস্থিতি। নিজ ছন্দে এগোচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ইতিমধ্যে উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশিরভাগ রাজ্যে ঢুকেছে বর্ষা। বাংলাতেও তা ঢুকতে দেরি নেই। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যেই রাজ্যে বর্ষা ঢুকে যাবে। পূর্ণ শক্তি নিয়ে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। প্রাক বর্ষার বৃষ্টি ইতিমধ্যে চলছে বঙ্গে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টি আগামী কয়েকদিন টানা চলবেও। এই প্রসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, বৃহস্পতি ও শুক্রবার উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে প্রবল বৃষ্টি বা অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। এক কথায়, গোটা রাজ্যেই বর্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরি। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, আজ থেকে টানা সাতদিন বাংলায় বৃষ্টিপাত হবে। প্রতিটি জেলার ৭৫ শতাংশ এলাকায় বর্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে দফায় দফায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইবে। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। আগামী রবিবার পর্যন্ত এমনই আবহাওয়া বজায় থাকবে। উত্তরবঙ্গে বৃহস্পতিবার থেকে ফের সর্তকতা ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির। প্রবল বৃষ্টি হতে পারে উত্তর দিনাজপুর ও কোচবিহারের দু-এক জায়গায়। বিক্ষিপ্তভাবে ২০০

মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। দার্জিলিং থেকে মালদহ সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় ধস নামতে পারে। নদীর জল স্তর অনেকটাই বাড়তে পারে। শহর এলাকায় জল জমবে এবং নীচু এলাকায় প্লাবনের আশঙ্কা। এই মুহূর্তে অসম এবং মেঘালয়ের কিছু অংশ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আওতায়। আগামী তিন দিনের মধ্যে সিকিম এবং উত্তরবঙ্গের কিছু অংশে ঢুকবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। তার ফলে লাগাতার বৃষ্টি শুরু হবে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে মধ্য আরব সাগরের সম্পূর্ণ অংশ অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, মহারাষ্ট্রের আরও কিছু অংশ, কর্নাটকের বেশিরভাগ অংশে পৌঁছে যাবে মৌসুমী বায়ু। উত্তর-পূর্ব ভারতের বাকি রাজ্যগুলিতে এবং পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে উত্তর বঙ্গোপসাগরের বেশিরভাগ অংশেও তিনদিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে মৌসুমী বায়ু। এই সময়ের মধ্যেই বর্ষা ঢুকে পড়তে পারে সিকিম এবং উত্তরবঙ্গে। ইতিমধ্যে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে এই সব জেলাগুলিতে কমলা সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। বাকি জেলাগুলি যেখানে শুধুমাত্র মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। শনিবারের পর থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছুটা হলেও কমবে। তবে উত্তরবঙ্গে আগামী সপ্তাহের শুরুর দিকেও বর্ষণ চলবে। হাওয়া অফিসের এও পূর্বাভাস, উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকবে। ৩৫ থেকে সর্বোচ্চ ৫৫ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইবে সমুদ্রে। তাই মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

ভোটার কার্ড ইস্যুতে বড় অভিযোগ অধীরের

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৭ মেঃ ভোটার কার্ড ইস্যুতে এবার বড় অভিযোগ আনলেন বহরমপুরের কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। অধীরের কথায়, রাজ্যে বাংলাদেশি ভোটার ছেয়ে গিয়েছে। এটাই বাংলার নিউ নরমাল। কারণ, পয়সা দিলে বাংলাতে বাঘের দুধও পাওয়া যায়, আর ভোট কার্ড জোগাড় করা কী আর এমন বড় ব্যাপার। বাংলাদেশি নাগরিক এই অভিযোগে সম্প্রতি মালদহর হরিশ্চন্দ্রপুরের রসিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লাভলি খাতুনকে অপসারণ করেছে প্রশসান। অভিযোগ, ভুয়ো নথি পেশ করে ভারতের নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন বাংলাদেশির লাভলি। ওই প্রসঙ্গেই শাসক ও প্রশাসনের একাংশের বিরুদ্ধে বেনিয়মে মদত দেওয়ার অভিযোগ এনেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি। একই সঙ্গে আরজি করের তিন চিকিৎসকের বদলির প্রসঙ্গে রাজ্যের তীব্র নিন্দা করে অধীর বলেন, ''আরজি করের এখনও বিচার মেলেনি। কিন্তু আন্দোলনের মাথারা যাতে পুনরায় না ঐক্যবদ্ধ হতে পারে তাই তাঁদের বদলি করে দেওয়া হল। এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্টাইল।'' এ ব্যাপারে শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রসঙ্গেও বড় ভবিষ্যত বাণী করেছেন অধীর। তাঁর কথায়, ''আজকে শিক্ষকদের আন্দোলনের যারা মাথা আগামীদিনে তাঁদের ওপরেও একইভাবে এরকম খাঁড়া নেমে আসবে।''

পণ্ডিত নেহরুর জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য মোদীর, শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৭ মে ঃ প্রয়াণ বার্ষিকীতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নেহরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুকে স্মরণ করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীও। প্রধানমন্ত্রী মোদী মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে তাঁর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য। রাহুল গান্ধী এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু জির মৃত্যুবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। একটি শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারতের স্বপ্ন নিয়ে, নেহরুজি তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের মাধ্যমে স্বাধীন ভারতের একটি শক্তিশালী ভীত স্থাপন করেছিলেন। সামাজিক ন্যায়বিচার, আধুনিকতা, শিক্ষা, সংবিধান ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অমূল্য।

কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা তৃণমূলের, লড়বেন আলিফা আহমেদ

কলকাতা, ২৭ মে ঃ কালীগঞ্জ বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা করলো তৃণমূল কংগ্রেস। কালীগঞ্জ কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী করেছে আলিফা আহমেদকে। প্রয়াত তৃণমূল বিধায়ক নাসিরউদ্দিন আহমেদের মেয়ে হলেন আলিফা। ১৯ জুন নদিয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। ২৩ জুন উপনির্বাচনের ফল ঘোষণা। তৃণমূল বিধায়ক নাসিরউদ্দিন আহমেদের মৃত্যুর জেরে উপনির্বাচন হচ্ছে। বাবার জেতা আসনে মেয়েকে প্রার্থী করল শাসক দল।(আপডেট) ৫টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা, ভোট হবে ১৯ জুন২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কালীগঞ্জ থেকে তৃণমূলের টিকিটে জিতেছিলেন নাসিরুদ্দিন আহমেদ। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বাড়িতেই আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তাঁর মৃত্যুর পর তিন মাস বিধায়কহীন রয়েছে কালীগঞ্জ। এ বার সেখানে উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে ১৯ জুন।

অমৃতসরে রহস্যজনক বিস্ফোরণে মৃত্যু একজনের, তদন্তে পুলিশ

অমৃতসর, ২৭ মে ঃ পঞ্জাবের অমৃতসরে রহস্যজনক বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে একজনের। মঙ্গলবার অমৃতসর গ্রামীণ জেলার কাম্বো থানার অধীনে নৌশেরা গ্রামের আশেপাশে একটি বিস্ফোরণ ঘটে। অমৃতসর গ্রামীণ পুলিশের এসএসপি মনিন্দর সিং বলেছেন, আমরা সকালে খবর পেয়েছি, এখানে একটি বিস্ফোরণ হয়েছে। পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন এবং গুরুতর আহত একজন ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে সে মারা যায়। আমাদের সন্দেহ, চালান উদ্ধার করতে আসা অভিযুক্তদের মধ্যে একজন এবং বিস্ফোরকটি ভুলভাবে ধরতে গিয়ে সে আহত হয়েছে।পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) (বর্ডার রেঞ্জ) সতীন্দর সিং বলেন, আহত ব্যক্তিটি মারা গেছেন। তিনি একটি সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য এবং সে বিস্ফোরক নিতে এসেছিল। আমরা অনেক সূত্র পেয়েছি, আরও তদন্ত চলছে। বাব্বর খালসা এবং আইএসআই পঞ্জাবে সক্রিয় এবং সম্ভবত, সে বাব্বর খালসার সদস্য।

২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে বিকশিত হতেই হবেঃপ্রধানমন্ত্রী

গান্ধীনগর, ২৭ মে ঃ বিকশিত ভারতই তাঁর লক্ষ্য, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার গুজরাটের গান্ধীনগরের এক অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমাদের লক্ষ্য, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে বিকশিত করতে হবে। আমরা স্বাধীনতার ১০০ বছর এমনভাবে উদযাপন করব যাতে বিকশিত ভারতের পতাকা বিশ্বে উড়তে থাকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে ৫,৫৩৬ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, শরীর যতই সুস্থ থাকুক না কেন, যদি কাঁটা বিঁধে যায়, তাহলে পুরো শরীর অস্থির থাকে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা সেই কাঁটাটি সরিয়ে ফেলব। দেশভাগের সময়, মা ভারতী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং সেই রাতেই মুজাহিদিনরা কাশ্মীরে প্রথম সন্ত্রাসী হামলা চালায়। যদি তাদের তখনই নির্মূল করা হত, তাহলে এই ৭৫ বছরের দুর্ভোগ এড়ানো যেত। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যখনই ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, আমাদের ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী - আমাদের সাহসী যোদ্ধারা - তাদের এমনভাবে পরাজিত করেছিল যে তারা কখনও ভুলবে না। ভারতের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না বুঝতে পেরে, তারা প্রক্সি যুদ্ধের দিকে ঝুঁকে পড়ে, সন্ত্রাসীদের সামরিক প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা প্রদান করে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ৬ মে-র পর যারা নিহত হয়েছিল, পাকিস্তানে তাদের রাষ্ট্রীয় সম্মান দেওয়া হচ্ছিল, তাই আমরা একে প্রক্সি যুদ্ধ বলতে পারি না। তাদের কফিনের উপরে পাকিস্তানি পতাকা রাখা হয়েছিল এবং তাদের সামরিক বাহিনী তাদের স্যালুট জানিয়েছিল। এটি প্রমাণ করে যে, এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ কেবল প্রক্সি যুদ্ধ নয় - এটি তাদের পক্ষ থেকে একটি ইচ্ছাকৃত যুদ্ধ কৌশল। যদি তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া জানানো হবে।বিকশিত ভারতের লক্ষ্যের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এখন আমরা বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি। আমার মনে আছে, আমরা ষষ্ঠ থেকে পঞ্চম স্থানে উন্নীত হওয়ার আনন্দ উদযাপন করেছি - একটি মুহূর্ত যা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, কারণ আমরা সেই দেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম যারা আমাদের উপর ২৫০ বছর ধরে শাসন করেছিল। এখন, আমরা চতুর্থ স্থানে উঠার সঙ্গে সঙ্গে, তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার জন্য চাপ বাড়ছে - এবং আরও দৃঢ় সংকল্প রয়েছে। এই দেশ আর অপেক্ষা করতে চায় না এবং যদি কেউ পরামর্শ দেয় যে, আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে, তাহলে আপনি পটভূমিতে বলতে শুনতে পাবেন, 'মোদী হ্যায.তো মুমকিন হ্যায়'। সেই কারণেই আমাদের স্পষ্ট লক্ষ্য হল, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি বিকশিত দেশে পরিণত করা।অন্যদিকে ভারতকে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হতে হলে নগরন্নোয়নে মনোযোগ দিতে হবে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমাদের ছোট শহরগুলির সম্ভাবনা অপরিসীম। চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি থেকে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে উন্নীত হতে হলে, আমাদের এই শহরগুলির নগরন্নোয়নের উপর মনোযোগ দিতে হবে। এগুলি আমাদের ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন। আক্ষেপ প্রকাশ করে মোদী বলেছেন, দু ঃখের বিষয়, এমন একটি বাস্তুতন্ত্র রয়েছে যা তথ্যের কারণে নয়, বরং আদর্শিক পার্থক্যের কারণে বিশ্ব মঞ্চে ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করে। কিছু মানুষ অগ্রগতি গ্রহণ করতে অসুবিধা বোধ করে কারণ এটি তাদের বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার গুজরাটের গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে ৫,৫৩৬ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আগামী দিনে আমাদের পর্যটনের উপর জোর দেওয়া উচিত। গুজরাট আশ্চর্য কাজ করেছে। কল্পনা করা যায় যে কচ্ছের মরুভূমিতে, যেখানে আগে কেউ যেত না, এখন সেখানে যাওয়ার জন্য বুকিং পাওয়া যাচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সন্ত্রাসবাদের বিষয়েও আমাদের মনোযোগী থাকতে হবে। গুজরাট এই ক্ষেত্রে একটি চমকার উদাহরণ স্থাপন করেছে। কে কল্পনা করেছিল যে, কচ্ছের মতো একটি জায়গা - যেখানে একসময় কেউ যেতে চাইত না - এখন এত জনপ্রিয় যে সেখানে বুকিংও পাওয়া যায় না। এমনকি ভাদনগরও এক অসাধারণ রূপান্তর প্রত্যক্ষ করেছে। কাশীর মতো ভাদনগরও সভ্যতার একটি প্রাচিন কেন্দ্র। ২,৮০০ বছরেরও বেশি ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রমাণ রয়েছে। এই ধরনের ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলিকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরা এবং তাদের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরা আমাদের দায়িত্ব।

ভারী বৃষ্টিতে স্বস্তি মুম্বইয়ে, মহারাষ্ট্রের ৪টি জেলায় লাল সতর্কতা

মুম্বই, ২৭ মে ঃবর্ষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মুম্বইতে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে, যার ফলে শহর জুড়ে ৭৯টি বৃষ্টি-সংক্রান্ত ঘটনা ঘটেছে। বিএমসি জানিয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে শর্ট সার্কিটের কারণে ২৫টি অগ্নিকাণ্ড, ৪৫টি গাছ পড়ে যাওয়ার ঘটনা এবং ৯টি স্থানে কাঠামোগত ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। মুষলধারে বৃষ্টিপাতের ফলে তীব্র যানজট এবং জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের কাছে একটি উপড়ে পড়া গাছের আঘাতে ২৪ বছর বয়সী এক যুবক-সহ তিনজন আহত হয়েছেন তিনি এখন স্থিতিশীল। মাহিম পশ্চিমে, একটি দোতলা বাড়ির একটি অংশ ভেঙে পড়ে, আটকে পড়েন দুই স্থানীয় বাসিন্দা যাদের পরে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টা রত্নাগিরি, সিন্ধুদুর্গ, কোলহাপুর এবং সাতারা জেলায় ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রায়গড়, পুণে, বীড, হিঙ্গোলি, নান্দেদ এবং পারভানিতে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে, অন্যদিকে মুম্বই, থানে, জলগাঁও, নাসিক, অহল্যানগর, সাংলি, জালনা এবং মহারাষ্ট্রের অন্যান্য জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের রায়গড়ের রোহা তালুকায় ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে কোলাড সাম্বে আদিবাসী গ্রামে একটি বাড়ি ধসে পড়ে, যার ফলে একজন আহত হন। কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

পঞ্চকুলায় একই পরিবারের ৭ জনের রহস্য-মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

পঞ্চকুলা, ২৭ মে ঃ রোমহর্ষক এক ঘটনা ঘটলো হরিয়ানার পঞ্চকুলায়। দেহরাদূনের বাসিন্দা একই পরিবারের ৭ সদস্যের দেহ উদ্ধার হল একটি গাড়ি থেকে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, তাঁরা আত্মঘাতী হয়েছেন। সোমবার মধ্যরাতে পঞ্চকুলার ২৭ নম্বর সেক্টরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ি থেকে ৭ জনের নিথর দেহ উদ্ধার হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, একটি বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল গাড়িটি, সেই গাড়ির ভিতর থেকে ৭ জনের দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিক তদন্তে পরিবারের আত্মহত্যার বিষয়টি জোরালোভাবে অনুমান করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঋণ পরিশোধ না করার কারণেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। সূত্র অনুসারে, দেহরাদূনের বাসিন্দা প্রবীণ মিত্তল সোমবার তাঁর পরিবারের সঙ্গে বাগেশ্বর ধামে আয়োজিত হনুমান কথা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পঞ্চকুলায় .এসেছিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর, তাঁরা দেহরাদূনে ফিরে যাওয়ার সময় আত্মহত্যার মতো কঠোর পদক্ষেপ নেন বলে মনে করা হচ্ছে। নিহতদের পরিচয় জানা গেছে, ৪২ বছর বয়সী প্রবীণ মিত্তল, যিনি দেহরাদূনের বাসিন্দা, তাঁর বাবা-মা, স্ত্রী এবং তাঁদের তিন সন্তান - দুই মেয়ে এবং এক ছেলে।পঞ্চকুলার ডিসিপি হিমাদ্রি কৌশিক বলেন, আমরা খবর পেয়েছি, ৬ জনকে ওজস হাসপাতালে আনা হয়। আমরা যখন পৌঁছই, তখন জানতে পারি যে তারা সবাই মৃত। আরেকজনকে সেক্টর ৬-এর সিভিল হাসপাতালে আনা হয়েছিল তাকেও মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে এটি আত্মহত্যার ঘটনা। নিহতরা সকলেই একই পরিবারের সদস্য।

কোরবায় কয়লা খনির দেওয়াল ধসে মৃত্যু দুজনের

কোরবা, ২৭ মে ঃ কয়লা খনির দেওয়াল ধসে মৃত্যু হল ২ জনের। আহত হয়েছেন এক জন। মঙ্গলবার ভোরে ছত্তিশগড়ের কোরবায় এই ঘটনা ঘটে।জানা গেছে, হারদি বাজার থানার অন্তর্গত এলাকায় রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব কোলফিল্ডস লিমিটেড-এর গেভরা খোলা-মুখ কয়লা খনি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিন লুকিয়ে ওই খনিতে ঢুকেছিলেন তিন জন। তখনই সীমানা প্রাচীরের একাংশ তাঁদের উপরে ভেঙে পড়ে।

বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ১৪০ তম জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিবেদনঃবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ১৪০ তম জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানালেন বাঁকুড়া জেলার বিশিষ্ট শিক্ষক। ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অথচ আজ আমরা তাঁকে ভুলতে বসেছি। এরপর শিক্ষক মহাশয় রাসবিহারী বসুর জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেন।একদিন ইতিহাসের শিক্ষক ক্লাসে পড়াচ্ছেন- মাত্র ১৪ জন ঘোড়সওয়ার এসে গৌড় রাজ্যের রাজধানী দখল করে নিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন ছাত্র প্রতিবাদ করল। মাত্র ১৪ জন ঘোড়সওয়ার এর পক্ষে একটি সুরক্ষিত রাজধানী দখল করা সম্ভব নয়। ছাত্রটি বলল- স্যার, এভাবে বিকৃত ইতিহাস পড়ানো উচিত নয়। শিক্ষক মহাশয়.অবাক হলেন। তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। ছাত্রটি কে কঠোর শাস্তি দিলেন। ছাত্রটি রাগে স্কুল ত্যাগ করেছিল। ছাত্রটি ভেবেছিল- প্রথাগত শিক্ষা লাভ করে কোনো লাভ নেই। ছাত্রটি ছিলেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু।রাসবিহারী বসু এক মহান বিপ্লবী। তিনি ছিলেন বিপ্লবীর বিপ্লবী। শত্রুর শত্রু আমার মিত্র - এই নীতি অনুসরণ করে বিদেশের সাহায্য নিয়ে ভারতের বাইরে থেকে ব্রিটিশ শক্তির উপর আঘাত হেনে স্বাধীনতা অর্জন করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।রাসবিহারী বসুর জন্ম হয়েছিল ১৮৮৫ সালের ২৫ শে মে। জন্মস্থান ছিল বর্ধমান জেলার সুবলদাহ গ্রাম। পিতা বিনোদবিহারী বসু। পিতামহ কালীচরণ বসু। তিনি লাঠিয়াল ছিলেন। বিনোদবিহারী বাস করতেন সিমলাতে। পরে তিনি চন্দননগরে পাকাপাকি ভাবে বাস করতে থাকেন। তখন চন্দননগরে একাধিক বিপ্লবী লুকিয়ে থাকতেন। এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী চারু রায়। তিনি রাসবিহারীকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। তখন থেকেই তাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান হল দেশের স্বাধীনতা। যোগাযোগ হল মহান বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ বাঘা যতীনের সঙ্গে। বাঘা যতীনের পরামর্শে রাসবিহারী উত্তর ভারতে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।রাসবিহারী ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক। তিনি লাহোর, অমৃতসর, মিরাট, দিল্লি, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপন করেন। সকল বিপ্লবী তাঁকে নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছিল। তিনি ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। কখনো এক শিখ পাঞ্জাবি ভদ্রলোকের বেশে। কখনো তিনি শেরওয়ানি চোস্ত পরা আফগান। কখনো কোট হ্যাট পরা এক ইংরেজ সাহেব। শুধু ছদ্মবেশে নয়, তার নামটাও কতবার পাল্টাতে হয়েছিল। বেশিরভাগ জায়গায় দরবারী সিং ও সতীশচন্দ্র নামে পরিচিত ছিলেন।রাসবিহারী বসু অনেক দু ঃসাহসিক অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ উপর আক্রমণ করা হয়। স্থানটি ছিল দিল্লির চাঁদনী চক এলাকা। হার্ডিঞ্জ বোমার আঘাতে আহত হলেন। রাসবিহারী জনতার মধ্যে মিশে গিয়ে গা ঢাকা দিলেন। ফিরে গেলেন দেরাদুনে। এরপর তিনি কলকাতায় এলেন। কলকাতা পুলিশ আগেই খবর পেয়ে গেছে।। কিন্তু রাসবিহারীকে পাওয়া গেল না। অনেকের চোখে পড়ল এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বৃদ্ধ আপন মনে রাস্তার পাশে বারান্দায় বেহালা বাজিয়ে চলেছেন। এইভাবে তিনি বারবার ব্রিটিশ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছেন।১৯১৪ সালের ২৮ শে জুলাই অস্ট্রিয়া সার্বিয়া আক্রমণ করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গ হিসেবে ভারত এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। রাসবিহারী বসু বৃহত্তম পরিকল্পনা রূপায়ণের চেষ্টা করলেন ।এগিয়ে এলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়.ও মানবেন্দ্রনাথ রায়। কিন্তু পরিকল্পনা সফল হল না। কিছু দেশদ্রোহী ছিল এই বিফলতার কারণ। এর ফলে অনেক বিপ্লবীকে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিতে হয়েছিল ।তবু রাসবিহারী হতাশ হলেন না ।তিনি জানতেন বিফলতার সোপান পার হয়ে. সফলতার শিখরে উঠতে হয়।রাসবিহারী বসু কর্মস্থল পরিবর্তন করলেন। এলেন বাংলায় ।শুরু হল নতুন পরিকল্পনা ।কলকাতার কুখ্যাত পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে তাঁর নামে হুলিয়া জারি করা হল। তিনি দেশ ছাড়লেন। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলন ছাড়লেন না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে দেশ ত্যাগ করার পরামর্শ দিলেন। তিনি পি.এন .ঠাকুর ছদ্মনামে জাহাজে উঠলেন ।পুলিশ কমিশনার টেগার্টের কাছে খবর পৌঁছে গেল। শুরু হয় জাহাজে তল্লাশি। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট রাসবিহারীর সামনে এলেন কিন্তু তাঁকে চিনতে পারলেন না ।জাহাজে বসে রাসবিহারী তখন সিগারেট টানতে টানতে বই পড়ছেন। পুলিশ কমিশনারের চোখে ধুলো দিয়ে রাসবিহারী দেশের বাইরে চলে গেলেন।রাসবিহারী বসু জাপানে গিয়ে কোবে বন্দরে নামলেন। জাপান থেকে ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করতে লাগলেন। স্থাপন করলেন টোকিও ইন্ডিয়ান লীগ। এই সময় দ্বিতীয়. বিশ্বযুদ্ধের দামাম বেজে উঠল। রাসবিহারী এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করলেন ।ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। ১৯৪২ সালে ক্যাপ্টেন মোহন সিং ও রাসবিহারী বসু জাপানের যুদ্ধে বন্দি ব্রিটিশ বাহিনীর ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করেন। রাসবিহারী বসু কে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান পদে বসানো হল।কিছুদিন পরে সুভাষচন্দ্র বসু গোপনে ভারত ছেড়ে বার্লিনে উপস্থিত হন। ১৯৪৩ সালের ২ রা জুলাই তারিখে সুভাষচন্দ্র বসু সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হন এবং ৪ঠাজুলাই তারিখে রাসবিহারী বসু নেতাজির হাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ১৯৪৩ সালের ২১ শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হলে রাসবিহারী বসু স্বাধীন ভারতের যুদ্ধকালীন সরকারের মন্ত্রীসভার পরামর্শ দাতার কাজে নিযুক্ত হন। তিনি জাপান থেকে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করেছেন। বিদেশ থেকে বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিয়েছেন লড়াই করার জন্য অস্ত্র। নেতাজির হাতে তুলে দিয়েছেন আজাদ হিন্দ বাহিনী। তাঁর মত বিপ্লবীর অসাধ্য সাধনার ফলে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। সমগ্র এশিয়ার মহান বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু ২১শে জানুয়ারি ১৯৪৫ সালে টোকিওতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাস বিহারী ছিলেন অগ্নি যুদ্ধের অগ্নিশ্বর। তিনি ছিলেন অপরাজেয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অপরাজেয় রাসবিহারী বসুর বিপ্লবী আন্দোলন সোনার অক্ষরে লেখা আছে ও থাকবে। বাংলার তরুণ প্রজন্মের কাছে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর অবদান বেশি করে পৌঁছে দেওয়া উচিত বলে শিক্ষক মহাশয় মনে করেন।

নেহরুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ কংগ্রেসের, পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ সোনিয়ার

নয়াদিল্লি, ২৭ মে ঃ প্রয়াণ বার্ষিকীতে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলো কংগ্রেস। কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী-সহ অনেকেই জওহরলাল নেহরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী মঙ্গলবার সকালে দিল্লির শান্তিবনে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ৬১-তম মৃত্যুবার্ষিকীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।নেহরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খা।গেও। এক্স মাধ্যমে খা।গে লিখেছেন, আধুনিক ভারতের স্রষ্টা, গণতন্ত্রের নির্ভীক অভিভাবক, ভারতকে শূন্য থেকে শিখরে নিয়ে যাওয়া, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, শিল্প এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতকে উন্নত করে তোলা, যিনি আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস, দেশকে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের' বার্তা নিরন্তর দিয়েছিলেন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যুবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অবদান ছাড়া একবিংশ শতাব্দীর ভারত কল্পনা করা যায় না।'

পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন তেজস্বীর স্ত্রী রাজশ্রী, ফের দাদু হলেন লালু

কলকাতা, ২৭ মে ঃফের বাবা হলেন তেজস্বী যাদব, একইসঙ্গে আবারও দাদু হলেন আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব। সোমবার কলকাতার একটি হাসপাতালে পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন লালুর ছোট ছেলে তেজস্বী যাদবের স্ত্রী রাজশ্রী। মঙ্গলবার সকালে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে নিজেই সুখবর জানিয়েছেন তেজস্বী।তিনি লেখেন, সুপ্রভাত! অবশেষে অপেক্ষার অবসান! আমাদের ছোট্ট শিশুসন্তানের আসার খবর জানাতে পেরে আমি ধন্য। বতেজস্বীর সঙ্গে রাজশ্রীর বিয়ে হয় ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে। ২০২৩ সালের মার্চে কন্যাসন্তানের পিতা হন তেজস্বী। সোমবার তেজস্বী-পত্নীর কোলে এল পুত্রসন্তান।

পলামুতে এনকাউন্টারে নিহত মাওবাদী কমান্ডার তুলসি, একটি এসএলআর রাইফেল উদ্ধার

পলামু, ২৭ মে ঃ ঝাড়খণ্ডের পলামু জেলায় এবকাউন্টারে নিহত হয়েছে কুখ্যাত এক মাওবাদী কমান্ডার। নিহতের নাম - তুলসি ভূঁইয়া। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি এসএলআর রাইফেল। পলামু পুলিশ ও সিআরপিএফ-এর যৌথ অভিযানে এই সাফল্য মিলেছে।মঙ্গলবার সকালে পলামু পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে পলামু জেলার হুসেনাবাদ থানা এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী এবং নকশালদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। নকশাল নেতা নিতেশ যাদবের দলের সঙ্গে এই গুলি বিনিময় হয়, নিতেশের মাথার দাম ১৫ লক্ষ টাকা। গুলি বিনিময়ে নকশাল কমান্ডার তুলসী ভূঁইয়া নিহত হয়। নিরাপত্তা বাহিনী ঘটনাস্থল থেকে একটি এসএলআর রাইফেল উদ্ধার করেছে। পলামু পুলিশ এবং সিআরপিএফ-এর যৌথ প্রচেষ্টায় এই অভিযান চালানো হয়।

গান্ধীনগরে প্রধানমন্ত্রীর রোড-শোতে জনজোয়ায়, পুষ্পবৃষ্টিতে অভ্যর্থনা জনতার

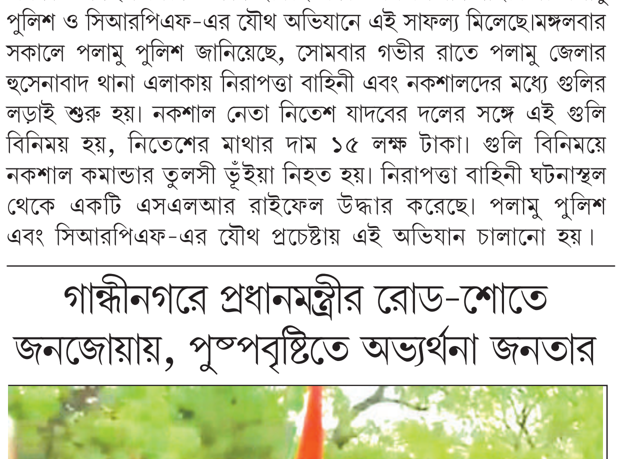

গান্ধীনগর, ২৭ মে ঃ গুজরাটের গান্ধীনগরে বিরাট রোড-শো করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিরঙ্গা নেড়ে, পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভ্যর্থনা জানান বিপুলসংখ্যক জনতা। ওঠে ভারত মাতার জয়ধ্বনি।হুড খোলা গাড়িতে চেপে মঙ্গলবার সকালে গুজরাটের গান্ধীনগরে রোড শো করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সেই সময় রাস্তার উভয় দিকে উপস্থিত ছিলেন বিপুলসংখ্যক জনতা। তিরঙ্গা নেড়ে, পুষ্পবৃষ্টিতে প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রীও হাতজো। করে সবাইকে প্রণাম করেন। রোড-শোতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভুপেন্দ্র প্যাটেলও।

আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে উল্টে গেল বাস, কমপক্ষে ২৫ জন যাত্রী আহত

কানপুর, ২৭ মে ঃ উত্তর প্রদেশের কানপুরে দুর্ঘটনার কবলে প।ল একটি যাত্রীবাহী বাস। দু'টি বাসের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে একটি বাস উল্টে যায়, আহত হয়েছেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের ২৫ জন যাত্রী। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে। বাসটি দিল্লি থেকে গোন্ডার দিকে যাচ্ছিল।পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার দিল্লি থেকে গোন্ডাগামী একটি বাস আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দু'টি বাসের মধ্যে জোরালো সংঘর্ষ হয়, বিলহাউরের কাছে দ্বিতীয় বাসের চালক ঘুমিয়ে পড়ার পর এই সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় প্রায় ২৫ জন যাত্রী আহত হন। স্থানীয় পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের চিকিৎসার জন্য বিলহাউর সিএইচসিতে নিয়ে যায় এবং গুরুতর আহতদের হালাত হাসপাতালে রেফার করা হয়।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিন আপনার সৃজনশীলতার জন্য আপনাকে নতুন উসাহে ভরিয়ে দেবে, তাই আপনার ধারণাগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য এটি সঠিক সময়।

বৃষঃ দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা টাকা আজ পেয়ে যেতে পারেন। শরীর খারাপ হলে দেরি না করে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। পুরোনো বন্ধুর থেকে উপকার পেতে পারেন।

মিথুনঃ একটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। আজকে সাফল্যের সূত্রই হল এমন মানুষের উপদেশে পয়সা লাগানো যারা উদ্ভাবনীমূলক এবং যাদের ভালো অভিজ্ঞতা আছে।

কর্কটঃক্ষুদ্র শিল্প থেকে খ্যাতি ও মুনাফা বাড়তে পারে কর্কট রাশির জাতকদের। কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি সাহায্য পেতে পারেন।

সিংহঃ আজকের দিনে বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে সময় .কাটানো আপনাকে খুশি করবে। আপনার সৃজনশীলতার মাধ্যমে আপনি আপনার কাজে নতুনত্ব আনতে সক্ষম হবেন।

কন্যাঃমানসিক এবং নৈতিকের পাশাপাশি শারীরিক শিক্ষাও গ্রহণ করুন, কেবলমাত্র তাহলেই সব দিক থেকে উন্নতি করা সম্ভব।

তুলাঃআজকের দিনে কর্মক্ষেত্রে আপনি সঠিক দিকে এগিয়ে যাবেন, তবে আপনার পরিকল্পনাগুলিকে অন্য কাজের সঙ্গে মেশানোর চেষ্টা করবেন না। আপনাকে যে সিদ্ধান্তই নিতে হোক না কেন, ভেবেচিন্তে এবং ভারসাম্য বজায় রেখে নেবেন।

বৃশ্চিকঃআপনার উচ্চ ক্ষমতা আজ সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। আজ, আপনি বন্ধুদের সাথে একটি পার্টিতে প্রচুর অর্থ ব্যয়.করতে পারেন, তবে এটি সত্ত্বেও, আজ আপনার আর্থিক দিকটি সবল থাকবে।

ধনুঃআয়েস করার জন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের সাথে কিছু সময় কাটান। আপনি যদি ছাত্র হন এবং বিদেশে পড়াশোনা করতে চান তবে ঘরে বসে আর্থিক সঙ্কট আপনাকে আজ বিরক্ত করতে পারে। ।।

মকরঃ এটি আপনার আত্মসমালোচনার সময়। আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপর মনোনিবেশ করুন এবং আপনি যে লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে চান তা নির্ধারণ করুন। ।

কুম্ভঃ আজকে উফুল্ল মেজাজের কারণে দিনটি ভালো হয়ে উঠবে। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে আপনি গাড়ি করে ঘুরতে বেরোবেন, যা আপনার সম্পর্কে ভালোবাসা ও উষ্ণতা বড়িয়ে তুলবে।

মীনঃঅজস্র স্নায়ুবৈকল্য আপনার প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং চিন্তাশক্তিকে দুর্বল করতে পারে। ইতিবাচক মনোভাবের সঙ্গে নিজেকে রোগের সাথে লড়াই করতে উসাহিত করুন।

আবহাওয়া

খুব শীঘ্রই বঙ্গে ঢুকতে পারে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। পাশাপাশি নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আপাতত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেই ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সপ্তাহ জুড়ে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। তাই আগামী কয়েক দিনের জন্য মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার উপরেও জারি করা হয়েছে সতর্কতা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৩১ মে পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে এবং ১ জুন পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাত চলবে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ২৮ মে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। ২৯ মে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ছা।ও ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এরপর ৩০ মে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ও হুগলি জেলায় অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ওই দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও বৃষ্টিপাত চলবে। ৩১ মে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বৃষ্টি হবে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী ১ জুন পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হবে। ২৯ মে থেকে আগামী ১ জুন পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলাগুলি ছা।ও অধিকাংশ জেলাতেই আগামী কিছু দিন বৃষ্টিপাত চলবে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৪ ডিগ্রি কম।জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল১১টা৫০মনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৬মনিটে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কে চিঠি দিয়েছে তৃনমূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মে ঃ অপারেশন সিঁদুর ও পাহেলগাও হামলা ইস্যুতে সংসদে বিশেষ অধিবেশন ডাকার জন্যে তৃনমূল কংগ্রেস সংসদীয় দল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কে চিঠি দিয়েছে। দলের সংসদ সদস্যরা আজ নতুন দিল্লি তে এই নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন। পরে সাংসদ কাকলী ঘোষ দস্তিদার পাহেলগাও হামলার ঘটনায় গোয়েন্দা ব্যার্থতার সঙ্গে হামলাকারীদের এখনও পর্যন্ত কেন ধরা গেল না সেই প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সাংসদ কল্যান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল আজ লোকসভার অধ্যক্ষের সঙ্গেও দেখা করে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

উত্তমাশ্রমের পূজা উদযাপন

বিনয় সিংহ রায় ঃ গত ৬ ই জৈষ্ঠ বুধবার বর্ধমানের জামালপুর স্থিত অকিঞ্চনানন্দ গুরুধাম শাখা উত্তম আশ্রমের পরম পূজ্যপাদ ১০০৮ তম মহারাজ শ্রী শ্রী অকিঞ্চনানন্দ মহারাজ জিউর ১১৩ তম আবির্ভাব তিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে উত্তম আশ্রমের ভক্তরা দলে দলে উপস্থিত হয়। এই অনুষ্ঠানের রেশ ধরেই আগের দিনে অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণ লীলা কীর্তন, নাম পাঠ ও মৌনি আরতি। মূল অনুষ্ঠানের দিন ব্রহ্ম মুহূর্তে নাম পাঠ ও হোম যজ্ঞ হয় প্রভাতে শ্রী শ্রী ঠাকুরের ছবিসহ নাম সংকীর্তন এর মধ্য দিয়ে নগর পরিক্রমা করা হয়। এরপরে ব্রহ্ম সংগীত পরিবেশন করা হয়। সমগ্র দিন নাম পাঠ ও বাল্য ভোগ মধ্য দিয়ে খিচুড়ি,পরমান্ন, মিস্টি বিতরণ করা হয়।সন্ধ্যায় পূজা পাঠ ও নাম সংকীর্তন করা হয়। অসংখ্য ভক্তদের সমাগমে মন্দির প্রাঙ্গণ সেজে ওঠে ও দিনটি উদযাপন করা হয়।

উত্তরপাড়ায় ক্ষ্যাপা ষাঁড়কে তুলল বন দপ্তর

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ২৭ মে ঃ অবশেষে সমস্যার সমাধান হুগলির উত্তরপাড়া মাখলার ত্রাস ভোলা ষাড় গ্রেফতার হল মানে সোমবার রাতে বন দপ্তরের কর্মীরা এসে অনেক কষ্ট করে তাকে ধরে নিয়ে যায়। বন দপ্তরের রেসকিউ সেন্টারে সোদপুরে সেখানে আপাতত তার চিকিৎসা হবে। হাফ ছেড়ে বাঁচলেন উত্তরপাড়া ও মাখলার বাসিন্দারা। বস্তুত সোমবার সকাল থেকে সারাদিন ধরে উত্তরপাড়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ড ২৩ নম্বর ওয়ার্ড অর্থাৎ মাখলা এলাকা ও উত্তরপাড়ার বেশকিছু এলাকায় এই ভোলা ষাঁড় তাণ্ডব চালিয়ে বেড়ায় বেশ কিছু মানুষকে জখম করেছে তাদের মধ্যে কয়েকজনকে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হয়। খবর পেয়ে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বন দপ্তরকে খবর দেন। তারপর সোমবার সন্ধ্যেবেলা বন দপ্তরের কর্মীরা এসে অনেক কষ্ট করে ধরে নিয়ে যায় ষাঁড়টিকে রেসকিউ সেন্টারে সবাই যেন টেনশন মুক্ত হলেন।

গঙ্গার ঘাট কি ক্রমেই 'মরণ ফাঁদ' হয়ে উঠছে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৭ মে ঃ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। কখনও ঘাটে পা পিছলে গিয়ে নদীতে তলিয়ে যাচ্ছে কিশোর। কখনও আবার গঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হচ্ছে। গঙ্গার ঘাট কি ক্রমেই ' ফাঁদ' হয়ে উঠছে। গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে অনেকেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন। সবথেকে উদ্বেগের বিষয় হলো, মৃতদের অধিকাংশই নাবালক। যাদের অনেকেই সাঁতার জানে না। এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রশাসন। কী ভাবে এই দুর্ঘটনা ঠেকানো যায়, তা নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছে। গঙ্গার ঘাটে নজরদারি বাড়ানোর জন্য পাকাপাকি ভাবে সিসিটিভি বসানো এবং প্রশিক্ষিত সিভিক পুলিশ এবং জলসাথী নিয়োগের কথাও ভাবা হচ্ছে। পুলিশের পরিসংখ্যান বলছে, গত এক বছরে শেওড়াফুলি, শ্রীরামপুর, রিষড়া, কোন্নগর ।

বঙ্গে শীঘ্রই আসন্ন বর্ষা, সপ্তাহভর ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মে ঃ খুব শীঘ্রই বঙ্গে ঢুকতে পারে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। পাশাপাশি নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আপাতত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেই ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সপ্তাহ জুড়ে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। তাই আগামী কয়েক দিনের জন্য মস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার উপরেও জারি করা হয়েছে সতর্কতা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৩১ মে পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে এবং ১ জুন পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাত চলবে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ২৮ মে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। ২৯ মে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ছাড়াও ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এরপর ৩০ মে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ও হুগলি জেলায় অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ওই দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও বৃষ্টিপাত চলবে। ৩১ মে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বৃষ্টি হবে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী ১ জুন পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হবে। ২৯ মে থেকে আগামী ১ জুন পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলাগুলি ছাড়াও অধিকাংশ জেলাতেই আগামী কিছু দিন বৃষ্টিপাত চলবে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৪ ডিগ্রি কম।

বহুতল থেকে মরণঝাঁপ প্রৌঢ়র! চাঞ্চল্য বেলেঘাটার সেলট্যাক্স বিল্ডিংয়ে

দুরন্ত বার্তা, কলকতা,২৭ মে ঃ সাতসকালে বেলেঘাটার বহুতলে রক্তারক্তি কাণ্ড। বহুতলের ৯ তলা থেকে পড়ে মৃত্যু হল অজ্ঞাতপরিচয় এক প্রৌঢ়র। এনিয়ে শোরগোল বেলেঘাটায়। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। প্রাথমিক অনুমান, বছর সত্তরের ওই ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু তিনি কোথায় থাকেন, কী কারণে এমনটা ঘটল, সেসব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় আতঙ্কিত বেলেঘাটার সেলট্যাক্স বিল্ডিংয়ের কর্মীরা। তদন্তের স্বার্থে এলাকা ঘিরে রেখেছে পুলিশ। ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার সকাল ১০টা নাগাদ। বেলেঘাটার সেলট্যাক্স বিল্ডিংয়ে সবে আসতে শুরু করেছেন কর্মীরা। আচমকাই প্রচণ্ড জোরে শব্দ পান নিরাপত্তারক্ষীরা। তা শুনেই ছুটে যান তাঁরা। দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন এক ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠানো হয় এন্টালি থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঠায় এনআরএস হাসপাতালে। চিকিসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম, পরিচয় জানা যায়নি। তা জানার চেষ্টা চলছে। প্রাথমিক তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই ব্যক্তি সকালে আইনজীবী পরিচয় দিয়ে ঢুকেছিলেন বেলেঘাটার সেলট্যাক্স বিল্ডিংয়ে। জানিয়েছিলেন, সেখানে তাঁর কাজ আছে। তিনি কি ৯ তলা থেকে পড়ে গেলেন? নাকি আত্মহত্যা করলেন? তিনি যে আইনজীবী পরিচয় দিয়ে সেখানে ঢুকলেন, তা কি ভুয়ো? নাকি সত্যি তিনি আইনজীবী? সেসব নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। সেই রিপোর্ট এলে তবেই আত্মহত্যা না দুর্ঘটনা, তা স্পষ্ট হবে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় উদ্ধার করে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনার পর থমথমে ওই চত্বর। রয়েচে পুলিশ প্রহরা।

ফের স্বাস্থ্যভবনে হুমকি ইমেল, বিকেল পাঁচটায় বিস্ফোরণের হুঁশিয়ারি!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মে ঃ সোমবারের পর মঙ্গলবার। ফের স্বাস্থ্যভবনে হুমকি ইমেল। ভবনে রাখা বোমায় বিকেল পাঁচটা নাগাদ বিস্ফোরণ ঘটবে বলে ইমেলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। খবর পাওয়ার পরই স্বাস্থ্যভবনে পৌঁছেছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। জোরকদমে চলছে তল্লাশি। মঙ্গলবার সকালে হুমকি ইমেল পাওয়ার পর নতুন করে আতঙ্ক ছড়ায় স্বাস্থ্যভবনে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বিধাননগর থানায়। খবর যায় বম্ব স্কোয়াডেও। যুদ্ধকালীন তপরতায় শুরু হয় তল্লাশি। নিয়ে আসা হয়েছে পুলিশি কুকুর। এখনও তল্লাশি চলছে। তবে বোমা জাতীয় এখন কিছু মেলেনি বলেই খবর। কর্মীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বম্ব স্কোয়াড তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি, ওই ইমেল কে পাঠাল তা খতিয়ে দেখছে সাইবার ক্রাইম শাখার আধিকারিকরা। আজকের আগে সোমবার সকালেও হুমকি ইমেল আসে স্বাস্থ্যভবনে। সেখানে বলা হয়, ৪টি আইইডি দিয়ে ৩০ মিনিটের মধ্যে স্বাস্থ্যভবন উড়িয়ে দেওয়া হবে। মুহূর্তেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্বাস্থ্যভবনে থাকা কর্মীদের মধ্যে। খবর দেওয়া হয় বিধাননগর থানায়। পুলিশ কুকুর ও বম্ব স্কোয়াড এসে গোটা এলাকায় তল্লাশি শুরু করে। যদিও সেই তল্লাশিতে কিছুই পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে একটি ভুয়ো ইমেল আইডি থেকে ওই ইমেলটি করা হয়েছিল। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে স্বাস্থ্যভবন উড়িয়ে দেওয়ার হুমকিতে ছড়িয়েছে আতঙ্ক।

ঐতিহাসিক গবেষক যোগেশ চন্দ্র বাগলের ১২৩তম জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৭ মে ঃ সাহিত্যসেবী গবেষক এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সৃজনশীল সাহিত্যের স্রষ্টা লেখক যোগেশ চন্দ্র বাগলের ১২৩ তম জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাল নববারাকপুর পুরসভা। মঙ্গলবার সকালে পুরসভার ১২ নং ওয়ার্ডে বঙ্কিম চ্যাটার্জি রোডে যোগেশ চন্দ্র বাগলের আবক্ষ মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধার্ঘ জানান পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা , স্থানীয় পুর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ, পুরসভার বড়ো বাবু দেব প্রসাদ রাহা, যোগেশচন্দ্র বাগলের পুত্রবধূ সুনন্দা বাগল, পুরকর্মী প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায. সহ ওয়ার্ডের বিশিষ্ট জনেরা। পুরসভার ৫ নং ওয়ার্ডে রামকৃষ্ণ পাঠাগার সংলগ্ন তার মূর্তিতে মাল্যদান করেন পুরপ্রধান প্রবীর সাহা। উল্লেখ্য যোগেশচন্দ্র বাগল ছিলেন সাংবাদিক, ইতিহাসবিদ, গবেষক ও লেখক। ১৯০৩ সালে বরিশালে কুমিরমারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জগবন্ধু বাগল এবং মাতা তরঙ্গিনী দেবী। কলকাতার হরি সাহা বাজারের উপর দোতলায় যোগেশচন্দ্র সপরিবারে বাসা ভাড়া করে বাস করতেন। ১৯৫২ সালে রূপকার হরিপদ বিশ্বাসের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যোগেশচন্দ্র নববারাকপুরে পাঁচ কাঠা জমি কিনে বসবাস করেন। নববারাকপুরে উন্নয়নের যোগেশ চন্দ্র বাগলের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৪০ সালে তার গবেষণামূলক গ্রন্থ ভারতের মুক্তিসন্ধানী প্রকাশের সাথে তার বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিলেন।১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ

সরকার তার সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থগুলির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করেন। মহান মনীষির জন্মদিন পালন করল নববারাকপুর পুরসভা যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে। তার লেখনী গবেষনা সমাজের নানাবিধ উন্নয়নের কাজকর্ম তুলে আলোকপাত করেন পুরসভার পুরপ্রধান। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন তিনি শুধু একজন ঐতিহাসিক ছিলেন না ছিলেন ভালো বড় মনের মানুষ। আধুনিক শহর প্রতিষ্ঠায় রূপকার হরিপদ বিশ্বাস, কানাইলাল দত্তের হাত ধরে একটা নতুন রূপ দেওয়া হয়েছিল। তিনি ছিলেন নববারাকপুরের গর্ব ।নববারাকপুরের মানুষ তাকে ভোলেনি। তাকে মনে রাখবার জন্য তার পুন্য জন্মদিনে প্রভাতী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে সম্মান জানান হল। আধুনিক শহর এগিয়ে চলেছে। শহর কারা গোড়াপত্তন করেছিল তাদের ইতিহাস কি জানবার অধিকার সর্ব স্তরের মানুষের। কানাইলাল দত্ত, নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, যোগেশ চন্দ্র বাগলের মতো স্বনামধন্য গর্বিত মানুষ দের কথা আগামী প্রজন্মের কাছে ভালো ভাবে জানাতে পারলে প্রভাতী শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠান সার্থক রূপ পাবে বলে আশাবাদী পুরপ্রধান। যোগেশ চন্দ্র বাগলের লেখনীর কথা মনে রাখবার জন্য তার নামাঙ্কিত একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্হাপিত হয় নববারাকপুরে। অন্যদিকে যোগেশচন্দ্র বাগল প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকা সাহিত্য সংস্থার উদ্যোগে এদিন নেতাজী সুভাষ রোডে রামকৃষ্ণ পাঠাগার সংলগ্ন যোগেশচন্দ্র বাগলের মূর্তিতে এবং বঙ্কিম চ্যাটার্জি রোডে তার মূর্তিতে মাল্যদান করেন শিক্ষাবিদ সংস্থার প্রাক্তন অধ্যক্ষ পূর্ণেন্দু বসু সহ অন্যান্যরা।

মীরপাড়ায় জমা জলের সমস্যা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ, এলাকায় ছুটে গেলেন বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ মে ঃ হাওড়ার বালি বিধানসভা এলাকার মীরপাড়ায় জমা জলের সমস্যা নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার দুপুরে ওই এলাকায় যান স্থানীয় বিধায়ক। তিনি কথা বলেন স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে। তাঁরা বিধায়কের সামনে তাঁদের অভিযোগের কথা তুলে ধরেন। এলাকার মানুষের অভিযোগ, বালি বিধানসভা এলাকায় মীরপাড়ায় জমা জল নিষ্কাশন নিয়ে চিঠি দিলেও হয়নি কোনও স্থায়ী সমাধান। এদিন এলাকার সমস্যার সমাধানে পৌঁছায় কেএমডিএ কর্তৃপক্ষ। খবর পেয়ে এলাকায় আসেন বিধায়কও। স্থানীয়. বাসিন্দা অনিল কুমার মজুমদার বলেন, এখানে সামান্য বৃষ্টিতে এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে রয়েছে। জল নোংরা, দুর্গন্ধময়। এখান দিয়ে ছোট ছোট বাচ্চারা যাতায়াত করছে। এখানে হাজার দুয়েক লোকের বসবাস। এখানে নর্দমা পরিষ্কার করা হয়না। অল্প বৃষ্টিতে এইরকম জল দাঁড়িয়েছে। বর্ষার সময় কি হবে ? এর আগেও বৃষ্টিতে এরকম অবস্থা হয়েছিল। বর্ষার সময় হাঁটুর উপরে জল উঠে আসবে। পুরনো বাড়ির ভিতর জল ঢুকে গিয়েছে। এই জল কবে নামবে তার ঠিক নেই। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা তারাপদ দাস বলেন, এখানে জল দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানে নর্দমা পরিষ্কার না করার জন্য জল দাঁড়িয়ে থাকে। এখানে পচা কালো দুর্গন্ধময় জল হয়ে গিয়েছে। আমাদের দাবি নিকাশি নালা পরিষ্কার হোক এবং জল বেরিয়ে যাক। এদিকে, স্থানীয় বিধায়ক জানান, কেএমডিএ'র ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে নিয়ে ওই এলাকাটি এদিন দেখতে যাওয়া হয়। কোথায় কোথায় কাজ করতে হবে তা নোট করে গেছেন

নেপাল মেয়র কাপ ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলার সাফল্য

বনস্পতি দে, কোন্নগর, ২৭ মে ঃ নেপাল অলিম্পিক এসোসিয়েশন এবং নেপাল সরকারের বদান্যতায.নেপাল শিটোরিও ক্যারাটে এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ২৫ এবং ২৬ মে, ২০২৫, নেপালের কাঁকরভিটা শহরে অনুষ্ঠিত হল ১১ তম নেপাল মেয়র কাপ ক্যারাটে প্রতিযোগিতা। আয়োজক দেশ নেপাল ছাড়াও অংশগ্রহণ করেছিল ভারত, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, আফগানিস্তান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, রাজস্থানের সম্মিলিত খেলোযাড়রা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রশিক্ষক সমরজি মল্লিকের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অংশ নেন ১৫ জন বাছাই সদস্য এবং বিভিন্ন বিভাগে তাঁরাই ছিনিয়ে আনে ২০ টি পদক। ৩ টি স্বর্ণ পদক প্রপকরা হলেন অস্মিতা সামন্ত, অরিজি সরকার, স্নেহা ভট্টাচার্য। ৬ টি রৌপ্য পদক জয় করলেন যথাক্রমে দেব ফাদিকার, অর্ণব দাস, সৃষ্টি সাউ, শ্রীময়ী ব্যানার্জী, ঋষভ কুমার ব্যানার্জী, এবং প্রযা়গ রাজ জয়স়ওযা়ল। ব্রোঞ্জ পদক গেল ১১ জনের ঝুলিতে দেব ফাদিকার, অর্ণব দাস, প্রয়াগ রাজ জয়সওয়াল, সুমিত কুমার পাশোয়ান (দুটি), দেবশ্রী মৌলিক, সৌমিলি তালুকদার, পার্থিব পাল (দুটি), হারিত কাপানি এবং অভিজিৎ সরকার। সফল প্রতিযোগীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা বুডো একাডেমি ইণ্ডিয়া ।।

রাস্তা সারানোর দাবিতে দীর্ঘক্ষন রাস্তা অবরোধ সোনারপুরে

দুরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ২৭ মে ঃ রাস্তা সারানোর দাবিতে মঙ্গলবার সোনারপুর থানার প্রতাপনগর বাজারে রাস্তা অবরোধ এলাকার বাসিন্দাদের ।আর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সোনারপুর থানার পুলিশ। পুলিশ গিয়ে অবরোধ তুলতে চাইলে আঃেদালকারী দের সাথে বচসা বাধে ।পরিস্থিতির সুরাহার আশ্বাস না দেওয়া পর্যন্ত এই অবরোধ চলবে বলে জানান আন্দোলন কারীরা । চম্পাহাটি ভোজেরহাট রোড দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল দশা ।প্রায় ১৬ কিলোমিটার রাস্তা বিগত কয়েক বছর ধরেই যান চলাচলের অযোগ্য । বহুবার একাধিক জায়গায় জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ । কয়েকদিনের সামান্য ব।ষ্টিতেই সমস্যায় পথচারী ও গাড়ি চালকরা ।সামনেই বর্ষাকাল, এর ফলে আরও বেশী দুর্ভোগ হবে বলে মনে করছেন এলাকার বাসিন্দারা । তাই রাস্তা সারানোর দাবিতে তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন ।বেশ কয়েকঘন্টা অবরোধ চলার পরে প্রশাসনের আশ্বাসে শেষ পর্যন্ত অবরোধ ওঠে।

Office of the
PANCHARUL GRAM PANCHAYAT
Vill.Pancharul, P.O.:Pancharul, P.S. Udaynarayanpur, PIN: 711225
e-NOTICE INVITING TENDER NO- (1) PGP/28/2025, (2) PGP/29/2025, (3) PGP/30/2025 Dt.- 24/05/2025

For and on behalf of the Pancharul Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for the work of: Construction of CC Road at 3(Three)Nos. different places. Last date of downloading documents up to **03/06/2025 at 04.00 PM**. Bid Opening date **05/06/2025 at 04.00 PM**. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Pancharul Gram Panchayat

বৃষ্টির মধ্যেই নদীর চরে ম্যানগ্রোভ রোপন চলছে পাথরপ্রতিমা ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সুন্দরবন, ২৭ মে ঃ প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুরু হওয়ার মুখে সু ন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তের নদীর চরে ম্যানগ্রোভ লাগানোর কাজ শুরু করলো প্রশাসন। ঘনিয়ে আসছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বিভিন্ন জায়গায় প্রশাসনিক তপরতা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। তার মধ্যে অভিনব উদ্যোগ নিলো পাথর প্রতিমা ব্লক প্রশাসন।বিভিন্ন মাধ্যমে পাথরপ্রতিমা ব্লকের বকচোরা নদীর চরে নন্দকুমারপুর সবুজ সংঘ ও কাজলা জনকল্যাণ সংঘের শতাধিক মহিলাদের দিযে.বিভিন্ন প্রান্তে ম্যানগ্রোভ লাগানোর কাজ শুরু করেছে প্রশাসন।প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও নদীতে ভাটা থাকায় এই গাছ লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে। আগামী দিনে এই গাছ বড় হয়ে ভূমিক্ষয় রক্ষা করবে। সু ন্দরবন রক্ষা পাবে।

খাটোড় ইনভেস্টমেন্ট স অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোং লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ১, রমেশ মিত্র রোড, তৃতীয় তলা, কলকাতা-৭০০ ০২৫
ফোন ঃ ০৩৩ ৪৪৫০ ০৫০০,
ইমেলঃ khatodinv@gmail.com, **ওয়েবসাইটঃ** www.khatodinv.com
সিআইএনঃএল৬৫৯৯৩ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৮৪৬৯৫

৩১শে মার্চ ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের হিসাব **(লক্ষ টাকায়)**

ক্র নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪	সমাপ্ত বছর ৩১.০৩.২০২৫	সমাপ্ত বছর ৩১.০৩.২০২৪
১.	পরিচালনা থেকে মোট আয়	০.০০	০.০০	০.০০	১৯.২৯
২.	এই সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি)(করের আগে, ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ আইটেমে)	-৫.৬৮	-২.৮০	-১১.৫৮	-২৪.৭২
৩.	করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে) সময়ের নিট লাভ (ক্ষতি)	-৫.৬৮	-২.৮০	-১১.৫৮	-২৪.৭২
৪.	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ(ক্ষতি)(ব্যতিক্রমী অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	-৫.৬৮	-২.৮০	-১১.৫৮	-২৪.৭২
৫.	সময়কালের জন্য মোট সমন্বিত আয় সময়কালের জন্য লাভ (ক্ষতি)(করের পরে)অন্যান্য	৩৬৯৩.০৯	১০৯২.৩৩	১৭০৫৫.২০	২৬৫৪.০৭
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৩০০.২২	৩০০.২২	৩০০.২২	৩০০.২২
৭.	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে)	২৬১৯৩.৩৬	৯১৩৮.১৬	২৬১৯৩.৩৬	৯১৩৮.১৬
৮.	শেয়ার প্রতি আয়(অসাধারণ আইটেমের আগে)(প্রতিটি১০টাকা) মৌলিক	-০.১৯	-০.২১	-০.৩৯	-০.৮২
	পাতলা	-০.১৯	-০.২১	-০.৩৯	-০.৮২
৯.	শেয়ার প্রতি আয়(অসাধারণ আইটেমের পরে)(প্রতিটি১০টাকা) মৌলিক	-০.১৯	-০.২১	-০.৩৯	-০.৮২
	পাতলা	-০.১৯	-০.২১	-০.৩৯	-০.৮২

দ্রষ্টব্য ঃ
উপরেরটি সেবি (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। উক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৭শে মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট, অর্থাৎ, www.khatodinv.com-এ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
সাক্ষর-
মনীষা পিঞ্চা
পূর্ণকালীন পরিচালক
ডিআইএনঃ ০৭১৪৩০৩১

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৭শে মে ২০২৫

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. C.E (M)/EWS, KMC** invites e-tenders for the following works:
1. NIT No. : KMC/EWS/FBS/ET02/2025-26
Name of the work : **Maintenance for the machineries at Fabrication Shop-I under EWS.** Estimated Cost : **Rs. 2,98,265.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Last date and time of submission of bid (online): **13.06.2025 (6 p.m.).**
2. NIT No. : KMC/EWS/ELEC/RA/11/2025-26
Name of the work : **Improvement of damaged electrical panel and allied electrical works at Outdoor Department under EWS.** Estimated Cost : **Rs. 2,94,728.10.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of completion : **20 Days.**
3. NIT No. : KMC/EWS/ELEC/RA/10/2025-26
Name of the work : **Supply & delivery of special type spares for repairing and servicing of submersible pump-motor, fan and allied works under EWS.** Estimated Cost : **Open Quotation.** Earnest Money: **Two percent of quoted rate.** Period of completion : **7 Days.**
4. NIT No. : KMC/EWS/ELEC/RA/12/2025-26
Name of the work : **Maintenance of electrical distribution panels at transformer room and different workshops at EWS.** Estimated Cost : **Rs. 2,98,308.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of completion : **180 Days.** Last date and time of submission of bid (online): **09.06.2025 (3 p.m.)** (for sl. no. 2 to 4). The bid forms and other details are available on and from **27.05.2025 (6 p.m.)** (for sl. no. 1) and **27.05.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 2 to 4). The website : **http://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1) and **https://wbtenders. gov.in** (for sl. no. 2 to 4).

The **Ex. Engineer, Water Supply (Jai Hind Jal Prakalpa), KMC** invites e-tender online in two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/WS/JHJP/13/2025-2026
Name of the work : **Supply, delivery and installation of 500 MM dia butterfly valve on distribution main of ESR 1 of Mukundapur Pumping Station.** Estimated Amount : **Rs. 1,92,077.20.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of completion: **14 Days.**
2. NIT No. : KMC/WS/JHJP/14/2025-2026
Name of the work : **Replacement of defective street light luminaries beside CWPH 1, CWR 2 and substation building of Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount : **Rs. 2,78,179.25.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of completion: **14 Days.** Last date and time of submission of bid (online): **13.06.2025 (6 p.m.).**
3. NIT No. : KMC/WS/JHJP/15/2025-2026
Name of the work : **Performance development of non-return valves and butterfly valves installed on delivery pipelines of pump no. 2 and 4 at Mayer Ghat Raw Water Pumping Station.** Estimated Amount : **Rs. 4,48,563.62.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of completion: **28 Days.**
4. NIT No. : KMC/WS/JHJP/09/2025-2026
Name of the work : **Maintenance of corroded MS plate, pipelines, protective railings & windows at Filter House-4 of Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount : **Rs. 1,76,010.40.** Earnest Money: **Rs. 3,600.00.** Period of completion: **14 Days.**
5. NIT No. : KMC/WS/JHJP/11/2025-2026
Name of the work : **Repairing of damaged surface of collecting well, raw water channel and distribution chamber of clarifier unit 1 and 2 at Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount : **Rs. 2,55,045.41.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00.** Period of completion: **14 Days.**
6. NIT No. : KMC/WS/JHJP/12/2025-2026
Name of the work : **Replacement of 800MM and 600MM dia butterfly valve installed on supply main at Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount : **Rs. 2,97,270.53.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of completion: **14 Days.** Last date and time of submission of bid: **14.06.2025 - 1 p.m.** (for sl. no. 1 to 6). For detailed information please visit website : **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 to 6).

The **Executive Engineer (C)/Roads, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/924 (1st call)
Name of the work : **Painting on kerb, boulevard and railing at E.M. Bye Pass Service Road and Milan Mela Surrounding Roads under Br-VII.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,22,605.67.** Earnest Money: **Rs. 6,500.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last date and time of submission of all bids: **12.06.2025 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **31.05.2025 at 12 noon** from the website : **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (E)/(Water Supply)/ MGPS & WPS, KMC** invites e-tender online in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/WS/WPS/05/2025-26 (1st call)
Name of work : **Augmentation of illumination within engine room no 1 and surrounding the plant area including jetty at Watgunge Pumping Station.** Estimated Amount : **Rs. 1,93,584.68.** Earnest Money: **Rs. 3,900.00.** Period of Completion: **20 Days.** Last date and time for submission of bid (online): **16.06.2025** up **to 2 p.m.** The bid forms and other details are available shortly from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (WS/BDT), KMC** invites e-tender for the following work (Submission of bid through online):
NIeT No. : KMC/WS/GBDT/E/2025-26/13
Name of work : **Electrical work and other ancillary works for the bid tubewell at Bahadur Mathh WD-102, Br-12 and Kalyanparishad Club WD-111, Br-11.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,65,988.00.** Earnest Money: **Rs. 3,300.00.** Time of Completion: **15 Days.** Last date of submission and opening date & time: **14.06.2025** up to **2 p.m.** and **17.06.2025** at **2 p.m.** respectively. For full and further details, please visit the website **https://www.wbtenders.gov.in.** Please keep watching on the above website for all further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online percentage two bid systems for the following work:
NIT No. : KMC/DR/PBPS/M-6/2025-2026
Name of work : **Renovation of motor basement structure of C pump unit having 180 KW capacity with other allied works at DWF station of PBPS (Drg.)S&D.** Estimated Cost: **Rs. 4,64,321.00.** Earnest Money: **Rs. 9,500.00.** Period of Completion: **21 Days.** Last date and time of submission of bid: **12.06.2025** up to **3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **30.05.2025 (5.30 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Ex. Engineer (WS)/South, KMC** invites e-tender for the following work (Submission of bid through online):
NIT No. : KMC/WS/EE/S/099/2025-26/03 (1st call)
Name of work : **Development of water supply network system by 100MM dia DI pipe near premises no. 3/9 Vidyasagar, 2/135 Vidyasagar etc places in Ward 99 Br-X.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,85,281.94.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Time of Completion: **28 Days.** Last date and time of online submission of tender: **10.06.2025** at **2 p.m.** Date and time of online open of tender: **12.06.2025** at **2 p.m.** For full and further details, please visit the website **https://www.wb tenders.gov.in.** Please keep watching on the above website for all further addendum/ corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

312/25-26

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৭৬ সংখ্যা, বুধবার, ১৭ জৈষ্ঠ্য , ১৪৩২

অধিকার হারাতে চলেছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়?

সম্পাকীয়

সম্প্রতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সচিব ক্রিস্টি নোয়েম এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন- হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ইহুদি-বিদ্বেষ এবং চিনা কমিউনিস্ট পার্টির আধিপত্য বাড়াবাড়ির জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। এর নেপথ্যে হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষর প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে। চড়া মাইনে নিয়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশ থেকে পড়ুয়া নিয়ে আসছে। সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিন্তু এইভাবে ছাত্র নিয়ে আসার অধিকার নেই। এই বিশেষ অধিকার হার্ভার্ডকে দেওয়া হয়েছে। এবং তারই প্রেক্ষিতে হার্ভার্ডকে বলা হয়েছিল, ক্যাম্পাসের পরিবেশ সংশোধন ও পরিবর্তন করতে। হার্ভার্ড সেই নির্দেশ অমান্য করে এই বিশেষ অধিকারের সুযোগ হারাল। এবং তার ফলে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হারাতে চলেছে বিদেশি পড়ুয়া এবং এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিদেশি গবেষকদের নিয়ে আসার শংসাপত্র। এতটা লেখার পরেও ক্রিস্টি নোয়েম মনে করলেন না যথেষ্ট বলা হয়েছে। তিনি আরও পা বাড়িয়ে হাঁকিয়ে খেলেছেন এই ভাষায়ঃ আমেরিকার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যেন হার্ভার্ডের উপরে এই নিষেধাজ্ঞাকে তাদের প্রতিও একটি সতর্কবার্তা বলে গ্রহণ করে। এই বার্তা এবং অশনিসংকেতের আপাত দাতা নোয়েম তো নিমিত্ত মাত্র। এই বার্তার পিছনে যাঁর কণ্ঠস্বর ও পরাক্রম বিরাজ করছে, তিনি যে স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ-কথা জেনেও কিন্তু কেঁপে ওঠেনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব ও প্রতিপত্তি। মুহূর্তে প্রতিবাদ করেছেন হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্ট অ্যালান এম. গার্বার প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে তাল ঠুকে 'বেআইনি' এবং অপ্রয়োজনীয়' বলে। গার্বার স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁরা আদালতে অভিযোগ করেছেন। এবং আদালত প্রথম পদক্ষেপেই প্রশাসনের এই নিষেধাজ্ঞার উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে। এই বার্তার সঙ্গে গার্বার কিছু এমন কথা যুক্ত করেছেন, যা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেছেন, এ-বছর ১৪০টি দেশ থেকে পড়ুয়ারা এসেছেন। এই বিদেশি পড়ুয়াদের বাদ দিলে হার্ভার্ড হার্ভার্ড-ই নয়। মার্কিন প্রেসিডেন্টের কলমের একটি খোঁচায় হার্ভার্ড হারাতে বাধ্য হবে তার হার্ভার্ডত্ব, তা তো হতে পারে না। হার্ভার্ড থাকবে হার্ভার্ডেই। গার্বারের এই প্রতিবাদ ও আশ্বাসবাণীর সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞার উপর ম্যাসাচুসেট্স প্রাদেশিক আদালতের বিচারপতি অ্যালিসন বারোজ-ও মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই নিষেধাজ্ঞার উপর স্থগিতাদেশ জারি করেন। ট্রাম্প প্রশাসন যতই চেষ্টা চালাক, গণতন্ত্রবিরোধী নিষেধাজ্ঞা আনতে পারবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের পাশে হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষ সবসময় ছল ও থাকবে, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন।

আমরা মানবিকতায় কতটা পিছিয়ে

সম্পাকীয়

অপবাদে একটি প্রাণ চলে গেল। এই বদনাম যে কত গভীর তা উপলব্ধি আমাদের আজকে নতুন কিছু নয়। তবুও আমরা বারবার এই একই ভুল করে ফেলে। পাঁশকুড়ার ঘটনা। সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়াটি একটি চিপ্সের প্যাকেট চুরির অপবাদ মাতায় নিয়ে আত্মঘাতী হল, সে সমাজকে কত বড় একটি শিক্ষা দিয়ে গেল তা সকলেই আমরা দেখলাম। এই ঘটনা যে প্রথম ঘটল তা নয়। এখন প্রশ্ন উঠছে, প্রাণ দিয়েও কী সে সমাজকে সচেতন করে যেতে পারলো? আমরা কি সত্যি কিছু শিখলাম। নিশ্চয়ই নয়। কেন তার কারন হল এই রকম ঘটনা আবারও ঘটবে। এটা আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। পাঁশকুড়ার গোঁসাইবেড়ের ১২ বছরের কিশোর সেই শিক্ষা দিয়ে গেল। অপবাদ দেওয়ার মতো নিষ্ঠুরতা থেকে তার মতো একটি শিশুকেও সমাজ রেহাই দিল না। সিসিটিভির ফুটেজ নিয়ে হইচই চলছে। তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে- বন্ধ দোকানের বাইরে রাস্তায় পড়ে থাকা নামমাত্র মূল্যের চিপ্সের প্যাকেট কিশোরটি কুড়িয়ে নিচ্ছে। কিন্তু এই সত্যটি যখন কিশোরটি বলেছিল তখন সমাজের স্বঘোষিত অভিভাবকরা তা বিশ্বাস করতে চায়নি। কিশোরটি তার জীবন দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করে গেল। অন্য ভাবে বললে, নিষ্ঠুর ও অসংবেদনশীল সমাজের কাছে সত্যিটা প্রমাণ করতে কিশোরটি নিজের প্রাণ দিল। তার কাঁচা হাতে লেখা দু'-লাইনের মর্মস্পর্শী সুইসাইড নোটটি সামনে এসেছে। চুরির অপবাদ কিশোরটির কোমল মনকে কীভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছে তা সকলেই দেখলেন। ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছে ক্ষুব্ধ জনতা। এই উত্তেজনা সাময়িক। কয়েক দিনের মধ্যেই হয়তো সামাজিক নিষ্ঠুরতার আরও কোনও ঘটনা সামনে আসবে। কিশোরটির প্রাণ দেওয়ার ঘটনা থেকে কোনও শিক্ষাই কাজে আসবে না। আমরা অন্ধ হয়েই চিরকাল থেকে যাবো। এই ঘটনা বন্ধ করতে পারে একমাত্র সচেতনতা। প্রমাণ ছাড়া কারও গায়ে 'চুরির তকমা লাগানো ঠিক নয়। এটা আমাদের সকলকে বুঝতে হবে। শিশু ও কিশোরদের প্রতি সমাজের আচরণ কী হবে তা শেখাও আমাদের জরুরি। এ ব্যাপারে শুধু আইন প্রণয়নই করা দরকার। দেশ এগিয়ে চলেছে কিন্তু আমরা ফিছিয়ে যাচ্ছি। দেশের জন্য আমাদের গর্বের শেষ নেই, কিন্তু এই মৌলিক মানবিক বোধগুলিই কোথায়, হারয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে মিলমিশ কোথায়। একে অপরকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যাবার প্রবল চেষ্টা আমাদের মধ্যে তৈরী হচ্ছে। এটা বন্ধ খ!এথ ড়ন্ ঙএড় এই আমরা শিশুদের হারাতে বসব। সমাজে বেড়ে চলা হিংসার আবহে আমরা ঢেকে যাব।

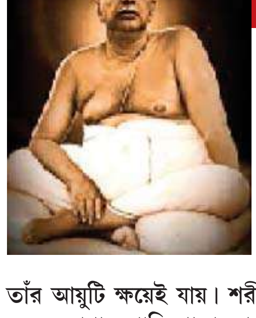

অনুকূলচন্দ্রের বাণী

যে শাশুড়ী মা সে কিন্তু তোমার অর্ধেক অঙ্গের মা অর্থাৎ তুমি আর তোমার স্বামী দুজনে মিলে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। আর মা মানেই জগত জননী সর্বেসর্বা। বৌমা আসলে তার আস্তে আস্তে কর্তৃত্ব হারায়, আবার ছেলেকে হারানোর ভয় থাকে। শ্রেষ্ঠজনে করলে প্রাণাম নিয়ত মাথা ঠেকিয়ে পায়নিজের ভাল হলেও কিন্তু তাঁর আয়ুটি ক্ষয়েই যায়। শরীরটা তোর লম্বা যত ততখানি ভুঁই বাদ, করলে প্রণাম পাবি প্রাণে আনন্দ-প্রাসাদ। কপট ব্যাক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়......

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

রাবণ বললে, তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গ ঃ কুতঃ-যখন রামকে চিন্তা করি, তখন ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রী তো সামান্য কথা! তা রামরূপ কী ধরব! যত ভক্তি বাড়ে, সংসারাসক্তি কমে-শ্রীচৈতন্যভক্ত নির্লিপ্ততাই জন্যই সাধন-ভজন। তাঁকে চিন্তা যত করবে, ততই সংসারের সামান্য ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে। তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে, ততই বিষয়বাসনা কম পা঱ে আসবে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর কমবে পরস্ত্রীকে মাতৃব বোধ হবে, নিজের স্ত্রীকে ধর্মের সহায় বন্ধু বোধ হবে, পশুভাব চলে যাবে, দেবভাব আসবে, সংসারে একেবারে অনাসক্ত হয়ে যাবে। তখন সংসারে যদিও থাক জীবন্মুক্ত হয়ে বে঱াবে। চৈতন্যদেবের ভক্তেরা অনাসক্ত হয়ে সংসারে ছিল।জ্ঞানী ও ভক্তের গূ। রহস্যশ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)-যে ঠিক ভক্ত, তার কাছে হাজার বেদান্ত বিচার কর, আর 'স্বপ্নব' বল তার ভক্তি যাবার নয়।

জামাই মেয়ে আদরের ষষ্ঠী

রীতি অনুযায়ী একটি মেয়ে পুত্র সন্তানের জননী না হওয়া পর্যন্ত তার মাতাপিতার মেয়ের বাড়িতে আসা নিষেধ ছিল

কৌশিক দাস

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত একটি রীতি অনুযায়ী একটি মেয়ে পুত্র সন্তানের জননী না হওয়া পর্যন্ত তার মাতাপিতার মেয়ের বাড়িতে আসা নিষেধ ছিল। এই রীতির ফলে যেকোন মেয়ে মা ও বাবাকে মেয়ের সাথে দেখা করতে জটিলতায় পড়তে হত। এই জন্য সমাজ কর্তৃক নিয়ম করা হয় যে জৈষ্ঠ্য মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে মেয়ের স্বামীকে মেয়ের মা-বাবার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হবে এবং একই দিনে যাতে মেয়ে দ্রুত সময়ে পুত্র সন্তান ধারণ করতে পারে সেজন্য ষষ্ঠী দেবীর পূজা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এক কিংবদন্তি অনুযায়ী এক পরিবারের এক লোভী বউ খাবার চুরি করে খেয়ে দেবী ষষ্ঠীর বাহন বিড়ালের উপর চুরির দোষ চাপিয়ে দিত। মিথ্যা এই অভিযোগ সম্পর্কে ষষ্ঠী অবগত হওয়ার পর রেগে গিয়ে সেই বউয়ের সন্তানের জীবন কেড়ে নেওয়ায় সেই বউ শোকাহত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে দেবী বৃদ্ধার রূপে বউয়ের কাছে গিয়ে তার দোষের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে বউ ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চাওয়ায় দেবী তার সন্তানকে জীবিত করে দেন। সমাজের মানুষ বউয়ের অপকর্ম সম্পর্কে জানতে পেরে রেগে গিয়ে তাকে তার মা-বাবার বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। তারপর ষষ্ঠী পূজার দিন বউয়ের মা-বাবা জামাইষষ্ঠী বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিক লৌকিক আচার। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে এই আচার পালন করা হয়। এই দিনে বিবাহিত মেয়ে ও জামাইকে নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়ন করা হয়। এভাবে জামাইকে খুশি রাখার চেষ্টায় ষষ্ঠীপুজোর লৌকিক প্রথাই বাঙালির জ্যৈষ্ঠ মাসের উৎসব হয়ে উঠেছে। ভরা জ্যৈষ্ঠের শুক্ল ষষ্ঠী তিথি, বাঙালি বাড়িতে এই দিনের মাহাত্ম্য অনেক। এমনিতে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। তপ্ত গ্রীষ্মের দিনে এই উৎসব ঘরে ঘরে ঠান্ডা বাতাসের মতো।

এদিন প্রতিটি গৃহস্থ বাড়িতে জামাই আদরের এলাহি আয়োজন করা হয়। প্রাক-বর্ষার মরসুমে নতুন করে আনন্দে মেতে ওঠে বাঙালি। রাত পোহালেই জামাইষষ্ঠী। ঘরে ঘরে এখন তাই শেষ মুহূর্তের তোড়জোড় চলছে। বাঙালির এই পরম আদরের উৎসব কিন্তু একদিনে শুরু হয়নি। জামাইষষ্ঠীর সঙ্গে লেগে রয়েছে শত শত বছরের প্রাচীন রীতি-নীতি, ইতিহাস। আর সেই ইতিহাস বলছে, শুরুতে জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠী তিথিটার সঙ্গে জামাইয়ের কোনও সম্পর্কই ছিল না। এ তিথি ছিল অরণ্যের। প্রাচীন অরণ্যষষ্ঠী থেকেই আজকের জামাইষষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ। দেবী ষষ্ঠী মাতৃস্বরূপা। তিনিই পুত্র দান করেন। তাই বছরে ১২টি ষষ্ঠী পালনের রীতি ছিল গ্রামবাংলায়। দুর্গাষষ্ঠী, লোটনষষ্ঠীর সেসব ব্রতের বাহুল্য আজকাল আর ঘরে ঘরে সেভাবে দেখা যায় না। রূপ বদলে রয়ে গেছে কেবল অরণ্যষষ্ঠী। একসময় এই ষষ্ঠী নির্দিষ্ট তিথিতে পালন করা হত অরণ্যের মাঝে। হাতের কাছে অরণ্য না থাকলে বাড়ির উঠোন বা দালানের কোথাও অরণ্যের ছোটখাটো প্রতিরূপ বানিয়ে ব্রত পালন করতেন মেয়ে-বৌ'রা। অরণ্যষষ্ঠীর রীতিতেও প্রকৃতির আরাধনার ছোঁয়া রয়েছে। কথিত আছে, সংসারের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে, হাজার ঝড়ঝাপটা সামলে ওঠার পর দেবী ষষ্ঠী এক গৃহবধূকে শিখিয়ে

দিয়েছিলেন অরণ্যষষ্ঠী ব্রত পালনের নিয়মকানুন। সেই ব্রতের বিশেষ দিনটায় গৃহবধূ বাড়িতে ডেকেছিলেন তাঁর মেয়ে-জামাইকেও। জামাই আসার পর তাঁর কপালে দই-চন্দনের ফোঁটা দিয়েছিলেন শাশুড়ি। দিয়েছিলেন আম-কাঁঠালের বাটা। সেই থেকেই অরণ্যষষ্ঠীর সঙ্গে জুড়ে গেলেন জামাইরাও। ঘরে ঘরে শাশুড়িরা জামাইদের ডাকেন তিথিনক্ষত্র মেনে, জামাই এবং মেয়ের সংসারের মঙ্গলকামনা করে পুজো দেন দেবী ষষ্ঠীর। অরণ্য পেরিয়ে জ্যৈষ্ঠের শুক্ল ষষ্ঠী এভাবেই চলে আসে জামাইদের দখলে। একটা সময় গ্রামবাংলায় রীতি ছিল, মেয়ের বিয়ের পর তাঁর শ্বশুরবাড়িতে যেতে পারবেন না মেয়ের বাবা-মা। যতদিন না মেয়ে সন্তানসম্ভবা হচ্ছে, বা যতদিন না মেয়ে সন্তানের মুখ দেখছে, ততদিন মেয়ের বাড়িতে বাবা-মা পা রাখতে পারতেন না। দীর্ঘদিন মেয়েকে না দেখে মন আনচান করত বাবা-মায়েদের। বিশেষ করে মেয়েকে চোখের দেখা না দেখে অস্থির হয়ে উঠতেন মায়েরা। তাই বছরের এই সময়টা মেয়ে-জামাইকে নেমন্তন্ন করে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াতেন তাঁরা। এই প্রথাই জামাইষষ্ঠী।জামাই আদরের জন্য জ্যৈষ্ঠ মাসই আদর্শ বলে মনে করা হয়। এই সময় গাছে গাছে আম-কাঁঠালের ছড়াছড়ি। পুকুর-নদীতে মাছও ভরপুর। জামাইকে পাত পেড়ে খাওয়াতে কোনও অসুবিধাই হয় না। বরং এরপর বর্ষা চলে এলে পুকুর থেকে মাছ ধরায় অনেক বেশি ঝক্কি। অন্যদিকে, বৌমা ষষ্ঠী হল জামাই ষষ্ঠীর অনুকরণে, মেয়ে বা বউমাদের মঙ্গল কামনায় একটি নতুন প্রথা, যা মূলত জামাই ষষ্ঠীর একদিন আগে পালন করা হয়। এই দিনে শ্বশুর-শাশুড়ির বাড়িতে মেয়েদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তাদের জন্য বিশেষ খাবার ও উপহারের আয়োজন করা হয়। বৌমা ষষ্ঠী পালনের মূল উদ্দেশ্য হল মেয়েদের বা বউমাদের সম্মান জানানো এবং তাদের মঙ্গল কামনা করা। জামাই ষষ্ঠী মূলত জামাইদের মঙ্গল কামনায় পালন করা হলেও, বউমা ষষ্ঠী মেয়েদের প্রতি মনোযোগ এবং তাদের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য একটি নতুন প্রথা হিসেবে পরিচিত। কিছু পরিবার জামাই ষষ্ঠীর পাশাপাশি বউমা ষষ্ঠীও পালন করে, যেখানে মেয়েদেরও বিশেষ সম্মান জানানো হয়। এই প্রথাটি মূলত সামাজিক সচেতনতা এবং মেয়েদের প্রতি আরও বেশি মনোযোগের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। পুত্রবধূকে শ্বশুর কিম্বা শাশুড়ী বৌমা বলেই ডাকে, আবার আধুনিক সমাজে তাকে নাম ধরেই ডাকে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মা তার নিজের মেয়ের ক্ষেত্রে যতটা যত্নবতী, বৌমার ক্ষেত্রে ঠিক ততটাই উদাসীন। তাদের মাথায় যতটা আসে, বৌমা তো পরের ঘরের মেয়ে, সুতরাং তাকে বায়নাক্কা দিয়ে এবং কর্তব্য পালনে অপারগ হলে অশ্রাব্য ভাষণ দিয়ে সর্বদাই ভীত - সন্ত্রস্ত রাখা, পক্ষান্তরে, নিজের মেয়ে ঘরে এলে তাকে কীভাবে সন্তুষ্ট রাখা যায়, তার সব রকম চেষ্টা করা। অথচ বৌমাও যে একজনের মেয়ে, তারও যে স্নেহ-ভালবাসার প্রয়োজন, তা তারা বেমালুম ভুলে যায়। ফলে, বৌমা- শ্বাশুড়ীর তিক্ততা সমাজে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সমাজে কারো সাথে কারো মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। শ্বাশুড়ীরা যদি একটু দয়াশীলা হতো, বৌমার সাথে কাজে হাতে হাত লাগাতো, ছেলের বৌ যে তারই বংশধর এনে দেবে, মেয়েটি অন্যের ঘর আলো করবে , এটা যদি বুঝতে পারতো, তাহলে সাংসারিক সুখ বজায় থাকতো। এই সমস্ত কাটিয়ে উঠতে পারলে বৌমাষষ্ঠী তবেই উপভোগ্য হবে, সার্থক হবে। তবে এখনকার যুগে মেয়েরা যথেষ্ট সচেতন। কাজেই বৌমারাও যে অজ্ঞ নয়, সেটা বুঝতে হবে। নিজের বংশের যে গতি আনবে, যে নিরলস পরিশ্রম করে বড়দের সুখী রাখার চেষ্টা করে, তাকে যথোচিত মর্যাদা ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। তাকে লোকদেখানো বৌমাষষ্ঠী নয়, অন্তরের গভীর স্থান থেকে ভালোবাসার বৌমাষষ্ঠী হোক, সেটাই কাম্য। বৌমাষষ্ঠী হোক যে মাসের ষষ্ঠীতে জামাইষষ্ঠী, ঠিক তার পরের মাসের ষষ্ঠীতেই । ঘরের লক্ষ্মী বৌমারা সঠিক সম্মান পাক, তাদের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য আশীর্বাদ করা হোক , এটাই আমার কামনা এবং শাশুড়ী নিজেই তা পরিচালনা করবে। এখানে একটা কথা বাদ পড়ে গেছে, বৌমাষষ্ঠী এই আত্মিক পরিবেশে হলেই ভালো লাগবে, অন্যথায় নয়। বৌমাষষ্ঠী যুগ যুগ জিও।

জাতীযতাবাদ যেমন ভারতের জাতীয় জাগরণ এবং রেনেসাঁস নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল

জাতীযতাবাদ যেমন ভারতের জাতীয় জাগরণ এবং রেনেসাঁস নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল ঠিক সেই রকমভাবে ভারতকে মহান করে তোলার পক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকবে। জাতীয়তাবাদকে আবার সক্রিয় করা উচিত বলে রাজনৈতিক চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মত প্রকাশ করেছেন। বাংলার রেনেসাঁস এসেছিল তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে জাতীয়তাবাদের প্রবল আধিক্য। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতের প্রতিটি নাগরিক জাতীয় চেতনাসম্পন্ন মানুষে পরিণত হয়েছিল যা আজকে তার অভাব অনুভব করা যাচ্ছে। ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে গেলে প্রথমই প্রয়োজন হচ্ছে জাতীয়তাবোধের জাগরণ যা এখন প্রায় হারিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। রাজনৈতিক দলের অন্ত র্দ্বন্দ্বই এর মূল কারণ বলে উল্লেখ করতে শুরু করে দিয়েছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা। তারা মনে করছেন যে ভারতের চারদিকে শত্রুর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। এই মুহূর্তে সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের উচিত হচ্ছে ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিক মানকে শক্তিশালী করতে সহায়াতা করা। নিজস্ব রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক ত্যাগ করে কীভাবে ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখ া। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক দলের নেতারা নির্বাচন জেতাই তাদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে। তার ফলে রাজনৈতিক দ্বন্ধ দেকা দেয়। জাতীয়তাবোধরে অভাব দেখ া দিলেও রাজনৈতিক দলের নেতারা তাদের সুবিধাকে গ্রহণ করতে সব সময়ে এগিয়ে থাকে। তার ফলে জনগণ কোনও সময়ে জাতীয় অভাব কতখানি তা বুঝতে পারে না। জনগণকে ভারতের জাতীয় জাগরণের সঙ্গী করে নিতে হবে। নাহলে কিন্তু মেরা ভারত মহান প্রকল্প মার খেতে পারে। ৭৫ বছরের ভারত স্বাধীনতা উৎসব পালনকে কেন্দ্র করে সারা বছর ধরে আজাদি কা মহো?সব পালন করা হচ্ছে। কিন্তু এই উৎসবের মধ্যে প্রাণের সৃষ্টি করতে হবে। সর্বস্তরের মানুষদের সঙ্গে নিয়ে এই উৎসব পালন করা উচিত। স্বদেশি মেলা, স্বদেশি ভাবনা, স্বদেশি চিন্তাকে বেশি করে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। স্বদেশি ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো উচিত বলে মনে করতে শুরু করেছেন রাজনৈতিক দলের একটি অংশ। তারা কিন্তু একন বিদেশ থেকে কোনও কিছু আমদানি করতে ইচ্ছুক হচ্ছে না। তারা একন স্বদেশে তৈরি করা পণ্যের ওপরে বেশি করে জোর দিতে শুরু করেছে। এর ফলে বিদেশি কোম্পানিগুলিকে ভারতে এসে কলকারখানা তৈরি করার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। বেশ কিছু বিদেশি কোম্পানি ভারতে তাদের পণ্য উৎপাদন করা দিকে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং ভারতের বাজারে তা বিক্রি করার ছাড়পত্র পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু একটি সময়ে বারতের বাম দল 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায় ভুলো মাৎ' স্লোগান তুলেছিল। আজকে তারা বলতে শুরু করেছে ভুল হয়ে গিয়েছে। কমিউনিস্ট দল যে ভুল ধারনা এতদিন ধরে বহন করে চলছিল তার দূর করতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি এবং আরএসএস বারবার কমিউনিস্ট দলের এই ভূমিকা নিয়ে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। একটি সময়ে দেশবাসীর কাছে কমিউন্সিট পার্টি একটি বিশ্বাসঘাতক দলে পরিণত হয়। ভারতের জনগণ মনে করতো কমিউনিস্ট পার্টি মানেই হল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিরোধী একটি দল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটকে রক্ষা করতে গিয়ে দেশের স্বাধীনতার সময়ে ব্রিটিশ সরকারের হয়ে কাজ করতে শুরু করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি সেটাও বলার অপেক্ষা রাখে না। ফলে ভারতবাসীর কাছে কমিউনিস্ট দলগুলো আস্থা অর্জন করতে পারছিল না। বহুবার কমিউনিস্ট দলকে এর জন্য ভুগতে হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কমিউনিস্টদের দূরে সরে গিয়ে ছিল যখন নেতাজিকে তোজোর কুকুর বলে আখ্যা দিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি। নেতাজি যেহেতু ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে নাৎসীদের বন্ধু জাপানের সহযোগিতা নিয়ে লড়াই করেছিল বলে কি কমিউনিস্টরা তাঁকে তোজোর কুকুর বলে আখ্যা দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে জাপান এবং জার্মানকে পরাস্ত করতে রাশিয়া, ব্রিটেন এবং আমেরিকা এক হয়ে মিত্র বাহিনী তৈরি করবে। রাশিয়ার কমিউনিস্ট গাইডলাইন মেনেই ভারতের কমিউনিস্টরা এতদিন নেতাজিকে গ্রহণ করতে পারেনি। নেতাজিকে তেজোর কুকুর বলার পিছনে ভারতের কমিউনিস্টদের রাশিয়া, ব্রিটেন এবং আমেরিকার জোটের মিত্র শক্তির সমর্থনের কথা প্রথমে এসে পড়ে। নেতাজি, রাসবিহারী বোস যেহেতু জাপানের সহযোগিতা নিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরি করেছিল যা ছিল দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে মিত্র জোট বিরোধী শক্তি। ফলে আজাদ হিন্দ বাহিনীকেও সমর্থন করতে পারেনি ভারতের কমিউনিস্টরা। তারা মনে করতো জাপানের সহযোগিতা নিয়ে তৈরি করা বাহিনী রুশ মিত্র শক্তি বিরোধী। রাশিয়া তখন আমেরিকার এবং ব্রিটেনের সঙ্গে জোট করে মিত্র বাহিনী তৈরি করে জার্মানকে পরাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হিটলারকে পরাস্ত করাই ছিল এই মিত্র বাহিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলে রাশিয়ার পক্ষ থাকা ভারতের কমিউনিস্টরা নেতাজিকে সমর্থন করতে পারেনি। জাপান তখন জার্মানদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকার পার্ল হারবার বন্দর একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে জাপানের বিমান সেনারা। জাপানকে শায়েস্তা করতে আমেরিকা হিরোসিমা এবং নাগাসাকিতে আনবিক বোমা নিক্ষেপ করলো। হিরোসিমাতে আনবিক বোমা ফেলায় জাপান দুর্বল হল এবং আত্মসমর্পণ করলো। রাশিয়ার পথকে ভারতের কমিউনিস্টরা আদর্শ পথ বলে গ্রহণ করার ফলে সেই সময়ে রুশ বন্ধু ব্রিটিশ সরকার বিরোধী কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। কমিউনিস্টরা মহাত্মা গান্ধিকে সমর্থন করলেও নেতাজি এবং রাসবিহারী বোসকে সমর্থন দিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সমাজতান্ত্রিক ঘেঁষা মানুষ ছিলেন। তিনি রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করলেন। চিনের কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুললেন। অতিরিক্ত চিন বন্ধুত্বের গুণগার দিতে হল। ভারত থেকে তিব্বত হাতছাড়া হল।

বিদ্রোহী ও সম্প্রীতির কবি কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বিদ্রোহ ও মানবতার এক অপূর্ব মিশেল। হিংদু- মুসলমানের মিলন মৈত্রীর কবি নজরুল।১৮৯৯ সালের ২৪ শে মে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে এক গরিব মুসলমান পরিবারের জন্মগ্রহণ করেন। বাবা কাজী ফকির আহম্মদ। মা জাহেদা খাতুন। নজরুলের ডাক নাম ছিল দুখু মিয়া। অল্প বয়সেই তাঁর বাবা মারা যায। মাত্র ১০ বছর বয়সে জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁকে কাজে নামতে হয। আসানসোলের এক চা- রুটির দোকানে কাজ শুরু করেন।

কৈশোরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়. নজরুল ব্রিটিশ ভারতীয়. সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ৪৯ তম বেঙ্গল রেজিমেণ্টের হাবিলদার হিসাবে ইরাকের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি দেখেছেন সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুরতা। সন্ত্রাস, হত্যা, অত্যাচার -অবিচার ,শাসন -শোষণের আঘাতে আঘাতে মানুষকে জর্জরিত হতে দেখে ছিলেন । মায়ের বুক থেকে সন্তানকে কেড়ে নিতে তিনি দেখেছেন। সাম্রাজ্যবাদী লোভ-লালসায.অজস্র প্রাণ বলিদান তাঁর মনে বিদ্রোহের বীজ বপন করেছিল। এই অভিজ্ঞতা তাঁর বিদ্রোহী কবিতায.প্রতিফলিত হয। তিনি শুধু রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে নয়, ধর্মীয. গোঁড়ামী ,জাতিভেদ আর নারীর প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছেন।

১৯২০ সালে যুদ্ধ শেষ হলে তিনি সৈনিক জীবন ত্যাগ করে কলকাতায.ফিরে আসেন। কলকাতা এসে নজরুল বঙ্গীয.মুসলিম সাহিত্য

সমিতির অফিসে বসবাস শুরু করেন। এই সমিতির অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন মুজাফফার আহমদ। এখান থেকে তাঁর সাহিত্য জীবনের মূল কাজগুলি শুরু হয।

১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে শান্তিনিকেতন গিয়ে. তিনি রবীঃদ্রনাথের সাথে সাক্ষা করেন। নজরুল সাম্যবাদের

একজন অগ্রদূত ছিলেন। তিনি সকল মানুষের সমান অধিকারের উপর জোর দিয়েছেন এবং মানুষের চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ- দুঃখ, যৌবন -প্রেম প্রভৃতি নিয়ে. কবিতা লিখেছেন। নজরুল ইসলাম জীবনে জাত বিচার মানেন নি। সাম্যের দিকে তাঁর প্রধান আকর্ষণ। নজরুলের গান ও কবিতার মধ্য দিযে. বিদ্রোহের ভাব প্রকাশিত হযেছে। এর জ্বলন্ত উদাহরণ হল 'বিদ্রোহী' নামক কবিতাটি। বিদ্রোহের উচ্চকণ্ঠ তাঁর অগ্নিবীণা , বিষের বাঁশি - কাব্যে প্রকাশিত হযেছে। তিনি মানুষের উপর নির্যাতন, শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছেন। নজরুলের কান্ডারী হুশিযার কবিতার পঙক্তি- হিংদু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? মানবতার শাশ্বত বার্তা বহন করে। নজরুলের দোলনচাঁপা, চক্রবাক, সিন্ধু -হিল্লোল এই তিনটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মূল সুর হলো প্রেম ও প্রকৃতি নিযে। নজরুলের প্রেমের কবিতা, যেমন-আবার ভালবাসার সাধ জাগে। তাঁর শিশু সাহিত্য, যেমন-খুকি ও কাঠবিড়ালি বা লিচু চোর। শিশু মনের সঙ্গে আত্মিক সংলাপ সৃষ্টি করে। নজরুল মা কালী কে নিযে. অনেক শ্যামা সংগীত রচনা করেছেন। যেমন-শ্যামা মাযের পাযের তলায.দেখে যা আলোর নাচন। যা মা কালীর প্রতি গভীর ভক্তি প্রকাশ করে। মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিযো ভাই। এই গানে ইসলামের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে। এই দ্বৈত সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে হিংদু - ইসলামি সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত। জীবনের শেষ পর্বে নজরুলের নীরবতা ছিল মর্মান্তিক। ১৯৪২ সালে তিনি অসুস্থ হযে.পড়েন। তিনি কথা ও লেখার ক্ষমতা হারান। তাঁর স্ত্রী প্রমিলা দেবী তাঁর সেবায.জীবন উসর্গ করেন। ১৯৭৬ সালের ঢাকায.তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযাযী. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের মসজিদের পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয। তিনি বাংলাদেশের জাতীয. কবি। তাঁর অসংখ্য কবিতা ও গান বাঙালির মননে চিন্তনে চির অধিষ্ঠিত। নজরুলের অমর সৃষ্টি আজও আমাদের মানবতা, সাম্যবাদ ও ধর্মীয.সম্প্রীতির পথ দেখায।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল

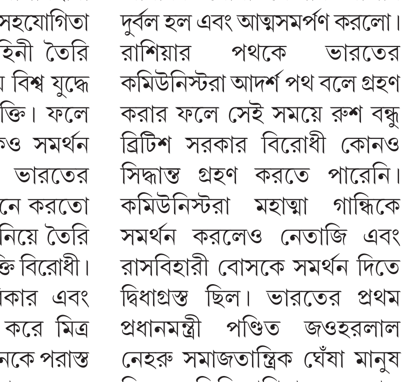

কলকাতায় বেশ কয়েকটি মিউজিয়াম রয়েছে যা জগত বিখ্যাত বলা যেতে পারে। সেই মিউজিয়াম দেখতে বহু বিদেশি কলকাতায় এসে থাকেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য হল কলকাতায় অবস্থিত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। কলকাতা ময়দানে এটি অবস্থিত। রানি রাসমণির জমিদারী ছিল। এখানেই তৈরি করা হয়েছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। রানি ভিক্টোরিয়ার নামকে স্মরণ করে। ১৯০৬ সাল তেকে শুরু করে ১৯২১ সালের মধ্যে এটি সমাপ্ত করা হয়। ১৮৭৬ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত রানি ভিক্টোরিয়া ভারতের সাম্রাজ্ঞী ছিলেন। ৬৪ একর বাগানের মধ্যে এই ভিক্টোরিয়া হলটি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ১৯০১ সালে লর্ড কার্জন এই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরি করা কথা ভেবেছিলেন। তিনি আবার তাজমহলকে সংস্কার করেছিলেন। রানি ভিক্টোরিয়ার নামে স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করতে সেই সময়ে এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়েছিল স্বদেশি রাজা এবং জমিদাররা। ১৯০৬ সালে লর্ড ওয়েলসের নতুন প্রিন্স এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। মেসার্স মার্টিন অ্যাণ্ড কোম্পানি এটি নির্মাণ করে। ১৯১২ সালে কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানি চলে যায়। তারপরে ১৯২১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ভবনটি সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। ভিক্টেরিয়া মেমোরিয়াল হলে ২৫টি গ্যালারি রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রাজকীয় গ্যালারি, জাতীয় নেতার গ্যালারি, প্রকৃতি গ্যালারি, কেন্দ্রীয় গ্যালারি, প্রতিকৃতি গ্যালারি, ভাস্কর্য গ্যালারি, অস্ত্রাগার গ্যালারি এবং নতুন কলকাতা গ্যালারি রয়েছে। এখানে বহু দুর্লভ চিত্র রয়েছে তা সারা বিশ্বের কোথাও নেই। ৬৪ একর জুড়ে একটি সুন্দর বাগান রয়েছে যা কলকাতার আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। রাতের বেলায় লাইট অ্যাণ্ড সাউন্ড দিয়ে নেতাজির জীবন কাহিনী থেকে শুরু করে কলকাতার অতীত ইতিহাসের কথা দর্শকদের দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা তৃণমূলের, প্রয়াত বিধায়কের কন্যার উপরেই আস্থা মুখ্যমন্ত্রীর

দেবাশিস কংশবণিক, কালীগঞ্জ, ২৭ মে ঃ দেশের চার রাজ্যের পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রে

উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৯ জুন। এই রাজ্যের একমাত্র কেন্দ্র কালীগঞ্জ। সম্প্রতি নাসিরউদ্দিন আহমেদের প্রয়াণে কালীগঞ্জে শূন্য হওয়া ওই আসনে তাঁর কন্যা আলিফা আহমেদকে প্রার্থী করল তৃণমূল। মঙ্গলবার সকালে তৃণমূলের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়। নদীয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেস। উপনির্বাচনে ওই কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে প্রয়াত বিধায়ক নাসিরউদ্দিন আহমেদের কন্যা আলিফা আহমেদকে। আলিফা এর আগে কালীগঞ্জ থেকে জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। বর্তমানে প্রাক্তন। নাসিরউদ্দিনের প্রয়াণে শূন্য হওয়া আসন কালীগঞ্জে তাঁকে প্রার্থী করল তৃণমূল। কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে উপর্যুপরি ২০১১ ও ২০২১ সালে জয়ী হয়েছিলেন আলিফার পিতা নাসিরউদ্দিন আহমেদ । মঙ্গলবার সকালে তৃণমূলের তরফে সাংবাদিক বৈঠকে সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার জানান, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রয়াত বিধায়ক নাসিরউদ্দিন আহমেদের কন্যা আলিফাকে কালিগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে প্রার্থী করা হচ্ছে। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে নাসিরউদ্দিন আহমেদ তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রায় ৪৭ হাজার ভোটে পরাজিত করে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এবারেও রেকর্ড ব্যবধানে জিতবে বলে আশাবাদী তৃণমূল। জয়প্রকাশ বলেন, আলিফা এর আগে কালীগঞ্জের একটি আসন থেকে জেলা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাই আলিফাকে রাজনীতিতে নবাগত বলা যাবে না। প্রয়াত বিধায়ক নাসিরুদ্দিনের হাত ধরে তিনি স্থানীয় বহু উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। জাতি -ধর্ম - নির্বিশেষে কালীগঞ্জের সমস্ত মানুষ আলিফাকে চেনে ও ভালোবাসে। বাবার মতো আলিফাও বড় ব্যবধানে জয়লাভ করবে। তৃণমূলের কৃষ্ণনগর উত্তর সংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান রুকবানুর রহমান বলেন, জয় নিয়ে আমরা ভাবিত নই। বাবার মতই আলিফাও বড় ব্যবধানে জয়লাভ করবে। অপরদিকে পিছিয়ে নেই বিরোধীরাও। তারাও প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। তৃণমূল সূত্রের খবর, নদীয়া জেলায় প্রয়াত পিতা নাসিরউদ্দিনের সঙ্গে বিভিন্ন সময় বহু রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন। এ বার সেই আলিফাকে উপনির্বাচনের প্রার্থী করল তৃণমূল। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কালীগঞ্জ থেকে তৃণমূলের টিকিটে জিতেছিলেন নাসিরুদ্দিন। ঘনিষ্ঠমহলে তিনি পরিচিত ছিলেন 'লাল' দা নামে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে নিজ বাসভবনে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন নাসিরউদ্দিন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার। প্রয়াণকালে বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর তিন মাস বিধায়কহীন রয়েছে কালীগঞ্জ বিধানসভা। নির্বাচন কমিশনের সূত্রের খবর আগামী ১৯ জুন উপনির্বাচন ও ভোটগণনা ২৩ জুন।

নতুন পোর্টাল চালু থানাগুলিতে

কলকাতা, ২৭ মে ঃ রাজ্য পুলিশ থানাগুলির মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান আরও দ্রুত ও কার্যকর করতে একটি নতুন পোর্টাল চালু করতে চলেছে। 'ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' বা সংক্ষেপে এলআইএমএস নামে নতুন এই পোর্টালে মামলার তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ঠিকানা বা অন্যান্য তথ্য সহজে সংগ্রহ করা যাবে। এতে মামলার নিস্পত্তির গতি অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত এই ধরনের তথ্য পেতে থানাগুলিকে আলাদা করে ফ্যাক্স, ফোন বা ই-মেল করতে হত। যার ফলে অনেক সময় তথ্য সংগ্রহে বিলম্ব হত। এলআইএমএস চালু হলে সেই সমস্যা অনেকটাই কাটবে। এই পোর্টালের আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, কোনও একটি থানা প্রয়োজনে রাজ্যের একাধিক থানাকে একসঙ্গে ট্যাগ করতে পারবে। যেসব থানাকে ট্যাগ করা হবে, তাদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে তদন্তের ক্ষেত্রে সময় বাঁচবে এবং আন্ত ঃথানা সমন্বয়ের অভাবও দূর হবে বলে আশা করা হচ্ছে। রাজ্য পুলিস ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় আধিকারিকদের এই পোর্টাল ব্যবহারে দক্ষ করে তুলতে প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

ছোটো শান্তিনিকেতন-এ মুম্বাইয়ের টেরাকোটা শিল্পীদের মিলনমেলা

স্বপন কুমার দাস, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৭ মে ঃ এ যেন ছোটো শান্তিনিকেতন। বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পীরা যেমন উঠে এসেছেন বোলপুরের শান্তিনিকেতন থেকে তেমনই গোবরডাঙার ছোটো শান্তিনিকেতন-এ আবাল বৃদ্ধ বনিতারা পাঠ নিয়ে চলেছেন মাটির কাজের। যা শুরু হয়েছিল প্রায় ৫ হাজার বছর আগে থেকে। মাটি নিয়েই খেলা, আর এই মাটির মা এবং তার সন্তানের চিন্তাভাবনাকে টেরাকোটার মাধ্যমে প্রাগৈতিহাসিক ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে রূপ দিতে বসেছে মাটির মেলা। শিল্পী তার চিন্তাভাবনাকে সুদূর প্রসারিত করতে কেউ তৈরি করেছেন শব্দের দেবতাকে অন্য রূপ দিতে, আবার কেউবা ব্রহ্মলিপিকে টেরাকোটার আঁধারে নিয়ে আসতে। জীবন যে বিভিন্ন সিঁড়ির মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে উঠে প্রতিষ্ঠা পায় তারপর জীবনান্তে আধ্যাত্মিকতায় বিলীন হয়ে যাওয়া--- এরকমই চিন্তাভাবনা উঠেছে কোনো শিল্পীর টেরাকোটা কাজে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বাসিন্দারা যারা নানা পেশায় লব্ধ প্রতিষ্ঠিত তারা গোবরডাঙায় থ্রি এস টুডিওয় চার দিনের জন্য মিলিত হয়েছেন একটি ওয়ার্কশপে। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত চিত্রকর তথা ভাস্কর্য শিল্পী রতন সাহা প্রতিষ্ঠিত

মুম্বাইয়ের আর্টিয়ার্ড ফাউন্ডেশন ২৩৮ জনকে নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এই সংস্থার ১৫ জন সদস্য নিজেদের ভাব আদান-প্রদানের জন্য একটি ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে মিলিত হন গোবরডাঙার ভূমিপুত্র সৌমেন কর প্রতিষ্ঠিত থ্রি এস স্টুডিওয়। ওয়ার্কশপের শেষে হয় মাটি পোড়ানোর কাজ অর্থাৎ ফায়ারিং। আগামী ২৮ মে কলকাতার আলিপুরে ওয়ার্কশপের শিল্পকলা গুলিকে প্রদর্শন করা হবে। সেই সঙ্গে থাকছে শিল্পীদের চিন্তাভাবনার মিশেলে আলোচনা।

সরকারী অর্থে চলা হাসপাতাল আধুনিকীকরণের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে এলেন দুই বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, হিঙ্গলগঞ্জ, ২৭ মে ঃ উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি গ্রামীণ হাসপাতাল, এই

হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার সন্দেশখালি সহ হিঙ্গলগঞ্জের একাংশের মানুষ। তিরিশ টি শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালে পর্যাপ্ত চিকিৎসক ছিল না। ছিলোনা প্রসূতি বিভাগও। অধিকাংশ রোগীকে এবং গর্ভবতী মহিলাদের বসিরহাট অথবা কলকাতার সরকারি কিংবা বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হতো। এলাকার মানুষের বহুদিনের দাবি ছিল এই খুলনা হাসপাতালকে আধুনিককরণ করতে হবে। সন্দেশখালির মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রেখে গত ৩০ ডিসেম্বর সন্দেশখালির জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন এই খুলনা হাসপাতালকে আধুনিকীকরণ করা হবে। পাশাপাশি প্রসূতি বিভাগ চালু করার প্রতিশ্রুতিও দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘোষণা অনুযায়ী ১৯ মার্চ আট কোটি টাকা বরাদ্দ হয় এই হাসপাতালের আধুনিকরণের খাতে। ষাট শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে রুপান্তরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তার পরই বরাদ্দকৃত টাকায় শুরু হয় হাসপাতাল আধুনিককরনের কাজ। কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সোমবার খুলনা হাসপাতালে উপস্থিত হন সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো এবং হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক দেবেশ মন্ডল । হাসপাতালে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি রোগী এবং রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলেন তারা। আরও কি কি বিষয়ে মানোন্নয়ন দরকার, কী সমস্যা আছে তা নিয়ে আলোচনা করেন। পুরো বিষয়টি লিখিতভাবে নিয়ে যান তারা। পরবর্তীতে জেলাশাসক ও স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক সাথে হাসপাতাল নিয়ে দুই বিধায়ক পর্যালোচনা করবেন বলে জানান তারা। পাশাপাশি বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশনে বিষয়গুলি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথেও কথা বলবেন বলেও জানান তারা। মুখ্যমন্ত্রীর ঐকান্তিকতায় ইতিমধ্যে এই হাসপাতালে চিকিৎসকের সংখ্যা বেড়েছে। আগামীতে আরও স্টাফ বাড়বে। সবমিলিয়ে সন্দেশখালির মানুষ কে আরো উন্নততর স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ কে বাস্তবায়িত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের পর্যালোচনার জন্য তাদের এই পরিদর্শন জানান বিধায়ক দ্বয়।

জামাইষষ্ঠীর আগে কদর বেড়েছে বেতের তৈরি হাতপাখার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ মে ঃ বৈদ্যুতিন যুগেও কদর হাতপাখার। সারা বছর হাতপাখার চাহিদা না থাকলেও বছরের এই সময় ব্যাপক চাহিদা থাকে এই হাত পাখার। তাই এই হাতপাখার চাহিদার ফলে সারাদিন ব্যস্ততা দেখা দেয় এই হস্তশিল্পীদের। তবে এই ব্যস্ততা শুধুই জামাইষষ্ঠীর প্রাক্কালে। মূলতঃ জামাইদের আদর করতে উপহার হিসেবে দেওয়া হয় হাতের তৈরি একাধিক জিনিসপত্র। জামাইষষ্ঠীর পুজোতে এই হাতপাখা দিয়ে জামাইদের বাতাস করে থাকেন শ্বাশুড়ি মায়েরা। তালের পাশাপাশি বেতের তৈরি হাতপাখারও ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বাজারে। তাই জামাইষষ্ঠীর আগে বাঁশের বেত দিয়ে তৈরি হাতপাখা বানাতে ব্যস্ত হস্তশিল্পীরা। জামাইষষ্ঠীর আগে মালদা জেলাজুড়ে কদর বেড়েছে এই বেতের তৈরি হাতপাখার। বাড়ির ছোট থেকে শুরু করে বয়স্করা সকলেই মিলে হাতপাখা বানাতে ব্যস্ত সারাদিন। রঙিন আলতা মাখিয়ে সাজান হয় এই হাতপাখা। সারাদিনে প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ হাতপাখা তৈরি করেন বাড়ির সকলে মিলে। বর্তমানে ব্যাপক চাহিদার ফলে সারাদিন এই কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় হস্তশিল্পীদের। এক হস্তশিল্পী জানান, মরসুম অনুযায়ী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম কাজ করতে হয়। এখন জামাইষষ্ঠী পুজো তাই হাত পাখা বানাতে হচ্ছে। পাইকারদের অর্ডার মত হাত পাখা বানাতে হয়। অর্ডার না থাকলে আবার অনেক সময় খালি বসে থাকতে হয়। বর্তমান প্রযুক্তির কারণে শুধু পুজোর ক্ষেত্রেই এই হাত পাখা ব্যবহার করা হয়। বর্তমান আধুনিক যুগে বদলেছে একাধিক প্রযুক্তি। উন্নত হয়েছে একাধিক ব্যবস্থা। যার ফলে কদর কমেছে হাতের তৈরি জিনিসপত্রের। তবে এখন শুধু পুজোর সময় ব্যবহার হয় হাতের তৈরি জিনিসপত্র।

ভারত সংস্কৃতি উৎসবে মালয়েশিয়া গিয়ে মন জয় করল বর্ধমানের প্রতিযোগীরা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৭ মে ঃ গত ২০২৪ সালের ১৮ থেকে ২২ ডিসেম্বর বর্ধমান শহরের টাউনহল প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় ভারত সংস্কৃতি উৎসব - ২০২৪। ওই উৎসবে নিক্কণ নৃত্য শিক্ষায়তনের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী প্রতিযোগীরা হাই কমিশন অফ ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় মালয়েশিয়ায় মিনিস্ট্রি অফ কালচারের এর তত্ত্বাবধানে 'হিন্দুস্থান আর্ট অ্যান্ড মিউজিক সোসাইটি'র দ্বারা পরিচালিত ও আয়োজিত ভারত সংস্কৃতি উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ভারত সংস্কৃতি যাত্রায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। সেই যাত্রার অংশ হিসেবে চলতি বছরের ২৩ মে নিক্কণের পাঁচজন নৃত্যশিল্পী সুব্রতা দাস, সোমা

মুখার্জী, বৈশালী নাগ, রিয়া দাস ভৌমিক ও সুস্মিতা ঘটক নৃত্যগুরু কাকলি কেশের তত্ত্বাবধানে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের শান্টানন্দ অডিটোরিয়ামে - আয়োজিত নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং রবীন্দ্রনৃত্য গ্রুপ ডান্স, রবীন্দ্রনৃত্য ডুয়েট ড্যান্স, রবীন্দ্রনৃত্য শোলো ড্যান্স ও সেমি ক্লাসিক্যাল ড্যান্স বিভাগে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ভারতীয় নৃত্যশৈলী ও সংস্কৃতিকে বিদেশের মাটিতে সফলভাবে তুলে ধরতে পেরে নিক্কণ গর্বিত ও সম্মানিত। ভারত সংস্কৃতি যাত্রায় অংশ গ্রহনকারী রিয়া দাস ভৌমিক ভারত সংস্কৃতি উৎসবের সাধারণ সম্পাদক তথা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন তবলা বাদক পন্ডিত প্রসেনজিত পোদ্দার এবং নিক্কন নৃত্য শিক্ষায়তনের নৃত্যগুরু কাকলি কেশ কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ভারত সংস্কৃতি যাত্রায় অংশ গ্রহন করতে পেরে তারা খুবই আপ্লুত। বর্ধমানের মত মফস্বল শহরের একটি নৃত্যশিল্পী হিসাবে মালয়েশিয়ায় গিয়ে ভারতের সংস্কৃতিকে উপস্থাপনা করার সুযোগ করে দিয়েছে ভারত সংস্কৃতি উৎসব। সেখানে গিয়েও তারা যে সফলতা অর্জন করতে পেরেছেন তা ভবিষ্যতে তাদের আরও অনুপ্রেরণা দেবে।

জমি দখলকে কেন্দ্র করে গুলিবিদ্ধ ১, ধৃত ৪

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৭ মে ঃ জমি দখলকে কেন্দ্র করে সোমবার গভীর রাতে হরিহরপাড়া থানার নাজিদপুর পূর্বপাড়া এলাকায় বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ হয় নাজিমুদ্দিন শেখ ওরফে কালু নামে এক তৃণমূল কর্মী। ঘটনার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। রাতেই পুলিশ পৌঁছে ঘটনার সঙ্গে জড়িত চারজনকে গ্রেফতার করে। জানা গেছে, জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকদিন ধরেই ঝামেলা চলছিল তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে।

Notice

I, Shova Khanra w/o Gobinda Khanra of 816 Dineshpally, P.O. Purbaputiary, P.S. Regent Park , Kolkata 700093, purchased a land of 01 Kh 04 Ch under Mouza Bansdroni, J.L. No. 45, R.S. Dag No. 1057, R.S. Khatian 169, by Registered Bengali Sale Deed, Deed No. 4869/2008 from Power of Attorney holder Rina Talukdar w/o Arun Talukdar, POA No. 455/2004

If anybody has any objection on mutation of said land, please inform office of BL&LRO, Kolkata, KMC Building, Room No. 328, 5, S.N. Banerjee Road, Kolkata – 700013, in written/ email bllroatm@gmail.com, within one month from the date of this advertisement.

Notice

I, Soma Dutta w/o Amar Dutta of 113 New Govt. Colony, P.O. & P.S Regent Park , Kolkata 700070, purchased a land of 02 kh under Mouza Ramjibanpur, J.L. No. 134, R.S. Dag No. 234, L.R. Dag No. 260, R.S. Khatian 59, L.R. Khatian No. 215 by Registered Bengali Sale Deed, Deed No. 1904/2019 from my vendor Tulu Gayen. Tulu Gayen purchased said land from Power of Attorney holder Bhabananda Mal s/o Kunja Bihari Mal, POA No. 99/1996

If anybody has any objection on mutation of said land, please inform office of BL & LRO, Kolkata, KMC Building, Room No. 328, 5, S.N. Banerjee Road, Kolkata – 700013, in written/ email bllroatm@gmail.com, within one month from the date of this advertisement.

NOTICE INVITING E-TENDER FOR WORK CONTRACT:-

KEORADANGA GRAM PANCHAYAT Invites Online / e-Tender for **(i) N.I.eT. No. 386/ KGP/BISH-I/2025, Dated: 21/05/2025** for the Construction of 5 (Five) No. of Concrete Covered Drains with Soak-Pit, Fund: 15th CFCG, 2025-2026 1st Instalment (Tied) and (ii) **N.I.eT. No. 390/KGP/BISH-I/2025, Dated: 22/05/2025** for the Construction of New Gram Panchayat Office Building, Fund: 15th CFCG, 2025-2026 1st Instalment (Untied). Both of the N.I.eT.s' Online Bid Submission date closes on **31.05.2025 till 12.00 Noon.** For further details please contact physically with the undersigned. Keorandanga G. P

Sd/-
Prodhan
Keoradanga Gram Panchayat
Under Bishnupur-I Dev. Block
Village- Rajakgohalia, P.O.-
Dosatina, South 24 PGS

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ (জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র. নং. ঃ ১; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১১৬৯-২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ২৩.০৫.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** নিশ্চিন্দাপুর স্টেশনে নতুন ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম সহ বিদ্যমান প্যানেল ইন্টারলকিং সিস্টেম প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩২,৯৪,৫৬৯.৬০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৬৫,৯০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৫ মাস। **ক্র. নং. ঃ ২; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১২২৬-২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ২৩.০৫.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই/ ইলেক্ট/জি/সিপি-র আওতাধীনে বৈদ্যুতিক সাধারণ পরিষেবাগুলির জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ সরঞ্জাম এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক সম্পদের ব্রেকডাউন/রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৯,৪১,৩৩০.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩৮,৮০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **ক্র. নং. ঃ ৩; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১২২৫ - ২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ২৩.০৫.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** ০২ (দুই) বছরের জন্য শিয়ালদহ ডিভিসনে এলএইচবি ধরনের রাজধানী, দুরন্ত, পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস ও অন্যান্য এলএইচবি ট্রেন যার প্যান্ট্রি কার রয়েছে সেই প্যান্ট্রি কার-এর দৈনন্দিন ভিত্তিতে বৈদ্যুতিক প্যান্ট্রি যন্ত্রপাতিগুলি এবং প্যান্ট্রির অধীনস্থ সরঞ্জামসমূহ পরিষ্কার করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২০,২২,০৩০.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪০,৫০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৪ মাস। **ক্র. নং. ঃ ৪; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি -১২২৯ - ২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ২৩.০৫.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনে হেল্থ ইউনিটের উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩২,৯৫,৮৪০.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৬৫,৯০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **ক্র. নং. ঃ ৫; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি -১২২৮ - ২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ২৩.০৫.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** কোয়ার্টার্স, রাস্তার খুঁটি প্রভৃতিতে স্ট্যান্ডার্ড আর্থিং-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৩,৬৬,৯১৯.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৬৭,৩০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৮ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টোর পরে। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ০২.০৬.২০২৫ তারিখ। বিস্তারিত টেন্ডার নোটিস এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী যে ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in**। SDAH-65/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

হাওড়া পৌরনিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ / ১২ / ১৩, ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
দেখুন www.hmcgov.in
সংরক্ষণ বিভাগ

সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এইচএমসি নীচে প্রদত্ত প্রস্তাবের জন্য অনুরোধ (আরএফপি) আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আগ্রহী অংশগ্রহণকারীদের বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি, পি.টি., আইটিআর, ট্রেড লাইসেন্স এবং শংসাপত্র সহ প্রস্তাব জমা দিতে হবে।

ক্রম নং.	কাজের নাম	আরএফপি নোটিশ নং এবং তারিখ
১	আবর্জনা সংগ্রহের জন্য পাঁচ বছরের জন্য ৪টি ব্যাক-হো লোডার এবং ২টি ৬ চাকার ডাম্পার ব্যবহারের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।	মেমো নং. ০৮/কনস্./২৫-২৬ তারিখঃ ২২.০৫.২০২৫
২.	এইচএমসির উত্তর অঞ্চলের পেরিফেরাল এক্তিয়ারের মধ্যে পাঁচ বছরের জন্য আবর্জনা সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত ১৬ নম্বর ৩৩ কাম ক্ষমতার ডিজেল হপার টিপার ডাম্পারের পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ।	
৩.	এইচএমসির দক্ষিণ অঞ্চলের পেরিফেরাল এক্তিয়ারের মধ্যে পাঁচ বছরের জন্য আবর্জনা সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত ১০টি ৩.৩ কাম ক্ষমতার ডিজেল হপার টিপার ডাম্পারের পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ।	
৪.	এইচএমসির কেন্দ্রীয় অঞ্চলের পেরিফেরাল এক্তিয়ারের মধ্যে পাঁচ বছরের জন্য আবর্জনা সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত ১৬ নম্বর ৩.৩ কাম ক্ষমতার ডিজেল হপার টিপার ডাম্পারের পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ।	
৫.	পাঁচ বছর ধরে আবর্জনা সংগ্রহের জন্য ৭টি ট্রাক্টর এবং ২০টি ট্রেলার পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ।	

দরপত্র জমার শেষ (অনলাইন) তারিখঃ ৩০.০৬.২০২৫ সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত
অনুগ্রহ করে দেখুনঃ www.myhmc.in
৪৭(৩)/২৫-২৬
২৭.০৫.২৫
সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এম_আরএসপি_আইসিএফ_ট্রলি_স্ক্র্যাপ২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **স্থান সহ কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** আইসিএফ বগিগুলিকে নিমপুরা ওয়াগন ডিপো থেকে খড়গপুর ক্যারেজ/ওয়াগন শপ (ওয়ার্কশপ)-এ অথবা বিপরীত অভিমুখে পরিবহন এবং বর্জ্য পদার্থগুলিকে নিমপুরা ওয়াগন ডিপোর নির্দিষ্ট স্থান থেকে আদিরামপত্তনম-এ স্ক্র্যাপ ইয়ার্ক এমকেটি-এ কেবলমাত্র পরিবহন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৬৪,০৯,১৬৯ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,২৮,২০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৭.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং বিশদ www.ireps.gov.in দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখঃ** ০৩.০৬.২০২৫। উপরোক্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিটি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে সিনি. ডিএমই/কেজিপি-এর কার্যালয় কর্তৃক ২৬.০৫.২০২৫ তারিখে আপলোড করা হয়েছে বলে এতদ্দ্বারা প্রত্যয়িত করা হচ্ছে। **(PR-211)**

TENDER NOTICE

Executive Officer, Suti-I Panchayat Samity invites sealed tender for: 1. **NIT No:- 33/ 15th FC/25/PS., under 15th FC, vide Memo No: 310(38)/Eng./PS., Dated: 27.05.2025,** Total No. of Scheme 10 (Ten) nos. Last date of Application: **03.06.2025 upto 3.00 PM.** Details visit the website **https://wbtenders.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Executive Officer, Suti I Panchayat Samity.

Executive Officer
Suti-I Panchayat Samity
Ahiran, Murshidabad

Mathew Easow Research Securities Ltd.

Regd. Off.: 128, Rashbehari Avenue, Rajkamal Building, 1st Floor, Kolkata - 700 029 Email : mers.ltd@gmail.com , Website : www.mersl.co.in
CIN - L74910WB1994PLC064483

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

(₹. in Lacs)

Sl. no	Particulars	Quarter Ended 31.03.25 (Audited)	Quarter Ended 31.12.24 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.24 (Audited)	Year Ended 31.03.25 (Audited)	Year Ended 31.03.24 (Audited)
1	Total Income from operations	60.81	83.47	1,268.44	266.52	1,454.19
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1.66	2.76	3.38	11.16	8.22
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.66	2.76	3.38	11.16	8.22
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.60	1.76	2.15	8.30	6.02
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1.60	1.76	2.15	8.30	6.02
6	Equity Share Capital	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)				752.82	744.52
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic: ₹	0.02	0.03	0.03	0.12	0.09
	Diluted: ₹	0.02	0.03	0.03	0.12	0.09

Notes:

1. The above financial results which have been prepared in accordance with (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act , 2013 and Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated July 5, 2016, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on May, 27, 2025 and the audited results for the year ended March 31, 2025 have been duly audited by the statutory auditor of the company.
2. The Company is engaged in providing assistance to Corporate Bodies through Syndication of loans from various Bodies Corporate/Banks and Financial Institutions. In term of Ind AS 108 "Operating Segment", the Company has one business segment i.e. Financing Activities and related products and all other activities revolve around the said business.
3. Figures for the last quarter are balancing figures between Audited Figures in respect of full financial year and the un-audited published year to date figures upto the third quarter of the finance year.
4. The financial results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and the Company's website at www.mersl.co.in.
5. Previous year's/period's figures have been re-grouped / rearranged wherever necessary.

For Mathew Easow Research Securities Limited
Sd/-
Bada Nand Choudhary
Director
(DIN -00080175)

Place : Kolkata
Date : 27.05.2025

আমমোক্তারনামা

লায়েম সেখ, পিতা- সবুর সেখ, সাং- অনুপপুর, পোঃ- রমনা সেখদিঘী, থানা- সাগরদিঘী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০১৬ সালে Book-IV, 403 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) আতিকুল সেখ, ২) **সাফিকুল আলম** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১২৪ নং প্রসাদপুর মৌজাস্থিত এল. আর. ৬১, ৬১ / ৬৩৮ নং দাগের এল. আর. ২৫৬ / ১, ৪৫২ নং খতিয়ানের মোট ১৪ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L.& L.R.O. RAGHUNATHGANJ-1 অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

নিউ কোচবিহার - গোলকগঞ্জ ট্র্যাকের সম্পূর্ণ ব্যালাষ্টিং

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ২৩/ডব্লিউ-২/ এপিডিজে তারিখঃ ২৩-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ০৯-এপি-I-২০২৫। কাজের নামঃ** নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ - ট্র্যাকের সম্পূর্ণ ব্যালাষ্টিং- ১৬.৫০ কিলোমিটার। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৯১,৬২,৪৭৯.৯১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৪৫,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৩-০৬-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় এবং **খোলা হবে ১৩-০৬-২০২৫** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্ক্স), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

BFM INDUSTRIES LIMITED

Regd.Office : 1, Ramesh Mitra Road, Third Floor, Kolkata - 700 025; Phone: 9007077041; Fax: 033-22420588; Email id : bfmiltd@gmail.com; Website : www.bfmind.com; CIN: L65993WB1918PLC000947

৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের হিসাব (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৫	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৪	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৫	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৪
১.	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	২.৭০	(৯.৬৯)	১১.৭১	১৮.৪৫
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম)	(৩.২৩)	(৩.৩৪)	(৩৫.৭৩)	(০.১৭)
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / বা অসাধারন আইটেমের পরে)	(৩.২৩)	(৩.৩৪)	(৩৫.৭৩)	(০.১৭)
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ (কর পরে, ব্যতিক্রমী পরে এবং / অথবা অসাধারন আইটেম)	(৩.২৩)	(২.৯৪)	(৩৫.৭৩)	(০.১১)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)	৪৪৩০.৬৮	১২৫৯.৭৩	১৭৮৩৪.৭৩	২৮৫৫.৮২
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	
৭.	সংরক্ষণ (পূর্ব বছরের ব্যালেন্স শিটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে)	২৬৮৫৩ ৯৮	৯০১৯.২৫	২৬৮৫৩ ৯৮	৯০১৯.২৫
৮.	প্রতি ইকুইটি শেয়ারের আয় (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের) (অসাধারণ আইটেমের আগে) মূল	(১.০৮)	(০.৯৮)	(১১.৯১)	(০.০৪)
	মিশ্র	(১.০৮)	(০.৯৮)	(১১.৯১)	(০.০৪)
৯.	প্রতি ইকুইটি শেয়ারের আয় (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের) (অসাধারণ আইটেমের পরে) মূল	(১.০৮)	(০.৯৮)	(১১.৯১)	(০.০৪)
	মিশ্র	(১.০৮)	(০.৯৮)	(১১.৯১)	(০.০৪)

দ্রষ্টব্যঃ
উপরে SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস।
অর্ধবার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ www.bfmind.com এ।

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
স্বা /-
সুশীল কুমার বান্থিয়া
সার্বক্ষণিক পরিচালক
DIN:00555169

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৭ ।০৫ ।২০২৫

কিলবার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
CIN: L24232WB1987PLC 042956
রেজি অফিস ঃ ইউনিট নং. ১৯০১, ১৯ তলা, বায়োওয়ান্ডার- ব্লক 'এ', ৭৮৯
আনন্দপুর কলকাতা- ৭০০ ০১৭, টেলিঃ ০৩৩-৬৯০৪ ৫৭০০
ইমেলঃ cs@kilburnengg.com ওয়েবসাইট ঃ www.killburnengg.com

কিলবার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি

'দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড' ('সিএসই') থেকে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার স্বেচ্ছায় তালিকাভুক্ত করার বিষয়ে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইক্যুইটি শেয়ার ডিলিস্টিং) রেগুলেশন, ২০২১ (এরপর থেকে ' ডিলিস্টিং রেগুলেশন' হিসাবে উল্লেখ করা হযেছে) এর রেগুলেশন ৬(১)(সি) মেনে এই পাবলিক ঘোষণা করা হচ্ছে। বর্তমানে কোম্পানির শেয়ারগুলি স্বীকৃত স্টক এক্সচেঞ্জ, অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড এবং সিএসই উভযেই তালিকাভুক্ত। বুধবার, ২১ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় কোম্পানির শেযারের সামগ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস এবং কোম্পানির দ্বারা নির্ধারিত স্থায়ী ব্যয় নিয়ন্ত্রণের কারণে সিএসই থেকে কোম্পানির শেয়ার ডিলিস্টিং অনুমোদন করা হয়েছে। কোম্পানির শেয়ারগুলি বিএসই লিমিটেডে তালিকাভুক্ত থাকবে, যা একটি স্বীকৃত স্টক এক্সচেঞ্জ যার দেশব্যাপী ট্রেডিং টার্মিনাল রয়েছে।

এই নোটিশ অনুসারে যদি শেয়ারহোল্ডারদের কোনও প্রশ্ন বা আপত্তি থাকে, তাহলে তারা 'cs@kilburnengg.com' ইমেল ঠিকানায় ইমেল করতে পারেন অথবা ইউনিট নং ১৯০১, ১৯ তলা, বায়োওয়ান্ডার - ব্লক এ, ৭৮৯, আনন্দপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০৭ এই ঠিকানায় তাদের লিখিত প্রশ্ন বা আপত্তি পাঠাতে পারেন।

কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের পক্ষে এবং তার পক্ষে
স্বা /-
রঞ্জিত লালা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 07266678

স্থান- কলকাতা
তারিখ- ২১ মে, ২০২৫

Office of the
Nowpukuria Gram Panchayat
Vill – Dholtikari, P.O. – Makhna
Falta , South 24 Parganas
NOTICE INVITING TENDER No. NOW/GP/118

Sealed Tender is invited from the bonafide resourceful bidders for the execution of the work: Tri Cycle Van. Source of Fund: SBM(G). Last date of submission of Bid on **03.06.2025 up to 11.00 AM**. Bid Opening Date on **06.06.2025 at 11.30 am.** For details please visit the office of the undersigned on working days.

Sd/-Prodhan
Nowpukuria Gram Panchayat

শ্রী তুলসী অনলাইন. কম লিমিটেড

CIN: L99999WB1982PLC035576
নিবন্ধিত অফিস ঃ ৪, এন.এস রোড, ১ম তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০ ০০১
ই-মেইলঃ info@shreetulsionline.com, **ওয়েবসাইটঃ** www.shreetulsionline.com

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ৪১১১ ত্রৈমাসিক এবং বছরের নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার
[সেবি (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন]

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২৫ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২৪ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২০২৫ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২০২৪ পরীক্ষিত
১.	মোট আয়	০.১২	০.১২	০.১২	০.৪৮	০.৪৮
২.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৩.৪৩)	(২.৯০)	(৩.৩৬)	(১৫.৪৬)	(১৫.৩৬)
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৩.৪৩)	(২.৯০)	(৩.৩৬)	(১৫.৪৬)	(১৫.৩৬)
৪.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৩.৪৩)	(৩৩.৮৭)	(৩.৩৬)	(৪০.৩৯)	(১৫.৭৯)
৫.	এই সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [এই সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পরে) অন্তর্ভুক্ত]	(৩.৪৩)	(৩৩.৮৭)	(৩.৩৬)	(৪০.৩৯)	(১৫.৭৯)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৩৩৬.২৬	২৩৩৬.২৬	২৩৩৬.২৬	২৩৩৬.২৬	২৩৩৬.২৬
৭.	সংরক্ষণ (পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	(২০৯০.৩৭)	(২০৯০.৯৮)
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয়) মূল এবং মিশ্র	(০.০১)	(০.১৪)	(০.০১)	(০.১৭)	(০.০৭)

মন্তব্যঃ
উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যেমন www.bseindia.com এবং www.cse-india.com। একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায় www.shreetulsionline.com।

বোর্ডের আদেশানুসারে,
শ্রী তুলসী অনলাইন.কম লিমিটেডের জন্য
বিনোদ কুমার বড়রা
এমডি ও সিইও
DIN No.:00780848

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৭ মে, ২০২৫

ভ্রমণ

সাইকেলে চেপে আর্জেন্টিনা ভ্রমণ

আর্জেন্টিনায় পা রাখার আগে কল্পনায় ছিল ফুটবল, আন্দিজ পর্বত কিংবা বুয়েনস এইরেসের দৃষ্টিনন্দন অট্টালিকার কথা। ভাবতাম, লোকালয় বা জনপদে দেখব, সকাল-বিকেল-রাত সবাই ফুটবল খেলছে। আমি দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে দেখতে হয়তো বলবনিউমের উন আর্জেন্টিনা। কিন্তু না, এসব কিছুই হয়নি। বরং আমি ছিলাম পাতাগোনিয়ার নির্জন উপত্যকায়, আন্দিজের গা বেয়ে নীরবতায় ঘেরা কাঁটা কম্পাস ধরে আঁকা সরলরেখার মতো সোজা এক রাস্তায়। সামনে-পেছনে কিছুই নেই, শুধু পাথুরে ধুলার ভাসমান রেখা আর গা ছমছমে বাতাস। মাঝেমধ্যে গর্জে ওঠা বিশাল ট্রাক আর দুএকটা গাড়ি চোখে পড়ে। নিমেষেই আবার হারিয়ে ফেলি। তবুও এগিয়ে যাওয়া, শুধু মানুষ দেখব বলে। আন্দিজ পর্বতের কোলে বসে থাকা পাতাগোনিয়া যেন পৃথিবীর এক নিঃসঙ্গ কবিতা। বারিলোচের পূর্ণ নাম হলো সান কার্লোস দে বারিলোচে। বুয়েনস এইরেস থেকে দুই ঘণ্টার বিমানযাত্রা। এটি আর্জেন্টিনার রিও নেগ্রো প্রদেশের পশ্চিমে অবস্থিত একটি পাহাড়ি শহর, আন্দিজ পর্বতমালার পাদদেশে এবং নাহুয়েল হুয়াপি ন্যাশনাল পার্কের ভেতরে অবস্থিত। লেক, পাহাড়, সুইস ঘরানার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য প্রসিদ্ধ বারিলোচে পাতাগোনিয়ার অন্যতম প্রবেশদ্বার। আদর করে যাকে ডাকা হয় সুইজারল্যান্ড অব আর্জেন্টিনা। ট্রেকিং, সাইকেল চালানো, স্কিইং কিংবা লেক সাফারিপ্রকৃতির এক অপার বিস্ময় হয়ে ধরা দেয় এই শহর। বারিলোচে থেকে পূর্বের শহরের নাম ভিয়েদমা। এ শহরেই আমাদের জামাল ভুঁইয়া খেলতে এসেছিলেন সোল দে মায়ো নামের এক ক্লাবে। এ শহরে আসতে আসতে সাইকেল চালাতে চালাতে যে ভূদৃশ্য পার হই, তা যেন এক বিশাল পাথুরে ক্যানভাস, ধুলামাখা হাতে বেলা রুটির মতো এবড়োখেবড়ো যেখানে ঠান্ডা হাওয়া আর বিস্তৃত ফাঁকা আকাশের রং লেগেছে। এখানকার সকালগুলো এতটাই শান্ত, মনে হয় যেন সময় থমকে আছে। দিনের আলো আসতে দেরি করেআমার অভ্যস্ত ভোর পাঁচটায় নয় বরং তখনো চাদের আলোয় ডুবে থাকে চারপাশ, অদূরের পাহাড় আর কুয়াশার লুকিয়ে থাকে ঘুমন্ত জনপদ। যতদূর চোখ যায়, বিস্তীর্ণ শূন্যতা। কোথাও কোথাও দু-একটা গবাদিপশু, কখনো এক-আধটা ট্রাক আর মাঝেমধ্যে অনেক দূরে দূরে খর্বাকৃত গাছের থোক। এই হলো সব। এখানে জনসংখ্যা এতই কম যে দিনের পর দিন সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে মনে হতো, আমি যেন এই পৃথিবীর একমাত্র অভিযাত্রী। সকালের রুটিন অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল কুকুরের ডাক। জোরালো, গভীর, যেন সবাইকে আমার আগমন জানিয়ে দিচ্ছে তারা। আগন্তুকের আবির্ভাব তারা হয়তো ভালো মনে করত না। আলো ফোটার আগে রাস্তায় নেমে যেতাম। গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎই কুকুরের তীব্র ঘেউ ঘেউ, আর সেই আওয়াজ পাহাড় ঘুরে ফিরে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসত আমার কাছে। আমি ভীরু মনে দম বন্ধ করে পা চালাতাম যত না ঠান্ডার কাতরতায়, তার থেকে কুকুরের ভয়ে। এই যাত্রায় বেশ কিছু খুদে শহর, এরা যাকে বলে গ্রাম, দেখা এবং থাকা হয়েছে। তারই একটির নাম কুমালকাম। সেখানে এখনো পুরোনো স্টিম ট্রেন চলে পর্যটনের অংশ হিসেবে। তার কালো ধোঁয়া আর সিটি কল্পনাকে বাস্তবের এক সিনেমার দৃশ্যের মতো মনে হতো। লোহার একটা ব্রিজের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেই ট্রেনের কাঠামো দেখে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে। যেন ইতিহাস উঠে এসেছে অতীত থেকে। পাতাগোনিয়ার রূপ বদলে যায় ধীরে। একসময়ের ধূসর, ধুলামাখা, শুকনা মরুভূমির মতো আবার একসময় ঘাসে ঢাকা সবুজ তৃণভূমির মতো। এর মধ্যে দূরে ‘লিটল হাউজ অন দ্য প্রেইরি’র মতো। কিন্তু আকাশ সর্বদা সুবিশাল বিস্তৃত, মেঘে ঢাকা অথবা একেবারে নির্মল নীল। আর হাওয়া? কখনো সামনে থেকে, কখনো পাশ থেকে আর কখনো পেছন থেকে। একবার আঁকড়ে রাখে তো আবার ছেড়ে দেয়। এই টানাটানি পাতাগোনিয়ার চরিত্র।

ক্লেমেন্তে অর্নেলি নামের এক জায়গায় থাকতে হয়েছে। এখানে ছিল না কোনো থাকার জায়গা। পরের গন্তব্য আরও ৮০ কিলোমিটার। তাই এখানেই থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষ যেহেতু আছে, হয়ে যাবে। একটা স্কুল আছে। আমার স্থানীয় সহযাত্রী আমাদের পরিচয় দেওয়ার পর বেশ খাতির পাওয়া গেল। ক্লাসরুমে ক্যামেরা, মুঠোফোন চার্জের ব্যবস্থা হলো। জনা ১৫ শিশুর কাছে গল্পও বলতে হলো। আর এই স্কুলেই প্রথমবারের মতো একজন আদিবাসীর সঙ্গে দেখা হলো। যার হাতে আরবি আর হিব্রু হরফে লেখা উল্কি ছিল। ভ্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে আমি ছাড়া অন্যজনকে দেখলাম, যার গাত্রবর্ণ অশ্বেত। এই দেশ তার ইউরোপীয় পরিচয়ে গর্বিত কিন্তু এ ধরনের মানুষই যেন তার নিঃশব্দ বৈচিত্র্যের নিদর্শন হয়ে থাকেন। এই মিশ্রতাই যেন বলে দেয়, আর্জেন্টিনা শুধু ইউরোপের উত্তরাধিকার নয়, তার গভীরে অনেক স্তরের ইতিহাস আছে, সব সময় যা চোখে পড়ে না। সাইকেলের পেছনে বাংলাদেশের সাইকেল বাসে উঠতে না দেওয়ায় তিনজন স্থানীয় এগিয়ে এলেন। তাঁরা বাইকসহ আমাকে নিজে গাড়িতে তুলে ভিয়েদমা পৌঁছে দিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা বাংলাদেশের নাম জানতেন, আর বিদায়ের সময় উপহার দিলেন আর্জেন্টিনার পতাকা। সেই মুহূর্তে মনে হলো, পতাকা বদল হয় কিন্তু মানবিকতা হয়তো একই থাকে। মানুষ বলে কথা। যার জন্য আসা এত দূর! পাতাগোনিয়ার রাস্তাগুলো ভয়ংকর নিঃসঙ্গ। দিনের পর দিন শুধু বালু, পাথর আর গর্জন করা বাতাস। কোনো খাবারের দোকান নেই, পানির উৎস নেই, এমনকি ছায়া নেই। চেহারায় একধরনের পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপ্টিক সৌন্দর্য আছে যেনযেখানে শুধু টিকে থাকার লড়াই। বাংলাদেশের গ্রামীণ রাস্তায় যেখানে প্রতি আধা কিলোমিটারে একটা চায়ের দোকান পাওয়া যায়, এখানে তা যেন স্বপ্ন। আর সে জন্যই হয়তো প্রতেক মানুষের মুখ আরও গভীর, আরও ভেতরে গড়া। অবশেষে ১২ দিন পর ভিয়েদমা শহরে পৌঁছলাম। ভাবলাম, এখানে বোধ হয় বাংলাদেশ নিয়ে

পতাকা বেঁধে রেখেছিলাম। ভাবতাম, কেউ থামিয়ে জিজ্ঞেস করবে এই পতাকা কোথাকার? কিন্তু তেমন কিছু হয়নি। কিছু বাইকার, কিছু ট্রাকচালক চোখ মেলেছেন ঠিকই, কেউ কেউ হাত নাড়িয়েছেন। একমাত্র যে গাড়িটি দাঁড়িয়ে কথা বলল, তিনি ছিলেন কানাডিয়ান পর্যটক।

বাংলাদেশে যদি কোনো বিদেশি দেখা যায়, হোক সে সাইকেলে, হোক হেঁটে অবধারিতভাবে কেউ জিজ্ঞেস করবেন, ‘আপনি কোথা থেকে?’ আর হাতে এক কাপ চা ধরিয়ে দেবেন। আর্জেন্টিনায় মানুষ ঠিক ততটাই অতিথিপরায়ণ কিন্তু সেটা অনেকটাই সংযত, কম প্রকাশ্য। খোলা মুখে কথা কম কিন্তু দরকারে পাশে দাঁড়ান মানুষ। যেমন সান আন্তেনিও ওয়েস্তে থেকে ভিয়েদমা যাওয়ার সময় আমার আদিখ্যেতা হবে। হলো না। হয়তো তাঁরা কিছুটা আলাদা।

হতেই পারে। তবে পরিবর্তন আসছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, ফুটবল ফোরামে, এমনকি কূটনৈতিক স্তরেওআর্জেন্টিনা বাংলাদেশকে লক্ষ্য করতে শুরু করেছে। ঢাকায় খুলেছে আর্জেন্টিনার দূতাবাস। একটা বিশাল পদক্ষেপ, ফুটবলের বদৌলতে তৈরি হওয়া এক মহাদেশান্তর সংযোগের প্রথম প্রমাণ। এই ভিন্নতাকে বোঝা আর স্বীকার করাই ছিল আমার আর্জেন্টিনা সফরের সবচেয়ে বড় উপহার। কখনো যদি মনে হয়, ভালোবাসা একপক্ষীয়, তখন মনে রাখতে হবে সংযোগের জন্য সব সময়ই দুই পক্ষের সময় লাগে। আমরা হয়তো আগে এগিয়ে গেছি কিন্তু হয়তো তারাও আসবে একটু সময় নিয়ে।

সমুদ্রেই বসবাস করেই চলে এই মানুষদের জীবন

বাজাউ সম্প্রদায়ের মানুষদের সম্পর্কে প্রথম জানি। সমুদ্রেই তাদের বাস। তাদের নির্দিষ্ট কোনো দেশ নেই। এককথায় সমুদ্রের যাযাবর এসব মানুষ জল আর নীল আকাশের মধ্যে নিজস্ব এক জগতে বাস করে। তাঁরা নাকি হাতে তৈরি কাঠের গগলস পরে কৃত্রিম অক্সিজেন ছাড়াই ১৫ মিনিট পর্যন্ত পানির নিচে অবস্থান করে মাছ ধরতে পারে! তার পর থেকেই নানা সময় বাজাউদের দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছি। গত ঈদুল ফিতরের ছুটিতে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনাটাকে বাস্তব রূপ দেওয়া গেল। দক্ষিণ ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার বোর্নিও উপকূলে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে বাজাউরা। বাজাউদের গ্রামে যাওয়ার বিস্তারিত কোনো দিকনির্দেশনা অনলাইনে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এসব গ্রামে ভ্রমণের কোনো প্যাকেজ ট্যুরও এজেন্সিগুলোর নেই। প্রথমে ফিলিপাইনের ম্যানিলা থেকে বাজাউদের গ্রামে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কয়েক দিনের চেষ্টার পর সেই পরিকল্পনা বাদ দিতে হলো। কারণ, এলাকাটা দুর্গম আর নিরাপত্তাঝুঁকিও আছে। রোমাঞ্চের টানে এই দূর দেশে এসেছি সত্য, কিন্তু নিরাপত্তাঝুঁকি তো আর নিতে পারি না। খোঁজখবর করে জানলাম, মালয়েশিয়ার উপকূলে থাকা বাজাউদের গ্রাম ঘুরে দেখা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। মালয়েশিয়ার অংশে সেমপোরনা অঞ্চলে বোর্নিও উপকূলের আশপাশে তারা বাস করে। এটুকু তথ্যের ওপর ভরসা করে ফিলিপাইন থেকে ৪ এপ্রিল চলে যাই মালয়েশিয়ায় সাবাহ প্রদেশের কোটা কিনাবালুতে। কোটা কিনাবালু থেকে আরেকটি ফ্লাইটে তাওয়াউয়ে। সেখান থেকে দেড় ঘণ্টার ট্যাক্সি জার্নি শেষে সেমপোরনা।

ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া, এই তিন দেশের সীমান্তলাগোয়া জায়গা হওয়ায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা চোখে পড়ার মতো। সেমপোরনা স্কুবা ডাইভিংয়ের জন্য বেশ পরিচিত। ডকের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বাজাউ তরুণ এরোয়ানের সঙ্গে পরিচয়। ৩৫ বছর বয়সী এই তরুণ বুঝে যান, আমি এখানে স্নরকেলিং বা স্কুবা করতে আসিনিএসেছি তাঁর সম্প্রদায়ের গল্প জানার জন্য। এরোয়ানরাও একসময় সমুদ্রে থাকতেন। দেড় দশক হয় ডাঙায় চলে এসেছেন। তবে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের অনেকেই এখনো সাগরবাসী। দিনে ৪০০ রিঙ্গিতের বিনিময়ে আমাকে বাজাউ গ্রামগুলো ঘুরিয়ে দেখাতে রাজি হলেন এরোয়ান। আগে থেকেই গুগল আর্থের স্যাটেলাইট ম্যাপের সাহায্যে কিছু জায়গা পিন করে রেখেছিলাম। তাঁর কাছ থেকে পরে পয়েন্ট করা গ্রামগুলোর নাম জেনে নিলাম।

৫ এপ্রিল এরোয়ানের সঙ্গে ইঞ্জিনচালিত ছোট কাঠের নৌকায় চেপে বসি। **নুসা তেঙ্গাহ গ্রামে**

ইঞ্জিনের নৌকা প্রায় ৩০ মিনিট চলার পর সামনে ভেসে ওঠে কাঠের পিলারের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা ঘর। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এটাই বাজাউদের ভাসমান গ্রাম। দেখতে দেখতেই পৌঁছে যাই নুসা তেঙ্গাহ গ্রামে। ৩০ কি ৩৫টা ঘর নিয়ে এই গ্রাম। প্রতিটি ঘরের বাইরেই বাসিন্দারা বসে আছেন। কেউ কেউ টুকিটাকি কাজ করছেন। মূলত সকালের দিকে মাছ ধরেন তাঁরা। তারপর দিনভর আর তেমন কাজ থাকে না।

এর মধ্যেই এক প্রবীণ এগিয়ে এসে সালাম দিলেন। এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী। নৌকা থেকে নেমে তাঁর ঘরে গিয়ে উঠলাম। সঙ্গে করে কিছু বিস্কুট আর চকলেট এনেছি। বাড়ির বয়স্ক সদস্যদের বিস্কুট দিলাম আর শিশুদের দিলাম চকলেট। উপহার পেয়ে সবাই খুশি। আলাপ জমে উঠল।

প্রবীণ ব্যক্তিটি আমাকে শোনালেন তাঁদের জীবিকা ও মাছ শিকারের গল্প। দেখালেন কীভাবে কাঠের বর্শা দিয়ে মাছ ধরেন তাঁরা। বললেন, আগে তাঁরা ফিলিপাইন অংশে থাকতেন, ২৫ বছর আগে মালয়েশিয়া অংশে এসে বসতি গড়েছেন। এখান থেকে তাঁরা প্রতি শনিবার হাটবারে নৌকা নিয়ে সেমপোরনার বাজারে যান। সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করা শৈবাল আর মাছ বিক্রি করে তেল আর চাল কিনে আনেন।

Name Change

I, Tanmoy Banerjee S/o Tarun Banerjee resident of 162A, Ramkrishna Sarani, Behala, Vivekananda Pally Club, Parnasree Pally S.O. Kolkata, Pin-700060 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declare my daughter's actual name DHEEMAHI BANERJEE instead of DHEMOYE BANERJEE, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, Kolkata on 16/04/2024. DHEEMAHI BANERJEE and DHEMOYE BANERJEE both are the same and one identical person.

Name Change

I, Puja Ghosh (Old Name) D/O-Prokash Ghosh, W/O-Pijush Ghosh, date of birth-09/05/2003, formerly religion Hindu, Presently Islam, residing at Vill- Mahanganj, P.O- Raninagara, P.S- Raninagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin No-742308 do hereby decrale that I have changed my name from Puja Ghosh to Muskan Biswas and hencefort I shall be known as Muskan Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/05/2025 . My name Muskan Biswas & Puja Ghosh both are same and one identical person.

Name Change

I, Pratima Dama (Old Name) D/O-Manikara Dama, date of birth 19/03/2005, formerly religion Hindu, presently Islam, presently residing at Philingibahal, Aulajore Majhapara, Bhasma Sunderghar, Odisha-770022, do hereby decrale that I have changed my name from Pratima Dama to Ayesha Khatun and hencefort I shall be known as Ayesha Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/05/2025 . My name Ayesha Khatun & Pratima Dama both are same and one identical person.

বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানে কৃষক সমাজকে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান ভারতীয় কিষাণ সংঘের

গুয়াহাটি, ২৭ মেঃ বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানে অসমের কৃষক সমাজকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছে ভারতীয় কিষাণ সংঘ। আজ মঙ্গলবার গুয়াহাটির ভরলুমুখে অবস্থিত আলোক ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই আহ্বান জানিয়েছেন ভারতীয় কিষাণ সংঘের অসম প্রদেশ সাংগঠনিক সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত বরা। কৃষ্ণকান্ত বলেন, ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রালয় আগামী ২৯ মে থেকে ১২ জুন (২০২৫) পর্যন্ত দেশজুড়ে ‘বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান’ শীর্ষকএক প্রাক খারিফ কৃষি অভিযান রূপায়ণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশের ৭০০টি জেলার মধ্যে ১ থেকে ১.৫ কোটি কৃষককে কৃষি ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে সজাগ করা। তিনি বলেন, অসমেও এই অভিযানে ২৬টি জেলার ৩,২৫০টি গ্রাম এবং পাঁচ লক্ষাধিক কৃষককে যুক্ত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে কৃষি বিভাগ, আনুষঙ্গিক বিভাগগুলি, বিভিন্ন কৃষিক্ষেত্রের কৃষি বিজ্ঞানীদের নিয়ে ৫২টি গোট গঠন করা হয়েছে। বিশেষ করে খারিফ শস্য উৎপাদনে সহায়ক বহনক্ষম প্রযুক্তির প্রচার, মাটি স্বাস্থ্য কার্ডের আধারে সারের ব্যবহার, কৃষিখণ্ডের বিভিন্ন সমস্যার ওপর অধ্যয়ন করা এবং সেগুলিকে প্রাথমিকতা দিয়ে গবেষণার রূপরেখা তৈরি করা ইত্যাদি এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। কৃষ্ণকান্ত বরা বলেন, ভারতীয় কিষাণ সংঘ বিগত বছরগুলিতে কৃষকদের সর্বাঙ্গীন বিকাশে সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভিন্ন বিভাগ, প্রশাসনের সামূহিক প্রয়াসের পাশাপাশি কৃষক সমাজের যৌথ সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানিয়ে আসছে। কৃষকদের প্রকৃত মূলভূত প্রাথমিক সমস্যার ওপর সামগ্রিকভাবে অধ্যয়ন ও সামূহিক প্রয়াসের মাধ্যমে সক্ষম, স্বাবলম্বী কৃষক গড়ে আত্মনির্ভর গ্রাম গড়া সম্ভব। প্রতিটি গ্রাম আত্মনির্ভর হলেই আমরা একটি সমৃদ্ধিশালী ভারতের কল্পনা করতে পারব। সংঘের অসম প্রদেশ সাংগঠনিক সম্পাদক আরও বলেন, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ভারতীয় কিষাণ সংঘকে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করতে এবং একই সময় সরকারি বিভাগগুলিকে এই মহান অভিযানে কিষাণ সংঘকে জড়িত করতে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘এই মহৎ প্রচেষ্টার জন্য কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সরকারি কৃষি বিভাগের পাশাপাশি আইসিএআর-কে এই অভিযানের জ্য শুভকামনা জ্ঞাপন করছি। ভারতীয় কিষাণ সংঘের গ্রামীণ স্তর পর্যন্ত প্রতিটি সমিতি এই অভিযানে সহযোগিতা প্রদান করবে এবং অসমের সমগ্র কৃষক সমাজকে এই অভিযানের সভাগুলিতে অংশগ্রহণ করে লাভান্বিত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।’

Name Change

I Salamat Ali(Old Name) S/o Late Md Kaiser Ali residing at 54, Rabindra Sarani, 3rd floor near Poddar Court, Chitpur, Kolkata 700073 have changed my name and Shall henceforth be known as Md Salamat Ali (New Name) as declared before the Ld. 1st class Judicial Magistrate at Kolkata vide affidavit no 5301 dated. 23.05.2025. Salamat Ali and Md. Salamat Ali both are same and identical person.

Name Change

I, Alamgir Mallik (Old Name) S/O–Late Mujamel Mollik resident of Binodnagar, PS- Tehatta , Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741155 do hereby decrale that I have changed my name from Alamgir Mallik to Alamgir Mollik and hencefort I shall be known as Alamgir Mollik (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/05/2025 . My name Alamgir Mollik & Alamgir Mallik both are same and one identical person.

Name Change

I, Chhattar Ali Shaikh (Old Name) S/O–Ajgar Ali Shaikh resident of Bahadurpur, Mrigi, PS-Tehatta , Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741165 do hereby decrale that I have changed my name from Chhattar Ali Shaikh to Chhattar Ali Sekh and hencefort I shall be known as Chhattar Ali Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/05/2025 . My name Chhattar Ali Sekh & Chhattar Ali Shaikh both are same and one identical person.

Name Change

I AJIT KUMAR ROY S/o SUSHIL RAY RESIDENT OF TAHERPUR PO+PS TAHERPUR A/22/15. DIST-NADIA PIN-741159. DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGE MY NAME FROM AJIT KUMAR ROY To AJIT ROY AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS AJIT ROY IN ALL PURPOSE. VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT RANAGHAT ON 17-5-2025. AJIT ROY AND AJIT KUMAR ROY BOTH ARE SAME AND ONE IDENTIHEAL PERSON.

Name Change

I Mousumi Medde W/o Prajesh Medda, D/o. Lakshmikanta De, aged about 42 yrs permanent resident of Tajpur Gram, Tajpur, P.S- Kotulpur, Dist. Bankura. West Bengal, Pin-722161. presently residing at Benga, Hooghly, Pin-712615, do hereby solemnly affirm and declare as follows. Before the Judicial Magistrate (1st Class), Bishnupur, Dist.- Bankara .That my acutal & correct date of birth is 10.03.1983, which has been recorded in my Madhyamik Pariksha Certificate issued by WBBSE. After my marriage with Prajesh Medda, I adopted my husband's sumame "Medda" & I known as Mousumi Medde, Mousumi De, is one and the same identical person.

Name Change

I, SUCHANDA MUKHERJEE (Old Name) W/o Subrata Mukherjee residing at No. 1, Chuni Lal Roy Lane, B.C. Road, Post. Burdwan, PS. Burdwan Sadar, Distt.- Purba Barddhaman, Pin-713101 WEST BENGAL, India shall henceforth be known as SUCHANDANA MUKHERJEE (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate, Purba Barddhaman vide Affidavit No.18193 Dated 26/05/2025. SUCHANDA MUKHERJEE and SUCHANDANA MUKHERJEE both are the same and one identical person.

Name Change

I Hasen Mondal S/o Fakir Mondal residing at Vill- Jhitkipota Purbapara P.O. Jhitkipota P.S. Kotwali Dist. Nadia Pin- 741102 That I Have changed my name from Hasen Mondal S/o - Fakir Mondal to Hasan Mandal S/o - Fakir Mandal. That Hasan Mandal S/o - Fakir Mandal & Hasen Mondal S/o - Fakir Mondal is same & one identical person vide affidavit Before The Notary Public Krishnagar Nadia Dated 23/05/2025.

Name Change

I, Akaman Ali Mandal & Akman Ali Mandal (Old Name) S/O– Najir Mandal resident of Vill- Chanderpol, Po- Asannagar, Ps-Kotwali, Dist-Nadia, West Bengal, Pin- 741161, do hereby decrale that I have changed my name from Akaman Ali Mandal & Akman Ali Mandal to Akman Ali Mondal and hencefort I shall be known as Akman Ali Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/05/2025. My name Akman Ali Mondal (new name) & (old name) Akaman Ali Mandal & Akman Ali Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Jeher Ali Mondal (Old Name) S/O–Vaja Mondal resident of Vill-Kulgachhi, Po-Chhoto Naldaha, Ps-Palashipara, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741156, do hereby decrale that I have changed my name from Jeher Ali Mondal to Jaher Ali and hencefort I shall be known as Jaher Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/05/2025. My name Jaher Ali & Jeher Ali Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Moriom Bibi (Old Name) W/O–Alamgir Sekh resident of Vill & Po-Kazisaha, Ps-Beldanga, Dist-Murhsidabad, West Bengal, Pin-742133, do hereby decrale that I have changed my name from Moriom Bibi to Mariam Bibi and hencefort I shall be known as Mariam Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/05/2025. My name Mariam Bibi & Moriom Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Saheba Bibi (Old Name) W/O–Md Ibrahim resident of Bayra, Ps- Lalgola, Dist-murshidabad, West Bengal, Pin-742148 do hereby decrale that I have changed my name from Saheba Bibi to Saheba Khatun and hencefort I shall be known as Saheba Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/05/2025. My name Saheba Khatun & Saheba Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Samiyara (Old Name) W/O– Majibar Rahaman resident of Vill & Po- Andulberia, Ps- Rejinagar, Dist-Murshidabad West Bengal, Pin- 742189, do hereby decrale that I have changed my name from Samiyara to Samiyara Begam and hencefort I shall be known as Samiyara Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/05/2025. My name Samiyara Begam & Samiyara both are same and one identical person.

ইরান ইস্যুতে নেতানিয়াহুকে একই অবস্থানে চান ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৭ মেঃ যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিষয়ক মন্ত্রী ক্রিস্টি নোয়েম বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষ থেকে তিনি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে এ বার্তা দিয়েছেন যে ইরান ইস্যুতে দুই দেশের কৌশল যেন একই রকম হয়। সোমবার ইসরায়েল সফর শেষ করেছেন ক্রিস্টি নোয়েম। পরে তিনি বলেন, নেতানিয়াহুর সঙ্গে তাঁর খোলামেলা ও সরাসরি আলোচনা হয়েছে। ক্রিস্টি এমন একসময় এ মন্তব্য করলেন, যখন মার্কিন ও ইরানি কর্মকর্তারা রোমে পারমাণবিক ইস্যু নিয়ে পঞ্চম দফা আলোচনা শেষ করলেন। ক্রিস্টি নোয়েম বলেন, ‘এসব আলোচনার অগ্রগতি কেমন এবং আমরা সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে এগোনো কতটা গুরুত্বপূর্ণসেসব নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর (নেতানিয়াহু) সঙ্গে কথা বলার জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিশেষভাবে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।’ গত রোববার ট্রাম্প ইঙ্গিত দেন, (ইরানের সঙ্গে) আলোচনার অগ্রগতি ইতিবাচক। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘ইরানের সঙ্গে আমাদের খুব ভালো আলোচনা হয়েছে। আমি জানি না, দুই দিনের মধ্যে আপনাদের ভালো, না খারাপ খবর দিতে পারব। তবে আমার মনে হচ্ছে, সেটা ভালো কিছুই হবে।’ গত সপ্তাহে সিএনএন এক প্রতিবেদনে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মার্কিন কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে চলমান আলোচনার মধ্যেও ইসরায়েল ইরানের পরমাণু স্থাপনায় হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ইরানও যেকোনো ইসরায়েলি হামলার কঠোর জবাব দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। নেতানিয়াহু যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা বানচাল করার চেষ্টা করছেন বলেও অভিযোগ করেছে ইরান।

অভিনব স্থাপত্যশৈলী ও বিস্ময়কর সৌন্দর্যে পর্যটকদের মুগ্ধ করে চলেছে এই প্রাচীন মন্দির

আমাদের গন্তব্য কম্বোডিয়ার আঙ্করভাট, তাই রাজধানী নমপেন ছাড়তে হলো ভরসন্ধ্যায়। নমপেন থেকে সিয়েম রিপের দূরত্ব প্রায় ৩১৮ কিলোমিটার। প্লেন, বাস, মিনিবাস ও গাড়িতে করে যাওয়া যায়। স্লিপার বাসে আমাদের লেগেছে ছয় ঘণ্টা। ভাড়া জনপ্রতি ১০১৮ ডলারের মধ্যে। রাতের ভ্রমণে আশপাশের দৃশ্যগুলো সে অর্থে দেখতে পাইনি। সেরা ট্যুর প্যাকেজ আফসোসের বিষয় হলো, নমপেন পৌঁছেই যদি সিয়েম রিপের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়তাম, তাহলে দিনের আলোয় হয়তো অনেক কিছু চোখে পড়ত। তবে এটিও ঠিক, নমপেনের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখা হতো না। সিয়েম রিপে যাওয়ার পুরোটা সময় নমপেনে দেখে আসা রয়্যাল প্যালেস, গোল্ডেন টেম্পলের পাশাপাশি কিলিং ফিল্ডটাও চোখে ভাসছিল। হলোকাস্ট হোক কিংবা যুদ্ধ, এর ভয়াবহতা আমাকে ভীষণ বিষণ্ন করে। কিলিং ফিল্ড দেখে মনে হচ্ছিল, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এমনকি ফিলিস্তিনের ওপরে চলমান এই নির্মম গণহত্যার স্মৃতি যদি এভাবে সংরক্ষণ করা হতো! এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কম্বোডিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর সিয়েম রিপে এসে পৌঁছালাম। আলো-আঁধারিতে শহরটিকে জাদুতে মোড়া রূপকথার প্রাচীন কোনো নগরী মনে হচ্ছিল। বাস থেকে নেমে আমরা যখন সিয়েম রিপ সেন্টার হোটেলে এলাম, তখন রাত প্রায় তিনটা। নির্মল বাতাসে বয়ে যাচ্ছিল আমাদের হোটেলের বারান্দায়।

অষ্টম আশ্চর্য আঙ্করভাটে

আমরা যে সময় গেছি, সে সময় কম্বোডিয়ায় গ্রীষ্মকাল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরোতে হলো। হাতে একদম সময় নেই। এখানকার হোটেল, হোম-স্টে এবং রেস্টহাউসগুলো বেশ সাজানোগোছানো, ঝকঝকে। সেন্টার হোটেল থেকে আমাদের অভীষ্টের দূরত্ব প্রায় সাত কিলোমিটার। বলে রাখা ভালো, পৃথিবীর সাত আশ্চর্যের কথা শিশুদেরও জানা। অষ্টমটির খোঁজ মিলেছে দীর্ঘদিন ছাড়া, বেশ রয়েসয়ে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে আঙ্করভাটকে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। রোমান শহর পম্পেইকে হারিয়ে অভিনব স্থাপত্যশৈলী ও বিস্ময়কর সৌন্দর্যে পর্যটকদের মুগ্ধ করে চলেছে এই প্রাচীন মন্দির। আঙ্করভাটে প্রবেশের জন্য শহর থেকে এন্ট্রি টিকিট করিয়ে নিতে হয়। এক দিনের জন্য জনপ্রতি ৩৭ ডলার। আপনি যদি তিন দিন যেতে চান, এর জন্য গুনতে হবে ১১১ ডলার। সিয়েম রিপ থেকে টুকটুকে করে আঙ্করভাটে যেতে মিনিট বিশেক লাগে। এ পর্যায়ে আপনি চাইলে গাইডের সহায়তা নিয়ে পারেন। প্রতি ঘণ্টায় ওরা ২০ ডলারের মতো নেয়। দরদাম করলে কিছুটা কমাতে পারে। আমাদের টিমে স্থানীয় একজন থাকায় গাইডের প্রয়োজন হয়নি। ৫টা ২০ নাগাদ আমরা পৌঁছলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকারে দীর্ঘ একটা পুল পেরিয়ে দাঁড়ালাম মন্দিরের সামনে। অনেক লোক সেখানে। মন্দিরটা তখনো খুব অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। ভোরের আলো ফুটতেই মনে হলো, সূর্যটা যেন মন্দিরের গা ঘেঁষে আকাশে উঠল। মূল তোরণ থেকে আঙ্করভাটের ল্যান্ডস্কেপ কিংবা মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন এই দৃশ্য কতটা মনোগ্রাহী! এবার মন্দিরের ভেতরে যাওয়ার পালা। তিন ধাপের মন্দির। জলের সুরক্ষা পরিখাসহ আঙ্করভাট প্রায় ২০০ হেক্টর জায়গাজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের প্রথম ধাপে উঠলাম। এই ধাপের চারদিকে লম্বা বারান্দা আর নকশা করা দেওয়াল। হাজার হাজার মিটার প্রশস্ত চিত্রাবলির মাধ্যমে হিন্দু পৌরাণিক কিংবদন্তি ও সমসাময়িক জীবনের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রথমটি দেখে মনে হলো মহাভারতের যুদ্ধ। একপাশে ভীস্ম তীরের আঘাতে শয্যাশায়ী, অন্যদিকে রথে অর্জুন আর তাঁর সারথি কৃষ্ণ। চারপাশে যুদ্ধরত অনেক সৈন্য আর ঘোড়া। রামায়ণ, সমুদ্রমন্থনের পাশাপাশি রাজা সূর্য বর্মণের জীবনী নিয়েও দুটি নকশাকাটা দেয়াল চোখে পড়ল। বারান্দার ভেতর থেকে আরেকটা লম্বা সিঁড়ি উঠে গেছে দ্বিতীয় ধাপে। আসল সিঁড়িগুলো এতটা ক্ষয়ে গেছে যে নতুন কাঠের সিঁড়ি বানানো হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপটি আকারে কিছুটা ছোট, এর চারপাশে চারটি স্তূপ। স্তূপগুলোর মধ্যে আবার টানা বারান্দা। প্রতিটি স্তূপের গায়ে সূক্ষ্ম কারুকার্য, যেদিকে তাকাই, মনে হয়, অপ্সরারা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। সময়ের পরিক্রমায় দেয়ালে খোদিত চিত্র ধ্বংস হলেও শুরুর দিকে মন্দিরের গায়ে ১ হাজার ৮৬০ জন অপ্সরার চিত্র ছিল। ওপরে উঠে দেখলাম, এই ধাপের চার কোণেও রয়েছে চারটি স্তূপ, মাঝখানে একটি গর্ভগৃহ। দেয়ালের গায়ে বরাবরের মতোই নিখুঁত কারুকার্য। গর্ভগৃহে এককালে বিষ্ণুমূর্তি রাখা ছিল, বুদ্ধের প্রতিকৃতির আড়ালে আজও তার দেখা মেলে। এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ ঘুরে নিচে নামতে নামতে মনে হলো, একসময় যে পথ দিয়ে রাজা দ্বিতীয় সূর্য বর্মণ ও প্রাচীন খেমার রাজ্যের লোকজন হেঁটেছেন, সেই পথ ধরে আমিও হাঁটছি। এই অনুভূতি প্রকাশের মতো কোনো শব্দ হয়তো আমার অভিধানে নেই। ইত্যবসরে রাজা দ্বিতীয় সূর্য বর্মণকে নিয়ে দু-চার ছত্র না লিখলেই নয়। সূর্য বর্মণের (শাসনকালঃ ১১১৩-১১৫০ খ্রিষ্টাব্দ) শাসনামলে ২৮ বছর ধরে আঙ্করভাটের নির্মাণকাজ চলতে থাকে। জনশ্রুতি আছে, দিবাকর পণ্ডিত (১০৪০-১১২০) নামের একজন ব্রাহ্মণের অনুরোধে মন্দিরটি নির্মিত হয়। শিলালিপিতে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, সূর্য বর্মণের বাবা ছিলেন ক্ষিতিন্দ্রাদিত্য আর মা নরেন্দ্র লক্ষ্মী। তিনি বিবাহিত ছিলেন, তবে স্ত্রীর নাম জানা যায়নি। তরুণ বয়সে সূর্য বর্মণ সিংহাসন আরোহণের জন্য সুকৌশলে এগোন, যদিও তা বৈধ ছিল।

বিষ্ণুমন্দির কীভাবে বৌদ্ধমন্দিরে পরিণত হলো

আঙ্করভাটের মোটিফগুলো হিন্দুধর্ম থেকেই উদ্ভূত। পাঁচটি কেন্দ্রীয় রত্ন (টাওয়ার) হিন্দু দেবদেবীর বাসস্থান সুমেরু পর্বতের শিখরকে নির্দেশ করে। এই মন্দিরে স্থাপত্যবিদ্যার দুটি অভিনব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। একটা টেম্পল মাউন্টেন বা পাহাড়ি মন্দিরের ধাঁচে, অন্যটি গ্যালারির ধাঁচে। মনে প্রশ্ন জাগে, মন্দিরটির ভেতরে-বাইরে এত সুরক্ষা পরিখা কেন রাখা হয়েছিল? কম্বোডিয়া দুই ঋতুর দেশ। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা গবেষণা করে দেখেছেন, গ্রীষ্মকালীন জলসংকট দূর করার পাশাপাশি বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ আটকাতে এমন ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। স্থাপত্য কৌশলে কতটা দক্ষ হলে কোনো জনপদে এমন চিন্তার উন্মেষ ঘটে, তা ভেবে দেখার মতো বিষয়। এ ছাড়া পূর্ববর্তী রাজাদের শৈব প্রথা ভেঙে মন্দিরটি বিষ্ণুকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। শিবের পরিবর্তে বিষ্ণু সূর্য বর্মণের আরাধ্য দেবতা হওয়ায় আঙ্করভাটের অভিমুখ পশ্চিম দিকে, যা বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত, যেখানে অন্যান্য খম স্থাপত্য পূর্বমুখী।

চীন এবং বাংলাদেশের সামগ্রী বয়কটের ডাক কোচবিহারের একাংশ ব্যবসায়ীর

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৭ মে ঃ ভারতবর্ষের সাথে চীন এবং বাংলাদেশের উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই বাজারের বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের কাছে অনুরোধ জানান। কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারের একাংশ

কোচবিহারে চীনা এবং বাংলাদেশী বাংলাদেশের সামগ্রী যাতে ব্যবসায়ীরা বিক্রি না করেন তা নিয়ে কোচবিহারের ই বেশ কিছু ব্যবসায়ী পোস্টার হাতে প্রচার চালালেন অন্যান্য ব্যবসায়ীদের দোকানে। কোচবিহার শহরের হৃদপিণ্ড কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজার। মঙ্গলবার কোচবিহার শহরের বেশ কিছু ব্যবসায়ী হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে চীন এবং বাংলাদেশের সামগ্রী বয়কটের দাবিতে ভবানীগঞ্জ ব্যবসায়ীরা হাতে প্লেকার্ড ও জাতীয় পতাকা নিয়ে বাজারের ব্যবসায়ীদের কাছে আবেদন করেন যাতে কেউ কোনো রকম বাংলাদেশ অথবা চীনের সামগ্রী তারা ক্রেতাদের কাছে বিক্রি না করেন। তাদের দাবি বাংলাদেশ ও চীন ভারতবর্ষ থেকে ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর টাকা লাভ করে পরবর্তীতে সেই টাকা ভারতবর্ষের বিরুদ্ধেই কূটনৈতিকভাবে কাজে লাগাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বিক্ষোভকারী ব্যবসায়ী পঙ্কজ বুচ্চা বলেন - আপনারা দেখেছেন ভারতের সাথে পাকিস্তানের পরিস্থিতি কতটা গম্ভীর আর ঠিক সে জায়গায় দাঁড়িয়ে চীন এবং বাংলাদেশ কূটনৈতিকভাবে এবং বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে তাদের সমর্থন করছে। চীন এবং বাংলাদেশের একটা বড় ব্যবসার জায়গা ভারতবর্ষ কারণ ১৫০ কোটির মানুষের এই বাজারে তাদের পণ্য বিক্রি হয় যা থেকে তারা মুনাফা লাভ করে। তিনি বলেন এই মুনাফা দিয়ে কূটনৈতিকভাবে চীন এবং বাংলাদেশ কূটনৈতিকভাবে তা ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। বীর সেনারা ভারতের সীমান্ত অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে আমরা ভারতবাসী হিসেবে তাই তাদের সমর্থন করে চীন এবং বাংলাদেশের পণ্য বয়কট করব। তিনি আরো বলেন আমি ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের কাছেই অনুরোধ করবো আপনারা কেউ এই দুই দেশের কোন পণ্য গ্রহণ করবেন না বা কিনবেন না অথবা বিক্রি করবেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইতিমধ্যে ভারত সরকার বাংলাদেশের বেশ কিছু পণ্যের রপ্তানি ও আমদানিতে ব্যান লাগিয়ে রেখেছে। তবে চীনের তৈরি খেলনা গাড়ি এবং বাংলাদেশের বেশ কিছু পানীয় চাহিদা রয়েছে কোচবিহার সহ আশেপাশের এলাকায়। এমত অবস্থায় ব্যবসায়ীদের এক অংশের এহেনও পদক্ষেপ আগামী দিনে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে সেটাই এখন দেখার বিষয়। এই বিষয়ে কোচবিহার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষ বলেন - চীনের দ্রব্য ভারতবর্ষের ব্যবসাকে ক্ষতি করে। এতে ভারতবর্ষের তৈরি নিজেদের দ্রব্যের বা পণ্যের বাজার খারাপ হয়। পাশাপাশি বর্তমান পরিস্থিতিতে দেখা গেছে চীনের জিনিস আকাশেই থাকে তা মাটিতে আসতে পারে না অর্থা তার গুণগতমান অত্যন্ত খারাপ। যখন দেশের স্বার্থ জড়িত হয় তখন শুধু কোচবিহার কেন সারা দেশের ব্যবসায়ীরা দেশের পাশে থাকে। শুধু চীন নয় যারা ভারতের বা দেশের শত্রু তাদের সাথে ব্যবসায়ীরা কখনো ছিল না না থাকবে। অর্থাৎ ঘুরিয়ে আজকে একাংশ ব্যবসায়ীর যে প্রতিবাদ তাকেই সমর্থন জানিয়েছেন কোচবিহার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক।

বাবলারি বাস স্ট্যান্ডে পুলিশ সহায়তা কেন্দ্রের আয়োজন নবদ্বীপ থানার পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২৭ মে ঃ শহর ও প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে আইনি সচেতনতা গড়ে তুলতে পুলিশ বন্ধু কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে পুলিশ সহায়তা কেন্দ্রের আয়োজন নবদ্বীপ থানার পুলিশের। মঙ্গলবার দিনভর নবদ্বীপ ব্লকের বাবলারি পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাস স্ট্যান্ড এলাকায় গ্রামবাসীদের মধ্যে আইনি বিষয়ে সচেতন করতে পুলিশ সহায়তা কেন্দ্রের আয়োজন করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ইতিমধ্যেই নদীয়ার বিভিন্ন থানার পাশাপাশি নবদ্বীপ থানার শহর ও গ্রামীণ এলাকার মানুষদের নিয়ে শুরু হয়েছে পুলিশ সহায়তা কেন্দ্রের। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার মানুষদের মধ্যে আইনি বিষয়ে সচেতন করার পাশাপাশি ছোটখাটো ঘটনায় ডাইরি করতে যাতে থানায় যেতে না হয়, তার জন্য কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার সুপারের নির্দেশে নবদ্বীপ ব্লকের বাবলারি বাস স্ট্যান্ড এলাকায় গ্রামবাসীদের নিয়ে দিনভর অনুষ্ঠিত হয় পুলিশ সহায়তা কেন্দ্রের। নবদ্বীপ থানার আইসি জলেশ্বর তিওয়ারি জানান, শুধুমাত্র গ্রামেই নয় শহরের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ সহায়তা কেন্দ্রের আয়োজন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের আইনি বিষয়ে সচেতন করা এবং ছোটখাটো ঘটনায় থানায় না গিয়ে সহায়তা কেন্দ্রেই অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা। বড় ঘটনায় মামলা করার হলে তাদেরকে থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে জানান আই সি জলেশ্বর তিওয়ারি। এদিনের এই কর্মসূচিতে আইসি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন,স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান কমল দেবনাথ, পঞ্চায়েত সদস্য কৃষ্ণ শর্মা সহ স্থানীয় গ্রামবাসী।

প্রধানমন্ত্রীর সভা নিয়ে প্রচার তুঙ্গে বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৭ মে ঃ আগামী ২৯ মে আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভা রয়েছে। এই জনসভাকে সফল করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে কোচবিহার জেলা জুড়ে ব্যাপক প্রচার শুরু করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। আগামী ২৯ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডের হেলিপ্যাডে নামবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং তারপর মঞ্চের পাশেই তার একটি প্রশাসনিক বৈঠকেও কথা রয়েছে এরপর তিনি জনসভা করে দিল্লি ফিরে যাবেন। উল্লেখ্য ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আলিপুরদুয়ার জেলার বীর পাড়াতে শেষবার এসেছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। আগামী ২৯ তারিখের এই সভাকে সফল করতে তাই আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছে বিজেপি। ইতিমধ্যে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ব্যানার পোস্টার মিছিল এবং প্রচার করছেন বিজেপির কোচবিহারের নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিত বর্মন বলেন - ইতিমধ্যে দলগতভাবে প্রত্যেকটি মন্ডলে মন্ডলে আলাদা আলাদা করে সভা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি বিধানসভায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রচারের। আমরা মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে মিছিল মিটিং এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর এই সভায় রেকর্ড সংখ্যক কর্মী সমর্থক ও সাধারন মানুষকে নিয়ে যাব। উল্লেখ্য গতকাল কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভায়বিজেপির কর্মী সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুরের পর বিজেপির জেলা সভাপতি অভিযোগ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সভায় যাতে মানুষ না যায় সেই কারণে ভয়- ভীতি প্রদর্শন করছে শাসক দল। অভিজিতবাবু বলেন - কোচবিহার জেলা থেকে ৩০ হাজারের বেশি মানুষ প্রধানমন্ত্রীর সভায় যাবে। তিনি আরো জানান ইতিমধ্যে প্রায় ছোট বড় মিলিয়ে ১৫০০ বেসরকারি গাড়ী বুক করা হয়েছে সভায় কর্মী-সমর্থকদ এবং সাধারণ মানুষকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অপরদিকে লোকসভার নিরিখে তুফানগঞ্জ বিধানসভা আলিপুরদুয়ার লোকসভার অন্তর্গত আবার বিধানসভার নিরিখে তুফানগঞ্জ কোচবিহারের নটি বিধানসভার একটি। ইতিমধ্যে তুফানগঞ্জ জুড়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রচার। তুফানগঞ্জের বিজেপি বিধায়িকা মালতি রাভা রায় বলেন - দেশের প্রধানমন্ত্রীর সবাই যাওয়ার জন্য সাধারন মানুষ মুখিয়ে রয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা প্রচুর গাড়ি বুক করিয়েছি মানুষকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পাশাপাশি জোর কদমে চলছে প্রচার। উল্লেখ্য আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ড ইতিমধ্যে এসপিজির দখলে চলে গিয়েছে। নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে সমগ্র এলাকা। সূত্রের খবর আগামী আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডে ৫০ হাজারের মানুষের ক্ষমতা রয়েছে। আর ঠিক সে জায়গায় দাঁড়িয়ে যেভাবে প্রচার চলছে এবং যত মানুষ বা কর্মী সমর্থকদের যাওয়ার কথা বিজেপি নেতৃত্ব জানাচ্ছে তাতে জায়গা দিতে হিমশিম খাবে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের। যদিও এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন - দেশের প্রধানমন্ত্রী আসবে এবং তার জন্য বিজেপির যা করনীয় তারা করবে সেটা তাদের রাজনৈতিক বিষয় তবে প্রধানমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের জন্য কি বার্তা নিয়ে আসেন তাই সব থেকে বড় প্রশ্ন। এবং আমাদের সেটাই দেখার।

দুই ভাইপোর হাতে খুন কাকা

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২৭ মে ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের প্রসাদচক গ্রামের বছর ষাটের ফুলেশ্বর বেরা খুনের ঘটনায় এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। পরিবার সূত্রে জানা গেছে আজ দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ ফুলেশ্বর বাজার থেকে বাড়ি ফিরে ছিলেন মদ্যপ অবস্থায়। ফুলেশ্বর এর সাথে তার দুই ভাইপো সুদীপ্ত বেরা এবং আদিত্য বেরার জমি সংক্রান্ত একটি ঝামেলা বহুদিন ধরেই চলছিল। বাড়ি ফিরে ফুলেশ্বর কয়েকটি কটু বাক্য প্রয়োগ করেন, তার দুই ভাইপোর মনে হয় তাদের উদ্দেশ্য করেই তার কাকা গালিগালাজ করছেন। বাড়ি থেকে কিছু দূর আসতেই ফুলেশ্বর কে ঘিরে ধরেন তার দুই ভাইপো। অকথ্য মারধর চলে, বুকে এবং পেটে লাথি মারে, এবং একটি বাঁশের লাঠি নিয়ে ফুলেশ্বরের মাথায় আঘাত করে। ঘটনাস্থলেই মাটিতে পড়ে যান ফুলেশ্বর। এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনা ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামবাসীরা তার দুই ভাইপোকে ধরে রেখে পুলিশে জানান। পুলিশ এসে তার দুই ভাইপোকে আটক করে। এবং দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ইতিমধ্যেই তমলুক মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মৃতের পরিবারের এখন একটাই দাবি দোষ না করেও ফুলেশ্বর বেরাকে মেরে ফেলেছে তার দুই ভাইপো। তাদের কঠিন শাস্তির দাবি তুলছে মৃতের পরিবার।

নব নির্মিত স্বাস্থ্য ভবন ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত নিশ্চয়যানের উদ্বোধন টাকী পৌরসভায়

দুরন্ত বার্তা, টাকী, ২৭ মে ঃ পৌরবাসীর সুবিধার্থে, উন্নততর স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ টাকী পৌরসভার। মঙ্গলবার টাকী পৌরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন এবং আধুনিক শীততাপ নিয়ন্ত্রিত নিশ্চয়যানের উদ্বোধন হলো। চারতলা ভবনের একতলায় সুসজ্জিত এই স্বাস্থ্য ভবনের শুভ দ্বারোদ্ঘাটন হলো। উন্নততর স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে পুরাতন স্বাস্থ্য ভবন থেকে নতুন এই ভবনে স্থানান্তরিত করা হলো পৌর স্বাস্থ্য দপ্তরকে। এই দপ্তরেই দায়িত্ব প্রাপ্ত চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে বহির্বিভাগ চালু থাকবে, বিনামূল্যে ঔষধও পাবেন রোগীরা। স্বাস্থ্য ভবনের পাশাপাশি এদিন একটি বেসরকারী ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক মানের একটি অ্যাম্বুলেন্সেরও উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন হাসনাবাদের এস.ডি.পি.ও অরুণ আলি মোল্লা, হাসনাবাদ থানার আই.সি গোপাল বিশ্বাস, পৌর স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্ব প্রাপ্ত চিকিৎসক সহ টাকী পৌর স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রাক্তন চিকিৎসক ডা. মিহির ব্যানার্জী, টাকী পৌরসভার পৌরপ্রধান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, উপ পৌরপ্রধান ফারুক গাজী, কাউন্সিলর প্রদ্যুৎ দাশ সহ বিভিন্ন মহল্লার মহল্লা প্রধান,পৌর স্বাস্থ্য কর্মী, উজ্জীবন মাইক্রোফিন্যান্স ব্যাঙ্কের আধিকারিক সহ অন্যান্যরা।

Office of The Pradhan UDAYPUR-JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill.+PO-Udaypur, PS-Para, Dist.-Purulia

Notice Inviting Tender No03/UJGP/2025-26, Date: 27/05/2025
Date of sale of Tender form on any working day from 28/05/2025 to 04/06/2025(from 11.30 A.M. to 3.30 P.M.). Last date of dropping of Sealed Tender form on or before 05/06/2025 up to 1.30 P.M. Date of Opening of Tender: 05/06/2025 at 2.30 P.M. For details please visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
UDAYPUR JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT

অ্যাপ্রোচ রোডের উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ২০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২৩-০৫-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং: ০৭-এপি-১-২০২৫; কাজের নাম: সিনিয়র ডিইএন/ইস্ট, আলিপুরদুয়ার জংশনের আওতাধীন নিউ কোচবিহার-চেঙ্গারা এলসি গেটের অ্যাপ্রোচ রোডের উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য: ১,৭৬,১৬,৭৮৮.০২/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৩৮,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের এবং খোলা ১৩-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

RDB INFRASTRUCTURE AND POWER LTD
(Formerly Known as RDB Realty & Infrastructure Limited)
CIN: L16003WB2006PLC110039
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor
Room No- 10 Kolkata-700001,
Ph No +91 90384 70761; Fax: 033-22420588;
Email id :csrdbinfra@rdbindia.com,; Website: www.rdbindia.com

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার

(টাকা লক্ষে)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি	
		৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৪
		(পরীক্ষিত)	(পরীক্ষিত)	(পরীক্ষিত)	(পরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	২১৮২.৪২	৩৬৮৪.৫৯	১১৩৪৭.৭৩	৬৭৮৪.০৫
২.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	১৬৯.০৮	(৭.২৯)	৭৫৩.৯৫	৩৬০.২২
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	১৬৯.০৮	(৭.২৯)	৭৫৩.৯৫	৩৬০.২২
৪.	এই সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [এই সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পরে) অন্তর্ভুক্ত]	১৩০.৫০	(৮.৬৯)	৫৬৮.২২	২৭০.১৭
৫.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু ১টাকা)	১৭২৮.৩৪	১৭২৮.৩৪	১৭২৮.৩৪	১৭২৮.৩৪
৬.	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	১২৭৩১.২২	২০১৭.২৩
৭.	শেয়ার প্রতি আয় মূল মিশ্র	০.০৭ ০.০৭	-০.০১ -০.০১	০.৩২ ০.৩২	০.১৬ ০.১৬

দ্রষ্টব্যঃ
১. ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (IND AS) অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধি, ২০১৫ এবং এর অধীনে প্রণীত প্রাসঙ্গিক নিয়মগুলির সাথে পঠিত।
২. ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ২৭ মে, ২০২৫ তারিখে অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং তারপরে ২৭ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছিল।
৩. মূল নিরীক্ষিত আর্থিক তথ্য

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি	
		৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৪
		(পরীক্ষিত)	(পরীক্ষিত)	(পরীক্ষিত)	(পরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	২১৮২.৪২	৩৬৮৪.৫৯	১১৩৪৭.৭৩	৬৭৮৪.০৫
২.	কর-পূর্ব লাভ / ক্ষতি	১৬৯.০৮	-৭.২৯	৭৫৩.৯৫	৩৬০.২২
৩.	কর-পূর্ব লাভ / ক্ষতি	১১৫.৯৮	-৮.৬৯	৫৫৩.৭০	২৭০.১৭

৪. উপরে উল্লিখিত তথ্যটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধান এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এর ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.rdbindia.com) পাওয়া যাবে। QR কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

বোর্ডের পক্ষে,
স্বা /-
অমিত কুমার গোয়েল
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন্ড সিইও
DIN: 05292585

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮ মে, ২০২৫

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR
NIT No. 175/PWD/ROAD/BMC, Dated-26/05/2025. e-Tender has been invited for Construction of Concrete road including masonry drain, Paver block footpath and Boulevard at different locations within ward no. 16, 20, 29, 34 under BMC. For details, please follow [Tender Id 2025_MAD_853616_1 to 12] in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. Last date of Bid submission-12/06/2025 up to 3.00 p.m
Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

RASIDPUR GRAM PANCHAYAT
Vill.+PO. Rasidpur, Dist.-Hooghly, Pin-712408
Notice Inviting e-Tender
Rasidpur Gram Panchayat invites e-Tender vide **N.I.T. No.:- 200/25 dated:- 27.05.2025**. Last date of submission of Bid is **03.06.2025**. The details of the e-Tender are available on the website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Rasidpur Gram Panchayat

Office of the ONDA 1 GRAM PANCHAYAT, ONDA, BANKURA
Tender is invited by the undersigned for the following works under NIeTs & NITs given below.

NIeT/NIT No.	Nature of Work	Date of publish	No. of works	Last Date of Submission of BID/Dropping of Tender	Opening of Technical Bid/Sealed Tender
NIT-03/CFC-BG/2025-26	Installation of New Tubewell	27-05-2025	3	04-06-2025 up to 05:00 P.M.	05-06-2025
NIeT-04/CFC-BG/2025-26	Concrete Road and Concrete Drain	27-05-2025	4	04-06-2025 upto 05:00 P.M.	05-06-2025
NIeT-05/SBM(G)/2025-26	Construction of Filter Chamber for Drainage Water	27-05-2025	1	04-06-2025 upto 05:00 P.M.	05-06-2025
NIeT-06/CFC-BG/2025-26	Concrete Drain	28-05-2025	3	04-06-2025 upto 05:00 P.M.	06-06-2025
NIeT-07/5th SFC/2025-26	Concrete Road	28-05-2025	2	04-06-2025 upto 05:00 P.M.	06-06-2025

For details please visit website **wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/- **Pradhan, Onda 1 G.P**

Office of the
PANCHARUL GRAM PANCHAYAT
Vill.Pancharul, P.O.:Pancharul, P.S. Udaynarayanpur, PIN: 711225
e-NOTICE INVITING TENDER NO- (1) PGP/31/2025, (2) PGP/32/2025 Dt.-24/05/2025
For and on behalf of the Pancharul Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for the work of: Construction of Submersible pump at 2(two) different places. Last date of downloading documents **up to 03/06/2025 at 05.00 PM.** Bid Opening date **05/06/2025 at 5.00 PM.** For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Pancharul Gram Panchayat

Office of the
PANCHARUL GRAM PANCHAYAT
Vill.Pancharul, P.O.:Pancharul, P.S. Udaynarayanpur, PIN: 711225
e-NOTICE INVITING TENDER NO- (1) PGP/33/2025, (2) PGP/34/2025 Dt.-24/05/2025
For and on behalf of the Pancharul Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for the work of: Construction of CC Drain at 2(two)Nos. different places. Last date of downloading documents **up to 03/06/2025 at 05.00 PM**. Bid Opening date **05/06/2025 at 5.00 PM**. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Pancharul Gram Panchayat

ABRIDGED e-TENDER NOTICE
UNDERSIGNED invites e-tenders, vide **NIT No. 14/EO/2025-26 dated - 26-05-2025, NIT No.-15/EO/2025-26 dated - 26-05-2025, NIT No. 16/EO/2025-26 dated - 26-05-2025, NIT No. 17/EO/2025-26 dated - 26-05-2025** for **Construction of 1 retaining wall, 1 boundary wall, 3 PCC road, 2 submersible pump, 1 graveyard boundary wall**. Last date of application **09.06.2025 up to 5:00 PM**. For details please visit '**wbtenders.gov.in**'
Sd/- Executive Officer,
Khanakul-I Panchayat Samity,
Khanakul, Hooghly

OFFICE OF THE
GARH BHAWANIPUR SONATALA GRAM PANCHAYAT
UDAYNARAYANPUR DEV. BLOCK
GARHBHAWANIPUR, HOWRAH
Notice Inviting Tender No-05 of 2025-26
E-Tender is invited by the Prodhan, GB Sonatala Gram Panchayat, for 12(Twelve) nos different work. Document downloading (online) starts from **28.05.2025 at 15:00 Hrs up to 04.06.2025 15:00Hrs.** Last date of Bid submission (online) **Up to 04.06.2025 at 15.00 Hrs.** Bid opening date(online) on **06.06.2025 at 15.00 Hrs.** For details please visit website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Garh Bhawanipur Sonatala Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
হাওড়া ডিভিসনে পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম
নং ঃ সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৪/পিটি-III, তাং. ২৩.০৫.২০২৫
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেলযাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রাকারী ০৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৯টি এসএলআর-এর জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে লিজ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **www.ireps.gov.in**-এ বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি সমেত অকশন ক্যাটালগ পাওয়া যাবে। **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-নিলামের দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। ই-নিলাম পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের জন্য, **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের একবার নথিভুক্তি বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের এছাড়াও ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। **অকশন ক্যাটালগ-এর বিশদ ঃ অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পিসিএল- এইচডব্লুএইচ-এল২৫-৫ই । **ট্রেন ঃ** ০৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৯টি এসএলআর। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা।
HWH-104/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

PRONTO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED
CENTRE POINT 21, Hemant Basu Sarani, Third Floor,Room No. 306,
Kolkata-700069Tel:033-30288506,E-mail-investors.pronto@gmail. com
CIN: L67120WB1982PLC035476

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter ended 31.03.25	Correspon. Quarter in previous year ended 31.03.24	Current year ended 31.03.25	previous year ended 31.03.24
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total Income from Operations(net)	10.37	5.27	15.52	12.29
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	6.89	2.76	1.08	1.05
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	6.89	2.76	1.08	1.05
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	6.89	2.76	0.75	1.05
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	6.89	2.76	0.75	1.05
Equity Share Capital (Face value Rs.10/- per Equity Share)	24.00	24.00	24.00	24.00
Reserves excluding Revaluation reserves as per balance sheet of the previous accounting year	-	-	-	-
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic	2.871	1.148	0.312	0.437
Diluted	2.871	1.148	0.312	0.437

Note:
(a)The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (CSE) and Company website i.e. www.pisl.in."(b) Exceptional and/or Extraordinary items (if any) adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with AS Rules."

For and on behalf of the Board
Sd/-
Sushil Kumar Agrawal
Director
DIN: 00649521

Place : Kolkata
Date : 27th May 2025

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e–TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC invites online percentage rate e-tender in two bid system for the following work:

NIT No.: EEC/BX/081/002/2025-2026

Name of the work: **Maintenance of Asphaltum Road near 456, 458, BL-K, 84 T.C. Road etc, New Alipore in Ward No. 081, BR-X.** Estimated Value (incl. GST & CESS): ₹ **1,94,806.26.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Time of Completion: **120 Days.** Last date and time of submission of Bid: **06.06.2025 - 12 noon.** Date and time of opening of Bid: **08.06.2025 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **27.05.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.nic.in.**

The Executive Engineer (Civil)/Br-XII, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:-

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/102/13/25-26/US

Name of the work: **Renovation of C/C Road at Slum Area near Pr. No. J55 to J83 Baghajatin Road in Ward No. 102, BR-XII.** Estimated Cost: ₹ **4,04,099.79.** Earnest Money: ₹ **8,500.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/102/12/25-26/US

Name of the work: **Renovation of C/C Road at Slum Area near Pr. No. 49 West Rajapur to 40/2 S.V. Road in Ward No. 102, BR-XII.** Estimated Cost: ₹ **2,98,716.37.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/107/27/25-26/US

Name of the work: **Maintenance of Sanitary Latrine in Uttaran Area of Naskarhat Dakshinpara, Prantick Pally Bustee & different places etc, in Ward No. 107, BR-XII.** Estimated Cost: ₹ **1,48,461.64.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **120 Days.**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/106/023/25-26

Name of the work: **Improvement of road by providing kerb & channel along with laying of hot mix near Pr. No. 43 Kayasthapara Main Road in Ward No. 106.** Estimated Cost: ₹ **2,28,132.97.** Earnest Money: ₹ **4,600.00.** Period of Completion: **40 Days.**

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/107/16/25-26

Name of the work: **Repairing & maintenance of road providing hot mix near P. Pally, Rajdanga Road & different places etc. in Ward No. 107, BR-XII.** Estimated Cost: ₹ **1,90,227.20.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **150 Days.**

(6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/102/08/25-26

Name of the work: **Restoration of road damaged during laying of water supply pipe line from Ramthakur Ashram to D/88 in Ward No. 102, BR-XII.** Estimated Cost: ₹ **2,98,404.46.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(7) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/102/09/25-26

Name of the work: **Restoration of road damaged during laying of water supply pipe line from Katyayani Mandir to D/3 and 36/5 to 11/C Shivaji Road in Ward No. 102, BR-XII.** Estimated Cost: ₹ **2,91,180.37.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(8) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/102/10/25-26

Name of the work: **Restoration of road damaged during laying of water supply pipe line from Tal Pukur More to Prantik Club in Ward No. 102, BR-XII.** Estimated Cost: ₹ **2,80,102.55.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(9) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/107/18/25-26

Name of the work: **Renovation of road providing kerb & channel near 58 N.D.B. Road & different places etc., in Ward No. 107, BR-XII.** Estimated Cost: ₹ **1,67,569.20.** Earnest Money: ₹ **3,500.00.** Period of Completion: **60 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **10.06.2025 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 9).** Date and Time of Opening of Bid: **12.06.2025 - 1 p.m. (for Sl. No. 1 to 9).** The bid forms and other details are available on and from : **27.05.2025 - 5 p.m (for Sl. No. 1 to 9).** The website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 9).**

The Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for following works:-

(1) NIT No.: KMC/XV/138/012/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)

Name of the work: **Improvement of drainage system with allied works at T-14 Akra Road etc. in Ward No. 138, Br-XV under Uttaran Area.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,96,342.22.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(2) NIT No.: KMC/XV/135/016/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)

Name of the work: **Construction of 3 nos. sanitary latrine with septic tank (Phase-I) at different Uttaran Area in Ward No. 135, Br-XV.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,97,885.01.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **120 Days.**

(3) NIT No.: KMC/XV/138/008/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)

Name of the work: **Repairing and maintenance of cement concrerte passage with allied works at Y-85 Majher Para, Y-2/56/A Mader Saheb Math Lane etc. in Ward No. 138, Br-XV under Uttaran Area.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,99,543.94.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **180 Days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online) : **31.05.2025 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 3).** Documents download/sell start date (online): **31.05.2025 - 4 p.m. (for Sl. No. 1 to 3).** Documents download/sell end date (online): **12.06.2025 - 4 p.m. (for Sl. No. 1 to 3).** Bid submission start date (online): **31.05.2025 - 4 p.m. (for Sl. No. 1 to 3).** Bid submission closing (online): **12.06.2025 - 4 p.m. (for Sl. No. 1 to 3).** Bid opening date for Technical Proposals (online): **14.06.2025 - 4 p.m. (for Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 3).**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/141/013/2025-2026/D

Name of the work: **Restoration of C.C. passage to be disturbed by W/S Dept. GRU at Mistree Ghat Road, Nadial Road, Bhanga Khal Road near Pr. Nos. Z-3/479/1, Z-3/20, Z-5/169 etc. in Ward No. 141, Br-XV.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,70,394.84.** Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of Completion: **180 Days.**

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/138/016/2025-2026/R

Name of the work: **Repairing of surface drain providing R.C.C. slab gullypit cover etc. with allied works at Jhinuk Sah Lane, Bara Bagan Murray Road etc. in Ward No. 138, Br-XV.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,80,154.00.** Earnest Money: ₹ **5,700.00.** Period of Completion: **90 Days.**

(6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/133/024/2025-2026/R

Name of the work: **Removal of silt & slush from sewer line at Fathepur 2nd Lane, Sailashee Galy, M82 Galy etc. in Ward No. 133, Br-XV.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,86,634.92.** Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of Completion: **120 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **12.06.2025 - 11 a.m. (For Sl. No. 4 & 5) and 11.06.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 6).** Date of opening of tender: **14.06.2025 - 11 a.m. (For Sl. No. 4 & 5) and 13.06.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 6).** The bid forms and other details are available on and from: **31.05.2025 - 5 p.m (For Sl. No. 4 & 5) and 30.05.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 6).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 4 to 6).**

The Executive Engineer (Civil), BR-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:-

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/011/01/2025-2026 (2nd Call)

Name of the work: **Providing and fixing MH Cover, GP Cover, CP Cover, Inspection pit cover according to requirement as and when required within 24 hours in Ward No. 11.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,25,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,600.00.** Period of Completion: **180 Days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/015/01/2025-2026 (2nd Call)

Name of the work: **Providing and fixing MH Cover, GP Cover, CP Cover, Inspection pit cover according to requirement as and when required within 24 hours in Ward No. 15.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,40,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,900.00.** Period of Completion: **180 Days.**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/016/03/2025-2026 (2nd Call)

Name of the work: **Urgent repairing of potholes/damaged road surface etc. in Ward No. 16, Br-II.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **3,50,000.00.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **180 Days.**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/012/007/2025-2026/UTTARAN

Name of the work: **Repairing of Uttaran Sewer Line at 43, Ultadanga Road, Halder Bagan Lane, 228, 232 A. P. C. Road and other places in Ward No. 12.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,99,322.20.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **40 Days.**

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/010/007/2025-2026/BUSTEE

Name of the work: **Repairing of Bustee IPS and Paver Block surface at 12, 13, Raja Gopendra Street, 6 Shyampukur Street and others bustee in Ward No. 10, Br-II.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,99,694.25.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **09.06.2025 up to 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 5).** Bid will be opened on: **11.06.2025 at 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from: **27.05.2025 at 5 p.m (For Sl. No. 1 to 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/EE-III/35/8/25-26/US (1st call) published in this Newspaper on **19.05.2025 (Key No. 248/25-26)**. Last date and time of submission of bid (online) will be read as **03.06.2025 at 12 Noon** instead of 28.05.2025 at 12 Noon and Bid opening date and time for technical proposals (online) will be read as **05.06.2025 at 12 Noon** instead of 30.05.2025 at 12 Noon.

315/25-26

আইপিএল ফাইনালে সেনাকে বিশেষ সম্মান পরিকল্পনা জানাল বোর্ড

মুম্বই, ২৭ মেঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ফাইনাল ৩ জুন। পুরনো সূচি অনুযায়ী ২৫ মে হওয়ার কথা ছিল আইপিএল ফাইনাল। যদিও মাঝে কিছুদিন স্থগিত রাখা হয়েছিল টুর্নামেন্ট। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিরা হত্যা করেছিল নিরীহ পর্যটকদের। পাকিস্তানের জঙ্গি গোষ্ঠী এর দায় নিয়েছিল। ক্ষোভের আগুনে জ্বলছিল পুরো দেশ। অবশেষে জানানো হয়। জায়ান্ট স্ক্রিনেও ভারতীয় সেনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বার্তা দেওয়া হয়। এ বার আইপিএল ফাইনালের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের। আইপিএল ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। যদিও পরবর্তীতে সূচির পাশাপাশি ভেনুও বদল হয়েছে। আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় দেশের কাজ করে যাওয়া। ভারতীয় সেনাকে শ্রদ্ধা জানাতে সমাপ্তি অনুষ্ঠান তাঁদের উৎসর্গ করা হবে। ভারতের বড় আবেগ ক্রিকেট। এই একটা খেলা দেশকে সঙ্ঘবদ্ধ করে রাখে। আমরা সেনার জন্য গর্বিত। আমাদের সুরক্ষার জন্য সবসময় রয়েছে। তাদের প্রতি কোনও কৃতজ্ঞতাই যথেষ্ঠ নয়।'' আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ফাইনালে সমাপ্তি

অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে এর যোগ্য জবাব দিয়েছিল ভারতীয় সেনা। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কারণে বেশ কিছু বিমানবন্দরে পরিষেবা স্থগিত রাখা হয়েছিল। স্থগিত রাখা হয়েছিল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগও। এরপর ভেনু সীমিত করে টুর্নামেন্ট শুরু হয়। সেনার উপর গর্বিত দেশের সকলেই। আইপিএল পুনরায় শুরুর পর সেনাকে সম্মান জানাতে বেশ কিছু ম্যাচে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে সেনাকে সম্মান কোয়ালিফায়ার এবং ফাইনাল ম্যাচ হবে। ফাইনালের পর হবে সমাপ্তি অনুষ্ঠানও। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য নিয়ে দেশবাসীকে আরও ভালো করে জানাতে এবং সাহসী সেনাকে সম্মান জানাতে ৪৫ মিনিটের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, ''ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য। দেশকে সুরক্ষা দেওয়া। স্বার্থহীন ভাবে সাহসের সঙ্গে অনুষ্ঠানে আর কী পরিকল্পনা থাকছে? বোর্ড সচিব আরও বলেন, ''সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য ভারতীয় সেনার তিন সিনিয়র কর্তাকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি। পাশাপাশি ফাইনালের জন্য স্টেডিয়ামের বেশ কিছু স্ট্যান্ড শুধুমাত্র সেনাকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গানও হবে। অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র সেনার জন্যই হবে।''

বিপিন সিংকে বিদায় জানানোর পথে মুম্বই সিটি এফসি

মুম্বই, ২৭ মেঃ এই সিজনটা যথেষ্ট হতাশাজনক পারফরম্যান্স নিয়ে শেষ করেছে মুম্বই সিটি এফসি। প্রথম ম্যাচে ড্র করার পর দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। জামশেদপুর এফসির পাশাপাশি শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসির কাছে ও আটকে যেতে হয়েছিল দেশের বানিজ্য নগরীর এই ফুটবল ক্লাবকে। সকলকে হতাশ করে টেবিলের একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল রনবীর কাপুরের ক্লাব। কিন্তু দ্বিতীয় লেগ থেকেই ছন্দে ফিরতে শুরু করে পেট্র ক্র্যাটকির ছেলেরা। তবে গোয়া ম্যাচে বিরাট বড় ব্যবধানে পরাজিত হতে হলেও সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে খুব একটা সমস্যা হয়নি লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেদের। হায়দরাবাদ এফসির সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে ম্যাচ শেষ করার পর তাঁরা আটকে দিয়েছিল শক্তিশালী মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে। তারপর শেষ ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসিকে পরাজিত করে সুপার সিক্স নিশ্চিত করে ফেলেছিল মুম্বই সিটি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। নক আউটে নিজেদের নিশ্চিত করে ফেললে ও ছিটকে যেতে হয়েছিল প্রথমেই। পাঁচটি গোলের ব্যবধানে সেই ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসির কাছে নাস্তানাবুদ হতে হয় আইএসএলের এই দলকে। সেই হতাশা কাটিয়ে কলিঙ্গ সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য ছিল মুম্বই সিটির। কিন্তু ছিটকে যেতে হয়েছিল নক আউটে। এমন হতাশাজনক পারফরম্যান্স ভুলে এখন থেকেই নতুন মরসুমের জন্য পরিকল্পনা সাজাতে শুরু করে দিয়েছে সিটি ম্যানেজমেন্ট। এক্ষেত্রে বেশ কিছু খেলোযাড়দের বদল করার কথা ও উঠে আসতে শুরু করেছে ব্যাপকভাবে। সেক্ষেত্রে সবার আগে উঠে আসতে শুরু করে বিপিন সিংয়ের নাম। এই মাসের শেষেই তাঁর সঙ্গে চুক্তি শেষ হতে চলেছে আইএসএল জয়ী এই ফুটবল ক্লাবের। সেই সমস্ত দিক মাথায় রেখেই আগামী মরসুমে তাঁকে দলে আনতে আগ্রহী টুর্নামেন্টের একাধিক ফুটবল ক্লাব। বিগত কয়েক মাস ধরেই সেক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছিল দক্ষিণের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব কেরালা ব্লাস্টার্সের নাম। তবে বর্তমানে সেই সম্ভাবনা অনেকটাই ক্ষিণ হয়ে উঠেছে। শোনা যাচ্ছে, কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা ইমামি ইস্টবেঙ্গলের যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে এই ফুটবলারের উপর। কথাবার্তা অনেকটাই ইতিবাচক। যারফলে লাল-হলুদে আসলে খুব একটা অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না কারুর কাছে। বলাবাহুল্য, গত ২০১৮ সাল থেকেই এই দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিপিন। দুইটি আইএসএল জয়ের পাশাপাশি লিগ শিল্ড পাওয়ার ও রেকর্ড থেকেছে এই ভারতীয় তারকার। পাশাপাশি এখন ও পর্যন্ত ২৮টি গোল সহ ১৬টি অ্যাসিস্ট ও রয়েছে এই দাপুটে ফুটবলারের। যতদূর খবর, খুব শীঘ্রই এবার তাঁকে বিদায় জানাতে চলেছে দেশের বানিজ্য নগরীর এই দল।

আসন্ন ডুরান্ড কাপে তরুণ ব্রিগেডের উপর ভরসা রাখবে মোহনবাগান?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মেঃ ইতিহাস গড়ার মধ্যে দিয়ে এবারের ফুটবল মরসুম শেষ করেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। পাহাড়ের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব নর্থইস্ট ইউনাইটেডের কাছে ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ডের ফাইনালে পরাজিত হতে হলেও সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে খুব একটা সমস্যা হয়নি ময়দানের এই প্রধানের। এক্ষেত্রে বিশেষ করে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে ভালো পারফরম্যান্স করাই অন্যতম লক্ষ্য ছিল সবুজ-মেরুনের। সেটাই হয়েছে শেষ পর্যন্ত। ড্র দিয়ে লিগ শুরু করতে হলেও পরবর্তীতে সময় যত এগিয়েছে ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে মোহনবাগান। একের পর এক ম্যাচে অতি সহজেই এসেছে জয়। যারফলে টুর্নামেন্টের অন্যান্য দলগুলিকে টেক্কা দিয়ে অনায়াসেই লিগ শিল্ড ঘরে তুলে নেয় সবুজ-মেরুন। বলতে গেলে ক্লাব ফুটবলে সর্বোচ্চ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য এই খেতাব নিশ্চিত করে জোসে মোলিনার ছেলেরা। তারপর সেই ছন্দ বজায় ছিল লিগ কাপের ফাইনালে। যেখানে শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসির কাছে একটি গোলের ব্যবধানে পিছিয়ে থাকতে হলেও সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি

তাঁদের পক্ষে। যারফলে দেশের একমাত্র ফুটবল ক্লাব হিসেবে এক সিজনে টানা দুইটি খেতাব জয় করে গঙ্গা পাড়ের এই ফুটবল ক্লাব। সুপার কাপের শুরুটা যথেষ্ট ভালো হলেও সেটা বজায় থাকেনি শেষ পর্যন্ত। মানোলো মার্কুয়েজের এফসি গোয়ার কাছে পরাজিত হয়ে ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্ট থেকে। তবে দলের তরুণ ফুটবলারদের পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে খুশি করেছে সমর্থকদের। সেই নিয়েই এবার উঠে আসতে শুরু করেছে নয়া তথ্য। বিভিন্ন মাধ্যম সূত্রে খবর, আসন্ন নয়া সিজনে ও নাকি তরুণ ফুটবলারদের সামনে রেখেই অভিযান শুরু করতে চলেছে কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। হ্যাঁ ঠিকই শুনছেন। সেক্ষেত্রে গতবারের মতো এবারও মূলত তরুণ ফুটবলারদের সামনে রেখেই ডুরান্ডে অংশ নিতে পারে মোহনবাগান। সেটা হলেও যদিও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না কারুর কাছে। এক্ষেত্রে গতবারের ভুল ত্রুটি শুধরে মূলত সাফল্য পাওয়াই প্রধান লক্ষ্য থাকবে দলের ফুটবলারদের কাছে। যদিও এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি বিষয়টি।

ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে ম্যান ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে হংকংয়ের প্রস্তুতি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় জাতীয় ফুটবল দল তাদের ২০২৭ এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব শুরু করেছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র দিয়ে। এখন তাদের পরবর্তী গন্তব্য হংকং। তারা ১০ জুন একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হবে। ব্লু টাইগার্স নামে পরিচিত ভারতীয় দল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে বেশ কয়েকটি সুযোগ তৈরি করলেও গোল করতে ব্যর্থ হয়েছে। পাঁচটি ম্যাচ এখনো বাকি থাকায়, কোচ মানালো মার্কুয়েজের দলের উপর চাপ বাড়ছে। ভারত ৪ জুন থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করবে। হংকংয়ের কোচ অ্যাশলে ওয়েস্টউড, যিনি পূর্বে বেঙ্গালুরু এফসি-র কোচ ছিলেন। তার নেতৃত্বে দলটি বর্তমানে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৫৩তম স্থানে রয়েছে। তারা তাদের শেষ চারটি ম্যাচে অপরাজিত রয়েছে। এর মধ্যে কম্বোডিয়া, ফিলিপিন্স এবং মরিশাসের বিরুদ্ধে জয় রয়েছে। এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে তারা সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র দিয়ে শুরু করেছে। তাই ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে পয়েন্ট অর্জনের জন্য তাদের উপরও চাপ থাকবে। অন্যদিকে, ভারত ২০২৪ সালে কোনো ম্যাচে জয় পায়নি। তবে

একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে, যা হংকংয়ের বিরুদ্ধে তাদের প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে। ২০২২ সালে, ভারত এশিয়ান কাপ ২০২৪-এর যোগ্যতা অর্জন পর্বে হংকংয়ের বিরুদ্ধে ৪-০ গোলের জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। হংকং তাদের প্রস্তুতি জোরদার করতে বেশ কয়েকটি শক্তিশালী প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করেছে। তারা ৩০ মে ইংলিশ ফুটবল জায়ান্ট ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে হংকং স্টেডিয়ামে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে, যেখানে ৪০,০০০ দর্শকের উপস্থিতি প্রত্যাশিত। এই ম্যাচ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের অফিসিয়াল চ্যানেল এমইউটিভি-তে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। এছাড়াও, হংকং ৫ জুন নেপালের বিরুদ্ধে আরেকটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে, যা তাদের ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি আরও ২০২৫ সালের শুরুতে তারা মালদ্বীপের বিরুদ্ধে ৩-০ গোলের জয় দিয়ে বছর শুরু করে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র হতাশাজনক হলেও, ম্যাচে কিছু ইতিবাচক দিক ছিল। থাইল্যান্ড এবং হংকংয়ের বিরুদ্ধে জুন মাসের ম্যাচগুলো ভারতের জন্য কঠিন হবে। তবে এই ম্যাচগুলোতে জয় পেলে দলের মনোবল বাড়বে এবং ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হবে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে হংকংয়ের প্রীতি ম্যাচ তাদের খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। ইউনাইটেডের জন্য এই ম্যাচ তাদের একাডেমির খেলোয়াড়দের সুযোগ দেওয়ার একটি প্ল্যাটফর্ম হতে পারে, কারণ তারা এই মরসুমে প্রিমিয়ার লিগে ১৫তম স্থানে শেষ করেছে। ইউরোপা লিগের ফাইনালে টটেনহ্যাম হটস্পারের কাছে হেরেছে।

কলকাতা ফুটবল লিগের সব ডিভিশনে লাইসেন্স আবশ্যিক

নয়াদিল্লি, ২৭ মেঃ বঙ্গ ফুটবলের উন্নতিকল্পে সম্প্রতিকালে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলার ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা আইএফএ। যার ফলশ্রুতিতেই এবার সন্তোষ ট্রফি জিতেছে বাংলা। উঠে এসেছেন রবি হাঁসদা, ইসরাফিল দেওয়ানের মতো একঝাঁক বাঙালি ফুটবলার। পাশাপাশি আইএফএ এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার কলকাতা লিগের প্রিমিয়র ডিভিশনে ছয় জন ভূমিপুত্র রাখতেই হবে প্রথম ডিভিশনে। যা এর আগে ছিল পাঁচ জন। পাশাপাশি কোচ নিযুক্ত করার ক্ষেত্রেও বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইএফএ। আসলে আইএফএ-র সচিব পদে বসার পর থেকেই অনির্বাণ দত্ত বাংলার ফুটবলের উন্নতির জন্য বেশ কিছু কার্যকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন। এবার আইএফএ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কলকাতা লিগে পঞ্চম ডিভিশন থেকে প্রিমিয়ার ডিভিশনে কোচিংয়ের ক্ষেত্রেও লাইসেন্সধারী কোচ বাধ্যতামূলক। কোন ডিভিশনে কোন কোন ক্যাটাগরির কোচ কোচিং করতে পারবেন তার একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা তৈরি করে ক্লাবগুলিকে জানিয়েও দিয়েছে বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা।

ব্রাজিলকে আবার চ্যাম্পিয়ন দল করে তুলতে চান আনচেলত্তি

রিও ডি জেনেইরো, ২৭ মেঃ রিয়াল মাদ্রিদ অধ্যায় শেষ করে ব্রাজিলে পৌঁছানোর পর আনুষ্ঠানিকভাবে সোমবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন আনচেলত্তি। তাকে স্বাগত জানান লুইস ফেলিপে স্কোলারি, যার কোচিংয়ে ২০০২ বিশ্বকাপ জিতেছিল ব্রাজিল। সেটিই এখনও পর্যন্ত শেষবার। স্বপ্নের 'হেক্সা' এখনও অধরা ফুটবল পাগল দেশটির। গত বিশ্বকাপে তারা কোয়ার্টার-ফাইনালে হেরে যায় ক্রোয়েশিয়ার কাছে। এরপর থেকে চলছে আরও দুঃসময়। ওই আসরের পর থেকে ১৪ ম্যাচের পাঁচটিতে হেরেছে তারা। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের পয়েন্ট তালিকায় আছে চার নম্বরে। খেলার ফলাফলের চেয়েও বড় কথা, মাঠের ফুটবলে সেই চেনা ব্রাজিল হারিয়ে গেছে অনেক দিন ধরেই। খেলায় নেই কোনো ছন্দ ও ধার। সেই দলকেই পথে ফেরানোর ভার এখন আনচেলত্তির। ক্লাব ফুটবলের ইতিহাসের সফলতম কোচদের একজন প্রথমবার কোনো জাতীয় দলের দায়িত্ব নিলেন এই ৬৫ বছর বয়সে এসে। ব্রাজিলকে তিনি ফেরাতে চান আবার শীর্ষস্থানে। ''বিশ্বের সেরা দলকে কোচিং করানোর সুযোগ পেয়ে আমি সম্মানিত ও গর্বিত। অনেক বড় দায়িত্ব আমার সামনে। আমি উচ্ছ্বসিত। চ্যালেঞ্জ এখানে বিশাল। তবে এই দলের সঙ্গে আমার বিশেষ এক সংযোগ ছিল সবসময়ই। আমরা কাজ করব ব্রাজিলকে আবার চ্যাম্পিয়ন করে তুলতে।'' আগামী ৬ জুন একুডরের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে সেই অভিযান শুরু করবে আনচেলত্তির ব্রাজিল। পাঁচ দিন পর তাদের প্রতিপক্ষ প্যারাগুয়ে। এই অঞ্চল থেকে সরাসরি বিশ্বকাপে খেলবে ছয়টি দল।

লিভারপুলের শিরোপা-উৎসবে গাড়ি চাপায় আহত ৪৭

পুলিশ বলছে এটা 'সন্ত্রাসবাদ নয়, একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা'

লিভারপুল, ২৭ মেঃ ২০২৫ সালের আগে ২০২০ সালে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লিভারপুল। কিন্তু পাঁচ বছর আগের করোনাকালে পৃথিবীতে শিরোপা-উৎসব করা হয়নি তাদের। সেবার ছাদখোলা বাসে 'ভিক্ট্রি প্যারেড' করতে না পারলেও এবার যেন তা সুদে-আসলে মেটাতে চেয়েছিল লিভারপুল। কাল পুরো শহর সেজেছিল অলরেডদের লাল রঙে। উৎসবের অংশ হতে সব বয়সী মানুষ নেমে এসেছিলেন রাজপথে। কিন্তু লিভারপুলের লাল রঙের সঙ্গে রক্তও ঝরেছে। বলতে গেলে শিরোপা-উৎসবটাই পণ্ড হয়ে গেছে। বেপরোয়া একটি গাড়ি যে লিভারপুল সমর্থকদের ধাক্কা দিয়ে চলে গেছে কারও কারও গায়ের ওপর দিয়েও দিয়েছে!

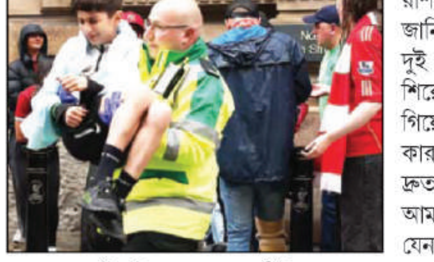

নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, ন্যক্কারজনক এই ঘটনায় চার শিশুসহ অন্তত ৪৭ জন আহত হয়েছেন। এএফপি জানিয়েছে, আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ২৭ জনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এ ঘটনায় ৫৩ বছর বয়সী এক ব্রিটিশ শ্বেতাঙ্গ নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ওই ব্যক্তিই গাড়িটি চালাচ্ছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে এটি কোনো সন্ত্রাসী হামলা নয় বলে দাবি করেছে পুলিশ। মার্সেসাইড পুলিশের সহকারী প্রধান কনস্টেবল জেনি সিমস এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ''ঘটনাটিকে আমরা সন্ত্রাসবাদ হিসেবে বিবেচনা করছি না। আমরা মনে করি, এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য কাউকে খুঁজছি না।'' প্রিমিয়ার লিগ ট্রফি হাতে সালাহ, ফন ডাইক, আলিসনদের একনজর দেখতে কাল মুষলধারার বৃষ্টির মধ্যেও হাজার হাজার লিভারপুল সমর্থক রাস্তায় জড়ো হয়েছিলেন। আর্নে স্লটের দলকে বহন করা ছাদখোলা বাস শহরের ওয়াটার স্ট্রিটের পাশ দিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিট আগে কালো রঙের একটি গাড়ি সমর্থকদের সজোরে ধাক্কা দিতে দিতে দ্রুতবেগে চলতে থাকে। হ্যারি রশিদ নামের এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, তিনি তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যাসন্তানকে নিয়ে শিরোপা-উৎসবে অংশ নিতে গিয়েছিলেন। সেই সময় একটি কার ভিড়ের মধ্য দিয়ে খুব দ্রুতগতিতে চলে যায়, ''প্রথমে আমরা শুধু শব্দ শুনতে পেলাম যেন লোকজন গাড়ির বনেট থেকে ছিটকে পড়ছে। যখন গাড়িটি মানুষদের পিষে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন আওয়াজটা আরও স্পষ্টভাবে কানে এল। সব মিলিয়ে অবস্থা ভয়াবহ ছিল।'' সন্দেহভাজনকে সঙ্গে সঙ্গে আটক করতে পারায় এবং পরিস্থিতি দ্রুত সামাল দিতে সাহসিকতার পরিচয় দেওয়ায় পুলিশ ও জরুরি সেবাকর্মীদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। তিনি বলেছেন, ''ভয়াবহ ঘটনার শিকার আহত ব্যক্তিদের তাঁরা নিরলসভাবে সহায়তা ও সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। পুরো দেশ লিভারপুলের পাশে আছে।'' সমর্থকদের পাশে দাঁড়িয়ে লিভারপুল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছে, 'গুরুতর এই ঘটনায় যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, আমরা তাঁদের জন্য প্রার্থনা করছি।'

৮০০ ছুঁয়ে রোনাল্ডো বললেন, 'অধ্যায় শেষ'

ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডোর ক্যারিয়ারের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা চলছে বেশ কদিন ধরেই। সেই আলোচনার স্রোতেই নতুন জোয়ার বইয়ে দিল সামাজিক মাধ্যমের একটি পোস্ট। একটি অধ্যায় শেষের ঘোষণা দিলেন পর্তুগিজ তারকা। সেটিই জন্ম দিল তীব্র কৌতূহলের।

রিয়াধ, ২৭ মেঃ সৌদি প্রো লিগে আল ফাতেহর সঙ্গে আল-নাসরের ম্যাচ ছিল সোমবার। দুই দফা এগিয়েও শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলে হেরে যায় আল-নাসরে। প্রথমার্ধে হেড থেকে গোল করেন রোনাল্ডো। আল-নাসরের হয়ে যেটি তার ৯৯তম গোল আর ক্লাব ক্যারিয়ারের ৮০০তম গোল। হাজার গোলের লক্ষ্যের পথে ছুটতে থাকা তারকার ক্যারিয়ার গোল এখন ৯৩৬টি। এই ম্যাচ শেষ হওয়ার পর সামাজিক মাধ্যমে রোনাল্ডো লিখেছেন, 'এই অধ্যায় শেষ। তবে গল্প? এখনও লেখা চলছে। সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা।' অধ্যায় শেষ বলে রোনাল্ডো কী বোঝালেন, এটিই এখন মূল আগ্রহের জায়গা। ক্যারিয়ারের শেষ যে এটি নয়, তা তো পরের লাইনেই পরিস্কার। ৪০ বছর বয়সী তারকা নিশ্চিতভাবেই অবসর নিচ্ছেন না। তাহলে কি আল নাসরে অধ্যায় শেষ? আপাতত এই সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি দেখা হচ্ছে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে সৌদি ক্লাবটিতে নাম লেখানোর ঘোষণা দেন তিনি।

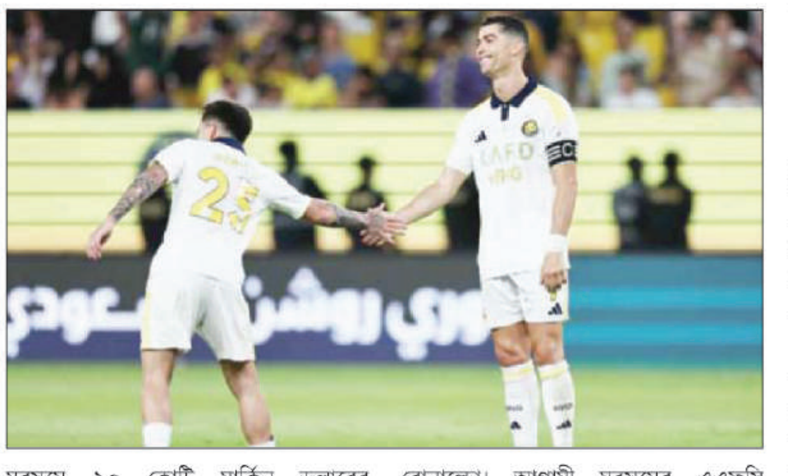

মরসুমে ২০ কোটি মার্কিন ডলারের চোখধাঁধানো সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ এই জুনেই। নতুন চুক্তির কোনো ঘোষণা তিনি করেননি। এতেই কিছুদিন ধরে আলোচনা চলছিল, আল-নাসরে ছাড়তে পারেন রোনাল্ডো। আগামী মরসুমের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিট পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি আল-নাসরে। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো অন্তত দুই দফায় বলেছেন, নতুন রূপে বড় আকারে শুরু হতে যাওয়া ৩২ দলের ক্লাব বিশ্বকাপে রোনাল্ডোকে দেখা যেতে পারে। সেই আলোচনার পালেও এখন আরও জোর হাওয়া লাগছে। ব্রাজিলের কোনো ক্লাবে রোনাল্ডোকে দেখা যেতে পারে, এই খবরও হয়েছে কিছু সংবাদমাধ্যমে। ব্রাজিলের চারটি ক্লাব জায়গা করে নিয়েছে ক্লাব বিশ্বকাপে। আগামী ১৪ জুন থেকে ১৩ জুলাই ক্লাব বিশ্বকাপের আসর চলবে যুক্তরাষ্ট্রে। এই টুর্নামেন্টকে ভাবনায় রেখেই ১ জুন থেকে ১০ জুন পর্যন্ত বিশেষ ট্রান্সফার উইন্ডো রাখা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যেই চূড়ান্ত হতে পারে রোনাল্ডোর নতুন ঠিকানা। আবার এমনও হতে পারে, 'অধ্যায় শেষ' বলে রোনাল্ডে বুঝিয়েছেন সৌদি প্রো লিগের এই মরসুম শেষ হওয়ার কথা। এখানেই হতে পারে তার নতুন চুক্তি। তবে সেই সম্ভাবনা সামান্যই। সব মিলিয়ে অনিশ্চয়তা আছে কিছু। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ার আগ পর্যন্ত এটা নিয়ে আলোচনার প্রবল উত্তাপ থাকবে।

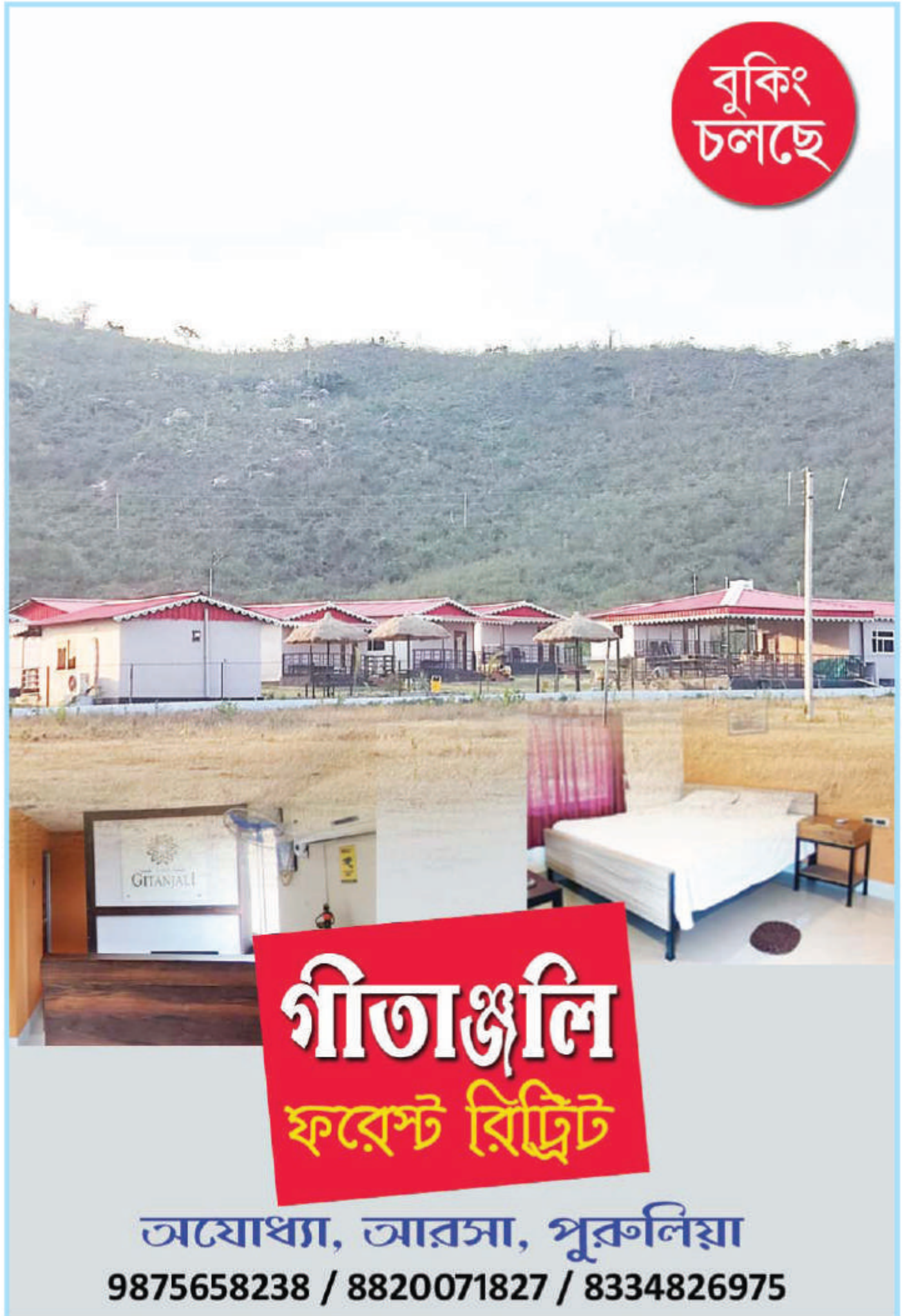

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com